ক্লিয়োপেট্রা

সুকন্যা

করুণা প্রকাশনী
১১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ৭ই ভাদ্র ১৩৭১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩

প্রকাশক
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বক্সী
নিউ প্রিন্টার্স
২০৯ সি, বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
গণেশ বসু

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে

CLEOPATRA

A Life-Story

By

Sukanya

ভূমিকা

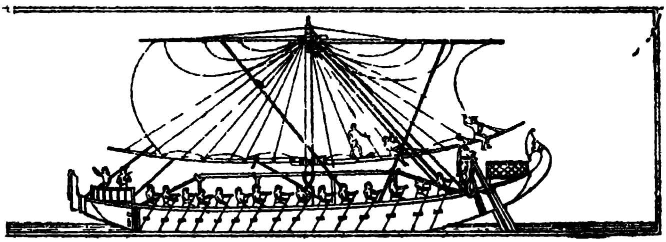
পশ্চিমবিশ্বে অসংখ্য গ্রন্থ—কাব্য, নাটক, উপাখ্যান রচিত হয়েছে ...ঙ্গয়ী নায়িকা ক্লিয়োপেট্রাকে নিয়ে। প্রায় দু' হাজার বছর কেটে গেছে—তবু সে কাহিনী আজও অম্লান।

নানা তথ্য থেকে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে ক্লিয়োপেট্রার জীবনকথা বিবৃত করবার চেষ্টা করেছি। সিসেরো, স্ট্র্যাবো, ...লিভি, জোসেফাস, প্রোফাইরি, প্লুতার্ক ইত্যাদি প্রাচীন মনীষীরা ঐ যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য রেখে গেছেন। ত... ...যুগে পেয়েছি *A History of Egypt—The Ptolemic Dy...* (Edwin Bevan), *Life and Times of Cleopatra* (We...), *Cleopatra, Queen of Egypt* (P. W. Seigeant), *The Que...* ...gypt (R. Janet Buttles), *History of Egypt under the Pto...* (... P. Mahaffy) ইত্যাদি। বাংলায় রচিত 'ক্লিয়োপেট্রা' (নরেন্দ্রনা... ...য় চৌধুরী) গ্রন্থটিও উল্লেখ্য।

সবচাইতে বেশী নির্ভর করেছি এডোয়ার্ড বিভানের ওপর, প্লুতার্ক ... জীবনী গ্রন্থ—৪র্থ ও ৫ম খণ্ড-থেকেও সাহায্য নিয়েছি, কাব্যরস (... শেক্সপীয়র থেকে।

এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকজনের নাম করতে চাই, যাঁরা অ... নানাভাবে সাহায্য করেছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন। এঁদের নাম ডঃ ... সাধন বসু, অধ্যাপক বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শঙ্করী... বসু।

কলিকাতা ন্যাশনাল লাইব্রেরীর বিমলেন্দু সেনগুপ্ত কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য ছবি সংগ্রহে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই গ্রন্থের প্রকাশক বামাচরণ মু... ... গণেশ বসু নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন- ... ...চ্ছা রইল।



মিশর-রাণী ক্লিয়োপেট্রা—যুগান্তের মোহ জড়িয়ে আছে নামটির সঙ্গে। নিষিদ্ধ বস্তুর মতোই আকর্ষণীয় ক্লিয়োপেট্রার কাহিনী: তাঁর ইতিহাস। ক্ষুদ্র মিশরের কামনা-তপ্ত জীবনের সঙ্গে সেদিন এক নিগূঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল বিশাল রোম—তার একাধিক বীরশ্রেষ্ঠ নায়ক।

আজ থেকে অনেক দিন আগে—দু'হাজার বছরেরও আগে।

ভারতবর্ষে তখন মৌর্যমহিমা শেষ। তার উত্তরাপথে বিদেশী ব্যাকটি্রয়, পার্থিয়, শক আর ইউ-চি-দের আনাগোনা। তখন মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতে সাতবাহনদের সহুঙ্কার রাজ্যশাসন।

ইউরোপে তখন রেপাব্লিক রোমের সদম্ভ জয়ঘোষণা—তার সসৈন্য অভিযানে এশিয়া-আফ্রিকা সন্ত্রস্ত। তবে রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সিজার তখনও গল্ আক্রমণ করেননি, ব্রিটেন তখনও রোমের স্পর্শ মুক্ত।

সব চাইতে উল্লেখ্য—ঈশ্বরপুত্র যিশু খ্রীষ্টের জন্ম লগ্নের তখন অর্ধ শতাব্দীর ওপরেও কয়েক বছর বাকী।

ক্লিয়োপেট্রার জন্ম তখন—তখন খ্রীঃ পূঃ ৬৯ অব্দ। তারপর তাঁর কাহিনী, তাঁর ইতিহাস।

একটু আগের থেকেই শুরু করি।

খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩২ অব্দ। চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ম্যাসিডনীয় বীর আলেকজাণ্ডার ঝাঁপিয়ে পড়লেন মিশরের ওপর। মিশর নতি

স্বীকার করল। এতে মিশরের কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ এর আগে দু'শ বছর ধরে মিশর ছিল পারস্যের অধীন, এখন গেল ম্যাসিডনিয়ার অধিকারে—শুধু প্রভুর অদলবদল, আর কিছু নয়। কারণ প্রাচীন স্বাধীন ফারাওদের মিশর অবলুপ্ত হয়েছিল অনেক দিন আগেই।

আলেকজাণ্ডার বুদ্ধিমান ছিলেন, তাই তিনি মিশরের প্রাচীন রাজধানী মেম্ফিস নগরে দেবতার মন্দিরে নবলব্ধ রাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। তার ধর্মীয় রীতিনীতিকে সাদর সম্মান জানালেন।

এর পরের বছর খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩১ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভূমধ্য সাগরের ফেনোচ্ছ্বসিত উপকূলে আলেকজান্দ্রিয়া নগরের পত্তন করলেন। মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই আলেকজান্দ্রিয়া সম্পদে, বিভবে, শিক্ষায়, ধর্মে আর রাজনীতিক গুরুত্বে ফুলে ফেঁপে উঠল।

ক্লিয়োপেট্রা-কাহিনীর রঙ্গমঞ্চ প্রধানত এই আলেকজান্দ্রিয়া।

ভারতবর্ষ থেকে ফিরে যাবার পথে ব্যাবিলনে মাত্র কয়েক-দিনের জ্বরে খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ অব্দে আলেকজাণ্ডার যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর বিজিত দেশগুলি ভাগবাঁটোয়ারা হয়ে গেল তাঁর কয়েক-জন প্রিয় সেনাপতিদের মধ্যে। মিশর পড়ল আলেকজাণ্ডারের প্রিয় অনুচর অভিজ্ঞ সেনাপতি টলেমির ভাগে। মিশরের ইতিহাস তখন থেকে অন্য খাতে বইতে শুরু করল।

খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ থেকে ৩০৫ পর্যন্ত টলেমি ছিলেন মিশরের 'সত্রপ' বা শাসনকর্তা, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে তিনি হলেন মিশরের পুরোপুরি স্বাধীন রাজা। সেখানে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন স্বাধীন টলেমি-বংশ। মিশরীয় হাওয়ার সঙ্গে গ্রীক রীতিনীতির মিশ্রণ ঘটল। 'সত্রপ' টলেমি হলেন রাজা প্রথম টলেমি।

বলতে গেলে টলেমি বংশের রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ৩২৩ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৩০ অব্দ পর্যন্ত।

টলেমি বংশধরদের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় টলেমি বেশ কৃতিত্বের

সঙ্গেই রাজত্ব করেছিলেন। তাঁরা মিশরের গৌরব অনেকখানি বাড়িয়েছিলেন।

মুশকিল হল চতুর্থ টলেমিকে নিয়ে। গুণটুকু না থেকে তাঁর মধ্যে রাজরাজড়াদের দোষগুলো পুরোমাত্রায় ছিল। সুতরাং মিশরের খ্যাতি বেশ খানিকটা কমে গেল।

এলেন পঞ্চম টলেমি। এই সময়কার স্মরণীয় ঘটনা, সিরিয়ার রাজা তৃতীয় এ্যান্টিওকাসের মেয়ে ক্লিয়োপেট্রার সঙ্গে পঞ্চম টলেমির বিয়ে। এই ক্লিযোপেট্রা মিশরের ইতিহাসে প্রথম ক্লিযোপেট্রা, আর আমাদের আলোচ্য ক্লিয়োপেট্রা, ষষ্ঠ ক্লিয়োপেট্রা। তাঁর আবির্ভাব আরও পরে।

পঞ্চম টলেমি ও প্রথম ক্লিযোপেট্রার দুটি ছেলে—ষষ্ঠ টলেমি ও সপ্তম টলেমি। বাপ গত হলে এঁরা দু'ভাই একসঙ্গে মিশরের সিংহাসনে বসলেন। ফলে যা হবার তাই হল,—দু' ভাইযেব মধ্যে সমানে ঝগড়া মারামারি হতে লাগল। মাঝখান থেকে সুযোগ পেয়ে রোম এসে নাক গলাল। শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ টলেমি—অন্য ভাইটির চাইতে যাঁর বুদ্ধি শক্তি দুই-ই বেশী ছিল—মিশরেই থেকে গেলেন। আর সপ্তম টলেমি গেলেন মিশরের অধীনস্থ সাইরেনিকা রাষ্ট্রে। কিন্তু যে মুহূর্তে ষষ্ঠ টলেমি মারা গেলেন, সেই মুহূর্তে সপ্তম টলেমি মিশরে ফিরে এলেন, ভাইপোকে মেরে ফেললেন, ভাইয়ের স্ত্রী দ্বিতীয় ক্লিযোপেট্রা ও তাঁর মেয়ে তৃতীয় ক্লিয়োপেট্রাকে বিয়ে করলেন।

মিশরের রাজপরিবারে সহোদর ভাইবোনের বিয়ে আইনত ও ধর্মত সিদ্ধ ছিল। রাজবংশের পবিত্র রক্তে যাতে বাইরের কোনো জল ঢুকতে না পায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা।

তবে সপ্তম টলেমি আর একটু বিশেষত্ব দেখিয়েছিলেন। তিনি নিজের ভ্রাতৃবধূকে বিয়ে করলেন, উপরন্তু বিয়ে করলেন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে, অর্থাৎ মায়ের পেটের বোন আর ভাগ্নীকে একই সঙ্গে বরণ করেছিলেন। যে দেশের যা রীতি; আমাদের পক্ষে আপাতত নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন করা নিষ্প্রয়োজন।

সপ্তম টলেমির দুটি ছেলে, তিনটি মেয়ে। জ্যেষ্ঠ মেয়ে ছিলেন চতুর্থ ক্লিয়োপেট্রা। ছেলে দুটি—অষ্টম টলেমি ও নবম টলেমি, যথারীতি একই সঙ্গে থাকাতে সমানে ঝগড়া করে চললেন। নবম টলেমি কিছুদিন পরে বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ দিলেন। অষ্টম টলেমি রাজত্ব করেন খ্রীঃ পূঃ ৮০ অব্দ পর্যন্ত। তিনি মারা যেতে রাজ্যের যাবতীয় দায়িত্ব পড়ল মেয়ে তৃতীয় বেরেনিসের ওপর। এমন সময় নবম টলেমির ছেলে দশম টলেমি রোমের সাহায্যে আলেকজান্দ্রিয়ায় এলেন, এসেই আগে নিজের চাইতে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠা রাণী তৃতীয় বেরেনিসকে বিয়ে করলেন! আবার সহ্য করতে না পেরে তিন সপ্তাহের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে মেরেও ফেললেন। মেরে ফেলেই বিপদ। তৃতীয় বেরেনিস অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকে দুঃখে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, দশম টলেমিকে হত্যা করে তারা এর প্রতিশোধ নিল।

এইবার রাজা হবেন কে?

আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীরা খুঁজেপেতে অষ্টম টলেমির একটি ছেলেকে মিশরের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। ইনি হলেন একাদশ টলেমি। তবে বিশুদ্ধ টলেমি বংশ কিন্তু দশম টলেমি পর্যন্তই বৈধ, প্রকৃত টলেমি বংশের শেষ এইখানেই। কেন না, একাদশ টলেমি ছিলেন অষ্টম টলেমির অবৈধ সন্তান। যাই হোক আমাদের আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে হবে, নইলে আমরা আমাদের ক্লিয়োপেট্রাকে ঘটনাস্থলে আনতে পারব না।

একাদশ টলেমি রাজা হিসেবে কত বড় ছিলেন, সেটা তাঁর জুটে-যাওয়া উপাধি থেকেই বোঝা যাবে। একাদশ টলেমির আসল নাম ছিল অলেটিস; কিন্তু এমনিতে তাঁকে বলা হত 'ফ্লুট প্লেয়ার' বা বংশীবাদক—বংশীবাদক একাদশ টলেমি।

রাজা যদি বাঁশী বাজান, গান করেন, কিংবা কবিতা লেখেন সেটা কোন দোষের নয়, বরং একটা অতিরিক্ত গুণ। প্রাশিয়ার রাজা ফ্রেডারিক দি গ্রেট-ও সংগীত কলার মস্ত সমঝদার ছিলেন।

কিন্তু সঙ্গীতের ঢেউয়ে তাঁর রাজকার্য ভেসে যায়নি। আমাদের দেশের সমুদ্রগুপ্ত সম্বন্ধে তো উচ্ছ্বাসোক্তি আছেই যে, তিনি দিগ্বিজয়ী হয়েও ছিলেন একজন বীণাবাদক—বহুমুখী প্রতিভার ধারক। তবে এঁদের কথা আলাদা। কিন্তু বংশীবাদক একাদশ টলেমি গায়ে ফুরফুরে হাওয়া লাগিয়ে রাজকার্যের একেবারে ধারে-কাছে না গিয়ে কেবল বাঁশীই বাজাতেন; ফলে তিনি রাজা নামের চরম অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

একাদশ টলেমির অযোগ্যতার ফলে রাজ্যের সবকিছু বানচাল হয়ে গেল। তাঁর আমলে মিশরের অভ্যন্তরে অচিরেই এত গোলমাল, এত বিদ্বেষ ও ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠল যে, শেষ পর্যন্ত একাদশ টলেমি রোমের সাহায্য প্রত্যাশায় দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুহূর্ত সময় গুণতে লাগলেন।

রোমের তখন কী রবরবা! যেমন ক্ষমতাবান, তেমনি দুর্ধর্ষ দুর্জয়। রোমের রেপাবলিক শাসনতন্ত্রে তখন তিনজন নায়ক—জুলিয়াস সিজার, পম্পে এবং ক্রেসাস। বিশেষ করে জুলিয়াস সিজার ও পম্পের বাহুবলের গৌরব ছিল বহুদূর বিস্তৃত। এশিয়ার একটি বড় অংশ পম্পের কাছে পরাজিত, ইউরোপের তা'বড় তা'বড় রাজারা সিজারের নামে কম্পিত।

এ-হেন রোমকে খুশি করে, তার সাহায্য লাভে যদি মিশরের সিংহাসনের নিরাপত্তা ফিরে আসে তাহলে মন্দ কি? সুতরাং একাদশ টলেমি উঠেপড়ে লাগলেন, কখন কিভাবে রোমকে এতটুকু সেবা করা যায়, তার কাজে নিজেকে লাগানো যায়। এই ভেবেই তিনি একদিকে প্যালেস্টাইন-গ্রাসেচ্ছু পম্পেকে আট হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পাঠালেন, আর অন্যদিকে জুলিয়াস সিজারের হাতে গুঁজে দিলেন ছ'হাজার 'ট্যালেণ্ট' মিশরীয় মুদ্রা অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রায় পৌনে দু'কোটি টাকা!

জুলিয়াস সিজার মিশরের কাছ থেকে এই নতিটুকুই চাইছিলেন। কারণ কিছুদিন আগে থেকেই মিশরকে হাতের

মুঠোয় পুরে তাকে একটি রোমীয় প্রদেশে পরিণত করার প্রবল ইচ্ছা জুলিয়াস সিজারের মনে বাসা বেঁধেছিল। সুতরাং রোমীয় অভিজাতদের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করেও জুলিয়াস সিজার একাদশ টলেমিকে রোমের মিত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন। একাদশ টলেমি অনেক দিন পরে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মিশরের অধীনস্থ সাইপ্রাসের দিকেও রোমের লুব্ধ থাবা এগিয়ে গেল, সাইপ্রাসে তখন একাদশ টলেমির ভাই আর একজন টলেমি রাজত্ব করছিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৫৮ অব্দে সাইপ্রাসকে রোমের অধীনস্থ একটা প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করা হল। রোম থেকে মার্কাস কেটো নামে একজন রাজকর্মচারীকে সেখানে পাঠানো হল। তিনি গিয়ে সেখানকার টলেমিকে বললেন—সাইপ্রাসকে রোমের হাতে তুলে দিতে হবে—অবিশ্যি টলেমির সেজন্য কোন ক্ষতি হবে না, রোমের সেটুকু বদান্যতা আছে। প্যাপোসে যে আফ্রোদিতির মন্দির আছে, রাজপদের বদলে তাকে সেখানে প্রধান পুরোহিত করে দেওয়া হবে।

বংশীবাদক ভাইটির চাইতে এই ভাইটি একটু ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। কাজেই রোমীয়দের এই অপমানজনক আদেশের বিরুদ্ধে তিনি আত্মহত্যা করে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করলেন।

রোমের ভালোই হল, তার সুযোগের পথটা আরও প্রশস্ত হল। রোমীয় সৈন্যেরা মহা উল্লাসে সাইপ্রাসের রাজপ্রাসাদ লুঠ করল। সাইপ্রাস সম্পূর্ণভাবে রোমীয় রাষ্ট্ররূপে পরিণত হল।

ইতিমধ্যে মিশরের অধীনস্থ সাইরেনিকাও রোমের অধীনে চলে গিয়েছিল।

সুতরাং শক্তি ও বিভবভরা প্রাচীন মিশরের অবস্থা যতদূর কাহিল হবার হল। তবে এটাও ঠিক যে, মিশর কাহিল হয়ে পড়েছিল বলেই রোম থেকে জুলিয়াস সিজার এসেছিলেন, এসেছিলেন মার্ক অ্যান্টনি আর অক্টেভিয়ান সিজার। তার পর কত আসা যাওয়া, কত যুদ্ধ, কত ঘটনা। কয়েক বছর ধরে দিনে

রাতে মিশরের আকাশে বাতাসে কত বিচিত্র সংলাপ, কত রঙ-বেরঙের উচ্ছ্বাস, কত সর্পিল অভিনয়……

সে কাহিনী পরে, সে কাহিনী তিল তিল করে এগিয়ে আসবে।

সাইপ্রাস, সাইরেনিকা ইত্যাদি হারিয়ে মিশর যখন একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে রইল, বিশেষ করে বিপদগ্রস্ত সাইপ্রাসকে বাঁচানোর বিন্দু মাত্র দায়িত্বও যখন একাদশ টলেমি নিলেন না, এমন কি ভাইয়ের আত্মহত্যায় পর্যন্ত এতটুকু বিচলিত না হয়ে তিনি রোমের মুখের দিকেই তাকিয়ে বসে রইলেন, তখনই আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসীদের সকল ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তারা একাদশ টলেমির এই নির্লিপ্ত নপুংসক ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

রাগ কি শুধু এই ঘটনার জন্যই? একাদশ টলেমি আর কোন দোষ করেননি? তিনি শুধু নিজের স্বার্থকে বজায় রাখার জন্য প্রজাদের না খাইয়ে, তাদের শোষণ করে সব টাকা রোমের পায়ে ঘুষ দেননি? মিশরকে নানা দিক থেকে বঞ্চিত করেননি? আর কত দিন এই অনাচার সহ্য করা যায়?

তাই ইতিহাসের পাতায় দেখা গেল, একাদশ টলেমি খ্রীঃ পূঃ ৫৮ অব্দে রোমের দরবারে গিয়ে নালিশ জানাচ্ছেন—'আমার পক্ষে আলেকজান্দ্রিয়ায় থাকা দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে। ওখানকার লোকেরা আমাকে যা-তা বলছে, আমার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে। রোমের সামরিক সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে ওখানে ফিরে যাওয়া, ওখানে বাস করা অসম্ভব…'

একাদশ টলেমির এই নাকী কান্নার ফাঁকে আলেকজান্দ্রিয়ার অবস্থাটা একবার দেখে নেওয়া যাক।

একাদশ টলেমির হঠাৎ রোমে পালিয়ে যাওয়ার পেছনে শুধু ক্ষিপ্ত প্রজারাই ছিল না, ছিল এক বিরাট ষড়যন্ত্র। কারণ একাদশ টলেমি স্ত্রী ছেলেমেয়ে সবাইকে ফেলে রেখে এমন আচমকা রোমে চলে গিয়েছিলেন, যেন কেউ পেছনে তাড়া

করেছিল! কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে একাদশ টলেমির অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী পঞ্চম ক্লিয়োপেট্রা বড় মেয়ে চতুর্থ বেরেনিসের সঙ্গে মিলিত হয়ে একসঙ্গে রাজ্যশাসনের ভার নিয়েছিলেন, এবং পঞ্চম ক্লিয়োপেট্রা মারা যেতে চতুর্থ বেরেনিস-ই মিশরের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়েছিলেন। অপর দিকে আবার এক অন্য কাহিনীও আছে। পঞ্চম ক্লিয়োপেট্রা নাকি এই সময়ে বেঁচেই ছিলেন না। বাপের অকর্মন্যতার সুযোগ নিয়ে রাজপ্রাসাদের বেশ কয়েকজনকে দলে টেনে চতুর্থ বেরেনিসই নাকি সিংহাসন কেড়ে নিয়েছিলেন। বাপ কোনরকমে শুধু নিজের প্রাণটুকু নিয়ে রোমে পালিয়ে গিয়েছিলেন, আর নাকের জলের সঙ্গে চোখের জল মিশিয়ে নালিশ জানিয়েছিলেন।

চতুর্থ বেরেনিসের প্রধান সহায় ছিলেন সেনাপতি ও মন্ত্রী এ্যাকিলাস। গল্পে আছে যে. যেদিন একাদশ টলেমির হাত থেকে আচমকা সিংহাসন কেড়ে নেওয়া হল, অর্থাৎ আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদে 'ক্যু' হল—সেদিন এ্যাকিলাস নাকি একখানা বুক-কাঁপানো ধারালো তরবারি হাতে নিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার রাজ-প্রাসাদ চুঁড়ে বেড়িয়েছিলেন বেরেনিসের আর দুটি বোনকে খুঁজে বার করার জন্য। তার বোনেরা যদি মিশরের রাণীর অধিকারে ভাগ বসায়! ছোট ছোট দুটি ভাই আছে, থাক। কারণ ওরা রাজা হবে। কিন্তু রাণী তো হবে শুধু একটি, নইলে সুবিধে কোথায়? সুতরাং খুঁজে বার কর আর দুটিকে—মেজ আর ছোট। মেজটি ক্লিয়োপেট্রা, ছোটটি অরসিনো।

এই মেজ মেয়েটিকেই আমাদের দরকার, ওই মেয়েটিই ইতিহাসের পাতায় দোলা লাগানো নীল নাগিনী ক্লিয়োপেট্রা—ষষ্ঠ ক্লিয়োপেট্রা, ইতিহাসকে ছাপিয়ে যাঁর কাব্যটাই বড়।

গল্পে আরও আছে যে বেরেনিস যখন তাঁর ষড়যন্ত্রে সফল হলেন, তখন ক্লিয়োপেট্রা মাত্র এগার বছরের মেয়ে হয়েও রাজ-প্রাসাদ থেকে কৌশলে পালিয়ে গিয়েছিলেন, আশ্রয় নিয়েছিলেন

আইসিস দেবীর মন্দিরে। আমাদের গণেশজননী মা দুর্গার মতোই পুত্র হোরাসকে কোলে নিয়ে দেবী আইসিসের মাতৃমূর্তি।

একাদশ টলেমি ফিরে না আসা পর্যন্ত ক্লিয়োপেট্রা আইসিস দেবীর পূজারীর আশ্রয়ে ছিলেন, সেখানেই বালিকা থেকে কিশোরী হয়েছিলেন। গল্প-কথা সত্যি নাও হ'তে পারে—তবে এটা ঠিক—চতুর্থ বেরেনিস যতদিন সিংহাসনে ছিলেন—ততদিন রাজপ্রাসাদে থাকলেও ক্লিয়োপেট্রা নজরবন্দীই ছিলেন।

একাদশ টলেমি রোমে পালিয়ে গিয়েছিলেন খ্রীঃ পূঃ ৫৮ অব্দে, সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন এ্যালবান পাহাড়ে পম্পের প্রাসাদে। রোম পৌঁছেই তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন, কি করে আবার পূর্ব-প্রতিষ্ঠায় ফিরে যাওয়া যায়, মিশরের পথ পরিষ্কার হয়। একাদশ টলেমির এই সব চেষ্টার মূল হাতিয়ার ছিল রোমের তা'বড় তা'বড় রাজপুরুষদের সাহায্য। একাদশ টলেমি ঘুষ দিয়ে দিয়ে তাঁদের মন ভেজানোর ব্যবস্থা করলেন। আবার কেমন ঘুষ? ধারে ঘুষ! হাতে তো তখন টাকা নেই। মিশরের কোন আয়ে তখন তাঁর অধিকার নেই। তাই টাকার প্রচণ্ড অভাব। তবু ঘুষ দিতে ছাড়লেন না। রোমে নাম করা বিত্তবান, রাজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন র‍্যাবিরাস পস্তুমাস। তাঁর কাছে থেকে একাদশ টলেমি প্রচুর টাকা ধার করলেন, আর তাই দিয়ে রোমীয় রাজপুরুষদের ঘুষ উপহার দিতে লাগলেন। যখন টাকায় কুললো না, তখন প্রতিশ্রুতি দিতে লাগলেন—ভালো সময় আসুক, সিংহাসনটা ফিরে পান, সব টাকা হাতে হাতে দিয়ে দিবেন।

রোমে এক বছর থেকে একাদশ টলেমি গেলেন এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত এফিসাস নগরে। সেখানে রইলেন পুরো দুটি বছর। সেখান থেকে সিরিয়ার শাসনকর্তা অলাস গ্যাবিনাসের কাছে একই ভাবে কাতরোক্তি করে সাহায্যের জন্য আবেদন জানালেন। বললেন, মিশরের সিংহাসনটা পাইয়ে দিলে তিনি অলাস গ্যাবিনাসকে দশহাজার 'ট্যালেন্ট' গুণে গুণে দেবেন।

গ্যাবিনাসের সাহায্য করার ক্ষমতা ছিল, কারণ একেই তিনি ছিলেন এক বিরাট সেনাবাহিনীর অধিনায়ক, তার ওপর তিনি ছিলেন পম্পের অনুগত বিশ্বাসভাজনদের মধ্যে একজন।

একাদশ টলেমি তো দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন, অন্য দিকে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রজারা কিন্তু তাঁর ফিরে যাওয়ার পথে কাঁটা ছড়াচ্ছিল। বর্তমান রাণী চতুর্থ বেরেনিসকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তারা তাঁকে বিয়ে দিল সেলুকস নামে সিরিয়ার এক রাজপুত্রের সঙ্গে। রাজপুত্র ঐ নামেই, চলনে বলনে সে এমন বদখত ছিল যার জন্য বেরেনিস তাকে আর বেশীদিন সহ্য করতে পারেননি, গলা টিপে তাকে মেরে ফেলেছিলেন।

এর পরে যাঁর সঙ্গে বিয়ে হল তার নাম ছিল আর্কিলিউস্। মিথ্রাইট বংশের ছেলে, উপযুক্ত পাত্র, পণ্টাসে বেশ উঁচুপদের চাকুরে ছিলেন। তিনি মিশরে এলেন, খ্রীঃ পূঃ ৫৫ অব্দে বেরেনিসকে বিয়ে করে মিশরের রাজা হয়ে বসলেন।

খ্রীঃ পূঃ ৫৫ অব্দেই বসন্তকালে গ্যাবিনাস একদল সৈন্য নিয়ে মিশর আক্রমণ করলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন জো-হুকুম একাদশ টলেমি।

আরেকজন ছিলেন, অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে তিনি এসেছিলেন, কিছুদিন পরে তাঁকে দেখে ক্লিয়োপেট্রা মুগ্ধ হয়েছিলেন। বার্নার্ড শ'য়ের ভাষায় কিশোরী ক্লিয়োপেট্রা জুলিয়াস সিজারের কাছে আবেগভরা কণ্ঠে বলেছিলেন, "…A beautiful young man, with strong round arms, came over the desert with many horse-men…" মরুভূমি পার হয়ে অনেক ঘোড়সওয়ার নিয়ে যে বলিষ্ঠবাহু পরম সুন্দর পুরুষটি এসেছেন, তুমি তাকে চেন ?

জুলিয়াস সিজার মাথা নেড়ে বলেছিলেন, চিনি বইকি, তার নাম মার্ক এ্যাণ্টনি।

ক্লিয়োপেট্রা মার্ক এ্যাণ্টনির প্রথম দেখা এই বছরে, ক্লিয়োপেট্রা

তখন চোদ্দ বছরের মেয়ে, নদীর বুকে তখন সবে জোয়ারের জল নেমে আসছে।

কিন্তু মার্ক এ্যাণ্টনির কথা এখন থাক, মার্ক এ্যাণ্টনির সঙ্গে দেখা হবে পরে, আরও কয়েক বছর পরে।

একাদশ টলেমি রোমের সাহায্য নিয়ে যখন স্বদেশের অধিকার ফিরিয়ে নিতে এলেন, তখন আর্কিলিউস বড় কম বাধা দেননি, কিন্তু পারলেন না, যুদ্ধ করতে করতেই তিনি মারা গেলেন। চতুর্থ বেরেনিসের দল পরাজিত হল। মিশরের সিংহাসনে পুনরায় বসলেন একাদশ টলেমি।

সিংহাসনে বসেই একাদশ টলেমির প্রথম কাজ হল বড় মেয়ে বেরেনিসকে চরম শাস্তি দিয়ে উৎখাত করা। ঐ মেয়ের জন্যই না এই কটি বছর একাদশ টলেমিকে এত দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে।

চতুর্থ বেরেনিসকে প্রথমে শেকল দিয়ে বেঁধে কারাকক্ষে ফেলে রাখা হল, তারপর সর্বসমক্ষে লাঞ্ছনা দিয়ে তাকে হত্যা করা হল। একাদশ টলেমির পাঁচটি সন্তানের একটি গিয়ে বাকি রইল চারটি। বড় ক্লিয়োপেট্রা, বয়স চোদ্দ, কয়েক বছরের ছোট বোন অরসিনো, তারপর দুটি ছোট ভাই। একটির বয়স ছয়, আর একটির চার।

একাদশ টলেমি সিংহাসন উদ্ধার করে বেশী দিন রাজত্ব করতে পারেননি। খ্রীঃ পূঃ ৫১ অব্দেই তিনি মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল বড় জোর ৪৪ কি ৪৫। বলতে গেলে স্বদেশ-ভূমিকে পুরোপুরি রোমের হাতে তুলে দিয়ে তিনি দু'চোখ বুজলেন, তবে তাঁর অপদার্থতার প্রমাণ মিশরের কোন দলিলপত্রে বা মন্দিরের গায়ে উৎকীর্ণ কোন চিত্রলিপিতে নেই। সেখানে তিনি প্রাচীন ফারাওদের মতোই মহাগৌরবে বিদ্যমান।

একাদশ টলেমির পর সিংহাসনে বসলেন ক্লিয়োপেট্রা, তিনি হলেন রাণী ষষ্ঠ ক্লিয়োপেট্রা। তিনি তখন অষ্টাদশী, রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ ৫১ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৩০ অব্দ পর্যন্ত। এই বাইশটি বছরের ইতিহাস কোন মহৎ যুগের ইতিকথা নয়, তবু বড় আকর্ষণীয়, বড়

লোভনীয়। এই ইতিহাস যুগযুগান্ত ধরে বহু উপাদান ও মালমসলা যুগিয়েছে নাটক, কাব্য ও উপন্যাস রচনায়। কত যুগ ধরে সুদূর বিস্তৃত অতীতের ক্লিয়োপেট্রা আজও নবীনা, নবযৌবনার মতোই এক রহস্যময় উন্মাদনার সৃষ্টি করে চলেছেন।

ষষ্ঠ ক্লিয়োপেট্রা—পুরো নাম ক্লিয়োপেট্রা থিয়া ফিলোপেটর। ক্লিয়োপেট্রা যখন সিংহাসনে বসলেন, মিশরের ইতিহাস তখন দুর্ভাগ্যের চরমে পৌঁছেছিল। পূর্বের সব কিছু শক্তিগৌরব হারিয়ে সে তখন রিক্ত, নিঃস্ব, রোমরাজ্যের প্রায় দাস হয়ে সে তখন ক্লিন্ন, ক্লিষ্ট। এমনি করেই মিশর যখন সর্বহারার পথে, ঠিক সেই সময়ে তার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর নাটকের আবির্ভাব হল, আবির্ভাব হল নায়িকা ক্লিয়োপেট্রার। যে মিশর কিছু দিন আগেও নতজানু হয়ে রোমের কাছে মিনতি জানিয়েছে, তার সবকিছু আবদার সহ্য করেছে সেই রোমের ভাগ্য-বিধাতারা এখন বার বার ছুটে এলেন মিশরের দরজায়। রাণী ক্লিয়োপেট্রার মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে সেদিন তাঁদের কত না প্রয়াস, কত না আসা-যাওয়া। তবে এই ইতিহাসও স্থির থাকে নি, পরে আবার উল্টে গিয়েছিল। কিন্তু সে ঘটনা একেবারে শেষ অধ্যায়ে।

ক্লিয়োপেট্রা সিংহাসনে বসলেন, মিশরের নিয়ম অনুযায়ী পাশে বসল ভাই, ছোট ভাই—মাত্র দশ বছর বয়স। বয়স যাই হোক, আইনত সেই হল ক্লিয়োপেট্রার স্বামী—দ্বাদশ টলেমি। ১৫

স্বামীরূপী এই ভাইটির দিকে তাকিয়ে ক্লিয়োপেট্রার ঠোঁটে বাঁকা হাসি খেলে যেত। রোগা, পাতলা, ডিগডিগে চেহারা, মানুষ নামের অযোগ্য, মনে হয় একটা মুরগি। দুনিয়ার ময়লা খুঁটে খেয়ে বেড়ানোই তার উপযুক্ত কাজ।

বালক রাজা কখনো-সখনো হাস্যকরভাবে সোহাগ জানাতে

আসত বয়োজ্যেষ্ঠা রাণীকে, রাণী ক্লিয়োপেট্রা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে চুপ করে থাকতেন, কোন মতে নিজেকে সামলে রাখতেন।

এমনি করে কিছু দিন কাটল।

ক্লিয়োপেট্রা হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, তাঁর সিংহাসনের পায়াটা যেন ভাইয়ের সিংহাসনের চাইতে একটু নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। রাজা-রাণী দুজনে যেন ঠিক সমভূমিতে থাকছেন না— চারিদিকে কেমন যেন একটু গোলমেলে ভাব।

ক্লিয়োপেট্রার মনে চিন্তার ঝড় উঠল, আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন টলেমির পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনটি স্থিরবুদ্ধি-ব্যক্তি, একজন এ্যাকিলিস—মিশরের যাবতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক; আর একজন নপুংসক পথিনাস—রাজকীয় ধনভাণ্ডারের ভাণ্ডারী—অর্থমন্ত্রী; আর তৃতীয় জন থিয়োডোটাস—দ্বাদশ টলেমির শিক্ষক। এই তিনজনেরই লক্ষ্য—ক্লিয়োপেট্রার বিরুদ্ধে টলেমিকে যন্ত্র হিসেবে দাঁড় করিয়ে সমস্ত ক্ষমতা আয়ত্ত করা।

তাঁদের এই ধরনের চেষ্টার ফলে ক্লিয়োপেট্রার ভাগ্যের রশি অন্তত কিছুদিনের জন্য প্রায় ছিঁড়ে যাবার দাখিল হল।

এমনি করে বছর তিনেক কাটল। ক্লিয়োপেট্রা একুশ বছরে পা দিলেন। ক্ষমতালাভের দাবিতে তিনিও আগুনের মতো জ্বলে উঠলেন। রাজ্যের সমস্ত শক্তি একমাত্র তাঁর দুটি মুঠির মধ্যে থাকবে। সমস্ত জগৎ ক্লিয়োপেট্রাকে চিনবে, তাঁকে ভয় পাবে, তবেই না ক্লিয়োপেট্রার সিংহাসনে বসা সার্থক, তাঁর রাণীগিরির যথার্থ পরিচয়!

বিপদের মেঘ গর্জন করে উঠল। পথিনাস, থিয়োডোটাস ও এ্যাকিলিস—তিনজনেই ক্লিয়োপেট্রার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন, বালক রাজা টলেমিকে তিনি নাকি ভীষণ জ্বালাতন করে মারছেন। শুধু তাই নয়, আরও সাংঘাতিক কথা—ক্লিয়োপেট্রা নাকি ওই ভাই-রাজাটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছেন।

এত বড় অভিযোগের উত্তরে ক্লিয়োপেট্রা কোন প্রতিবাদ

করলেন না, কোন উত্তর দিলেন না। শুধু বুঝতে পারলেন, নিজের প্রাণটিকে বাঁচাতে হলে, সব কিছু ছেড়ে দিয়ে, অন্তত কিছুদিনের জন্য তাঁকে গা ঢাকা দিতে হবে। নইলে···

নইলে যে কি হবে, তা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। ক্লিয়োপেট্রা'র বিরুদ্ধে তো শুধু ঐ তিনজনই নয়, ওঁদের প্ররোচনাতে এখন প্রায় গোটা আলেকজান্দ্রিয়ার প্রজারাই তাঁর ওপর বিষদৃষ্টি হানছে। যাক, সময় যখন খারাপ পড়েছে, সামলে নেওয়াই ভালো।

ক্লিয়োপেট্রা কৌশলে সিরিয়ায় পালিয়ে গেলেন। ভাগ্যের বিড়ম্বনাকে তিনি সাহসের সঙ্গেই মেনে নিলেন।

সিরিয়াতে ক্লিয়োপেট্রা নির্বাসিত জীবন বৃথা নষ্ট করলেন না। সেখানে তিনি অদম্য সাহস ও অজেয় মনোবলে সৈন্য যোগাড়ের চেষ্টা করতে লাগলেন, এবং একদল সৈন্য সাজিয়েও ফেললেন। কিছুদিন পরে এই সেনাবাহিনী নিয়ে নিজের রাজকীয় আসন উদ্ধার করার জন্য মিশরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রতিপক্ষও তৈরী ছিল। ক্লিয়োপেট্রার প্রস্তুতির খবর পেয়ে তাঁরাও তাঁদের সৈন্যবাহিনী ও দ্বাদশ টলেমিকে নিয়ে পেলুসিয়ামে উপস্থিত হলেন। ক্লিয়োপেট্রাকে উচিত শিক্ষা দেবার এই সুযোগ···।

ওদিকে রোমের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও ইতিমধ্যে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। সেখানেও মহাগণ্ডগোল শুরু হল। রেপাবলিক রোম তখন সামরিক ক্ষমতায় সকলের মাথা ছাপিয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু তার শান্তিও ছিল না, স্বস্তিও ছিল না। বিভিন্ন সমর-নায়কদের মধ্যে গৃহবিবাদের আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল। রোমের শাসনতন্ত্রে তখন কর্ণধার ছিলেন তিনজন,—জুলিয়াস সিজার, পম্পে এবং ক্রেসাস। এঁরা ছিলেন রোমের কনসাল বা শাসনকর্তা। খিটিমিটিটা বেশী লেগেছিল পম্পের সঙ্গে জুলিয়াস সিজারের। শক্তির লড়াইয়ে কে বেশী বড়? বাহুবল ও যুদ্ধজয়ের রেকর্ড তো দুজনেরই বিস্ময়কর! অবশ্য জুলিয়াস সিজারের কৃতিত্ব

ছিল পম্পের চাইতে আর একটু বেশী। ইতিমধ্যে তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে পর পর নটি অভিযান চালিয়েছেন গল রাজ্যে, স্পেনকে লুটিয়ে দিয়েছেন রাস্তার ধূলোয়। গ্রীসের অধি-বাসীরা একযোগে নতি জানিয়েছে জুলিয়াস সিজারের শক্তির কাছে।

অন্যদিকে পম্পের কৃতিত্ব ছিল এশিয়া জয়ে। একজন ইউরোপে, আর একজন এশিয়ায়। তবু রোম সাম্রাজ্য নিয়ে দুজনের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল, তার জের গিয়েছিল বহুদূর। অথচ সম্পর্কের দিক থেকে দুজনে ছিলেন শ্বশুর-জামাই। পম্পে জুলিয়াস সিজারের মেয়ে জুলিয়াকে বিয়ে করেছিলেন। জুলিয়া যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন দুজনেই দুজনকে একটু ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। জুলিয়া মারা যেতে দুজনকার ভেতরের চাপা রাগটা ফুঁসে উঠল। তৃতীয় ব্যক্তি ক্রেসাস যতদিন বেঁচে ছিলেন, সব সময় চেষ্টা করতেন, কোন মতে তালি মেরে দুজনের মধ্যে অন্তত ভদ্রতার সম্পর্কটি বাঁচিয়ে রাখতে! কিন্তু যখন তিনিও দু'চোখ বুজলেন, তখন জুলিয়াস সিজার আর পম্পে পরস্পরকে ধ্বংস করবার জন্য একেবারে নগ্নভাবেই শত্রুতা শুরু করে দিলেন। কারণ যিনি প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে পারবেন, তিনিই হবেন বহুদূর বিস্তৃত রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি।

খ্রীঃ পূঃ ৪৯ অব্দে পম্পে তাঁর বড় ছেলে কেয়াস পম্পেয়াসকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠালেন—সাহায্য চাই, অর্থ-শস্য-সৈন্য-জাহাজ—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠাতে হবে।

ক্লিয়োপেট্রার সঙ্গে পম্পেয়াসের সাক্ষাৎ হল, নানা কথাবার্তা হল। পম্পেয়াস ক্লিয়োপেট্রার কাছে ঘন ঘন যেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বাপকে সাহায্য করার জন্য সেখান থেকে পঞ্চাশখানা জাহাজ, পাঁচ শ' সৈন্য আর অনেকটা শস্য নিয়ে পম্পেয়াস ফিরে এলেন। শুধু একটি টুকরো কাহিনী মিশরের স্মৃতি হয়ে মনে গেঁথে রইল। এ কাহিনী মন দেওয়া-নেওয়ার কাহিনী। ক্লিয়োপেট্রার মনে

যে-কজন রোমীয় নায়ক আসন পেতেছিলেন, তাঁদের মধ্যে পম্পেয়াসেরও নাকি একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। ক্লিয়োপেট্রা তাঁকেও নাকি একদিন তাঁর মধুর সম্ভাষণে অভিভূত করেছিলেন।

যাই হোক, এদিকে পম্পে ও জুলিয়াস সিজার—তুপক্ষেই যুদ্ধের প্রস্তুতি আরও ঘনিয়ে উঠল।

বেশী দিন গেল না, জুলিয়াস সিজার তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে রুখে এলেন পশ্চিম দিক থেকে, পম্পে তাঁর দলবল নিয়ে এলেন পূব দিক থেকে। মাঝখানে রুবিকন নদীটা ছিল তুজনকার অধিকারের সীমানা। জুলিয়াস সিজার রাগের চোটে আর থাকতে না পেরে একদিন রুবিকন নদী পার হলেন, অর্থাৎ পম্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

থেসেলির অন্তর্গত ফার্সেলাসে তুপক্ষের যুদ্ধ হল। যুদ্ধে জুলিয়াস সিজার জয়লাভ করলেন, পম্পে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন। পম্পে পালিয়ে গেলেন।

পম্পে প্রথমে গেলেন এশিয়ার উপকূলে। ভেবেছিলেন, ওখানকার গ্রীক অধিবাসীরা দেখামাত্রই বুঝি তাঁকে অধিনায়ক হিসাবে বরণ করে নেবে, আর তাহলেই জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে ভালো করে আবার উঠে দাঁড়ানো যাবে।

কিন্তু কোথায় কি! কোন সাদর অভ্যর্থনা তো দূরের কথা, বরঞ্চ মনে হল, ওরা যেন জুলিয়াস সিজারকেই বেশী পছন্দ করছে, তাঁরই মুখ চেয়ে বসে আছে।

হতাশ হয়ে পম্পে পার্থিয়ার সাহায্যের জন্য মুখ ফেরালেন। কিন্তু সেখান থেকেও কিছু হবে বলে মনে হল না।

পম্পের সঙ্গী থিয়োফেনিস সব দিক ভেবেচিন্তে তাঁকে পরামর্শ দিলেন—এরকম আশা-নিরাশায় ঘুরে বেড়িয়ে অনর্থক সময় শক্তি নষ্ট করে তো লাভ নেই। তার চাইতে জাহাজ চালিয়ে মিশরে যাওয়া যাক না কেন? একাদশ টলেমি পম্পের কম অনুগত ছিলেন না। এককালে তাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ বড় কম পাননি।

সুতরাং তাঁর ছেলে দ্বাদশ টলেমি নিশ্চয়ই পিতৃবন্ধুকে সাহায্য করতে, আশ্রয় দিতে আপত্তি করবে না···।

পম্পে দেখলেন এ পরামর্শ মন্দ নয়। এই অবস্থায় সত্যিকার নিরাপত্তা যদি কোথাও মেলে, তো সে মিত্ররাষ্ট্র মিশরে।

পম্পে মিশরের দিকে জাহাজের মুখ ফেরালেন। আলেকজান্দ্রিয়ায় না গিয়ে পেলুসিয়ামের দিকে এগোলেন। কারণ তিনি জানতেন ক্লিয়োপেট্রার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বালকরাজা দ্বাদশ টলেমি বর্তমানে ওখানেই শিবির ফেলেছেন।

তীর থেকে একটু দূরে জাহাজ নোঙর করল, পম্পে সেখান থেকে টলেমির শিবিরে দূতের মারফত সংবাদ পাঠালেন—'আমি পম্পে, আমি এসেছি। মিশরের কাছে আমি আশ্রয় ও সাহায্যপ্রার্থী···'

দ্বাদশ টলেমি তো আর কিছু করবার মালিক নয়, মালিক তো ঐ তিনজন—এ্যাকিলাস, পথিনাস আর থিয়োডোটাস। তিনজনেই যেমন ধূর্ত, তেমনি স্বার্থপর। স্বার্থের জন্য হেন কাজ ছিল না, যাকে তাঁরা অন্যায় বলতেন, বলতেন অবৈধ। এর মধ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন থিয়োডোটাস। মুখে বলতেন এক, কাজ করতেন একেবারে উল্টো।

পম্পে এসেছেন, খবর পাঠিয়েছেন। এখন কি কর্তব্য স্থির করার জন্য টলেমির শিবিরে এক বৈঠক বসল, অনেক আলোচনা হল, আলোচনার মূল বিষয় ছিল—পম্পে, না জুলিয়াস সিজার, কার বন্ধুত্ব স্বার্থের অনুকূল। সবাই একবাক্যে বললেন, দূর, দূর, যে হেরে ভূত হয়ে এসেছে, ভিখিরীর মতো আশ্রয় চাইছে, সাহায্যের জন্য হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে আদর করে ঘরে ডাকার কোন মানে হয়, না সে কাজে কোন আখের আছে? মাঝখান থেকে রোমের বর্তমান ভাগ্যবিধাতা জুলিয়াস সিজারের মনমেজাজ খারাপ করে দেওয়া। দরকার কি দুর্বলকে বাঁচিয়ে অমন লোকের বন্ধুত্ব হারানো···!

থিয়োডোটাসের শেয়াল-ধূর্ত চোখ দুটি হঠাৎ চকচক করে উঠল, দুহাত তুলে বৈঠকের উত্তেজনা থামিয়ে গলাটা একটু নীচু করে বললেন, ধীরে বন্ধুগণ, ধীরে······অত হৈচৈ করার দরকার নেই। আমাদের আরও একটু ধৈর্য আর বুদ্ধির সঙ্গে কাজে এগুতে হবে···সেই কথাই বলি শোন, একটু চুপি চুপি···কাছে এগিয়ে এস···'

ঘনসন্নিবদ্ধ হয়ে উপস্থিত সকলেই থিয়োডোটাসের পরামর্শ শুনলেন,·· সকলের মুখে একটা উল্লাসের ঢেউ বয়ে গেল। ফুরফুরে গা-জুড়ানো হাওয়াটা শুধু একটু ভারী হয়ে উঠল···।

খানিকটা পরেই দেখা গেল এ্যাকিলাস একখানা নৌকো নিয়ে পম্পের জাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, সঙ্গে সেপ্টিমাস নামে একজন দুর্দান্ত সামরিক কর্মচারী।

এদিকে পম্পে টলেমির শিবিরে খবর দেওয়া পর্যন্ত অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, কি হয় কি হয় ভেবে। জাহাজের ডেকে পায়চারি করছিলেন, হঠাৎ তীর থেকে একটা নৌকো আসতে দেখে পম্পে থমকে দাঁড়ালেন। বেশ জোরে জোরে দাঁড় বেয়ে নৌকোখানা এই জাহাজের দিকেই তো আসছে!

পম্পে একটু ঝুঁকে দেখতে লাগলেন।

নৌকোখানা জাহাজের গায়ে এসে ভিড়ল। দুটি লোক জাহাজের ওপর লাফিয়ে নামলেন। পম্পে আনন্দে চীৎকার করে উঠলেন···'আরে, এ্যাকিলাস, সেপ্টিমাস—তোমরা! কি খবর?'

পম্পের পূর্ব পরিচিত এ্যাকিলাস আর সেপ্টিমাস—এককালে পম্পের অনুগ্রহেই কর্মজীবনে উচ্চমানে উঠেছিলেন। পম্পের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এখন বলতে গেলে এঁরাই মিশরের সর্বশক্তিধর। কিন্তু পম্পের সামনে এসে বোধ করি পূর্ব-কথা স্মরণ করেই এঁদের মতো লোকও কত বিনীত, কত শ্রদ্ধাপ্লুত!

এঁদের সুন্দর আন্তরিক ব্যবহারে পম্পের মন ভরে উঠল।

কত দিন পরে একটু স্বস্তি পেলেন, আশ্বস্ত হলেন। মিশরের সাহায্য পেলে পম্পে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবেন। আর ভয় নেই।

'আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি, আপনার কোন চিন্তা নেই। আমরা সর্বদা আপনারই পাশে থাকব···' এ্যাকিলাস-সেপ্টিমাসের কথায় যেন মধুভরা আনুগত্য। তাঁরা আরও জানালেন, নৌকো তৈরী, পম্পে এখুনি চলুন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য দ্বাদশ টলেমি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে শিবিরে অপেক্ষা করছেন।

পম্পে নৌকোতে উঠলেন। কত দিন পরে মনের দিক থেকে একটু বিশ্রাম পেলেন। চারদিকের সব কিছুই যেন দেখতে ভালো লাগছে।

পম্পে বসে আছেন। নৌকোটা প্রায় তীরের কাছে এসে গেছে। ঠিক সেই মুহূর্তে···

পেছনে ঘাড়ের দিকে এক তীক্ষ্ণ আঘাতে পম্পে নিশ্চল নিথর হয়ে গেলেন। তীব্র যন্ত্রণার অনুভূতিতে পম্পে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। একপলকের জন্য মনে হল, মানুষের ভেতরেই যে দাঁত আর নখ লুকিয়ে শয়তান বসে থাকে, সেটা তিনি ভুলে গেলেন কেন ?

শরীরের নানা জায়গায় আরও কয়েকটি মারণ-আঘাতের বেদনা উদ্বেল হয়ে উঠল···প্রাণহীন পম্পে লুটিয়ে পড়লেন।

বিশ্বাসঘাতক সেপ্টিমাস ও এ্যাকিলাস দুজন দুজনকে অভিবাদন জানলেন। নিজেদের কাজকে নিজেরাই তারিফ করলেন। তীর থেকে দ্বাদশ টলেমি দুচোখ ভরে এই দৃশ্যটি উপভোগ করলেন।

থিয়োডোটাস চোখ দুটো সামান্য কুঁচকে আদেশ দিলেন— 'পম্পের গলাটা বেশ পরিষ্কার করে পুঁচিয়ে কেটে নাও, পরে কাজে লাগবে······· '

সময়টা ছিল সেপ্টেম্বর মাস—খ্রীঃ পূঃ ৪৮ অব্দ। ক্কর

এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরে এলেন জুলিয়াস সিজার। আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে জাহাজ নোঙর করতেই তিনি টলেমি দলের সদম্ভ অস্তিত্ব টের পেলেন।

থিয়োডোটাস বিনয়ের অবতার হয়ে জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে জাহাজে দেখা করতে এলেন। তাঁর সামনে সযত্নে একটি উপহার খুলে ধরলেন, বহু যুদ্ধে বিজয়ী কঠিনপ্রাণ জুলিয়াস সিজার সাগ্রহে উপহারটির দিকে তাকালেন—একটা ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া যেন পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। একটি ছিন্ন মুণ্ড, চোখ দুটি আধবোজা, গলার চারপাশে লাল রক্ত জমাট বেঁধে শক্ত কালো হয়ে উঠেছে।

থিয়োডোটাস নিহত পম্পের গলাটি বেশ পরিষ্কার করে কেটে সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন, পরে কাজে লাগবে বলে। সেই কাজে-লাগানোর মুহূর্তটি এখন এসেছে। থিয়োডোটাস মৃত পম্পের বীভৎস বিবর্ণ কাটা মুণ্ডটিকে জুলিয়াস সিজারের সামনে মেলে ধরে আড়চোখে চেয়ে দেখার চেষ্টা করলেন, দিগ্বিজয়ী সেনাপতির মুখের শিরা-উপশিরায় কী প্রতিক্রিয়া ফুটে ওঠে।

শত্রুর ছিন্নমুণ্ড দর্শনে জুলিয়াস সিজার উল্লসিত হননি, বরং ব্যথিত হয়েছিলেন, আর শঙ্কিত হয়েছিলেন মিশর-রাজনীতিকদের পৈশাচিক লীলায়।

জুলিয়াস সিজার বুঝতে পেরেছিলেন, থিয়োডোটাস আর তাঁর সঙ্গীদল তাঁকে কী বোঝাতে চান···নিজের ঘাড়ে হাত দিয়ে ভালো করে সবকিছু ভেবেচিন্তেই যেন জুলিয়াস সিজার আলেকজান্দ্রিয়ার মাটিতে পা দেন···পম্পের দুর্দশা শুধু পম্পেতেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন কি কোন কথা আছে?

কিন্তু এত করেও কোন লাভ হল না। জুলিয়াস সিজার একটুও ভয় না পেয়ে জাহাজ থেকে আলেকজান্দ্রিয়ার মাটিতে নেমে এলেন,

রোমীয় শাসনকর্তার প্রতীকচিহ্নলাঞ্ছিত পতাকা নিয়ে তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপথ দিয়ে হেঁটে চললেন। আগে আগে চলল রোমীয় কায়দায় রোমীয় দণ্ডধারী ও শরীররক্ষীর দল।

রোমীয় নায়ক সোজা গিয়ে উঠলেন টলেমির রাজপ্রাসাদে। রাজা ও রাণীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে জুলিয়াস সিজার আলেকজান্দ্রিয়ায় বেশ জাঁকিয়ে বসলেন। অবিশ্যি গোলমাল যে একটু আধটু হল না তা নয়। রোমীযদের বিরুদ্ধে স্থানীয় লোক-জনদের মধ্যে যে কিছু কিছু বিরোধিতা পাকিয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরেই। পথেঘাটে আচমকা গুপ্ত আঘাতে প্রায়ই রোমীয় সৈন্যদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ দেখা যেতে লাগল।

জুলিয়াস সিজার সতর্ক হলেন। এমন কি, মদ্যপানের ভান করে জুলিয়াস সিজার নিজে রাতের পর রাত জেগে নিজেকে এবং আর সবাইকে পাহারা দিতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই ভয় পেলেন না।

জুলিয়াস সিজার এইবার অত্যন্ত স্থির বুদ্ধির সঙ্গে মিশরের রাজনীতিতে মাথা গলালেন, মিশরকে মুঠির মধ্যে পুরতে চাইলেন।

জুলিয়াস সিজার ঘোষণা করলেন—মিশরের রাজপুরুষদের জানালেন—আমি রোমের প্রতিনিধি হিসেবে মিশরে উপস্থিত হয়েছি। কারণ মিশরে রাজা ও রাণীর অন্তর্কলহে প্রত্যক্ষভাবে না হোক, পরোক্ষভাবে রোম বিব্রত। আমি অনেকদিন থেকেই মিশররাজের শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ। আমিই বিচার করব মিশরের সিংহাসনে ভাই ও বোন, রাজা ও রাণী—কার ন্যায্য অধিকার··

জুলিয়াস সিজার দ্বাদশ টলেমি ও ষষ্ঠ ক্লিয়োপেট্রা—দুজনকেই যে যাঁর সৈন্য অপসারণ করে তাঁর মধ্যস্থতা মেনে নেবার জন্য ডেকে পাঠালেন··· ।

এই ঘোষণার উত্তরে পথিনাস দ্বাদশ টলেমিকে নিয়ে পেলুসিয়াম থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে উপস্থিত হলেন। তবে সৈন্যবাহিনী যেমন সাজানো ছিল তেমনি রইল। তাঁদের সামরিক প্রস্তুতি

এতটুকু শিথিল হল না, তার এতটুকু নড়চড় হল না। সেনাপতি এ্যাকিলাস এই সবকিছুর ভার নিয়ে পেলুসিয়ামে থেকে গেলেন।

সব কিছু আখের চিন্তা করে তবে তো জুলিয়াস সিজারের আদেশ পালন করা! রোমান সেনাপতি যা বলবেন, নির্বিকার চিত্তে তাই মেনে নিয়ে পায়ে লুটিয়ে পড়বার মতো লোক যে দ্বাদশ টলেমির চালকরা ছিলেন না, সেটা তাঁরাও যেমন জানতেন, জুলিয়াস সিজারও তেমনি বুঝতেন। তবু যতক্ষণ মুখের ভদ্রতা রক্ষা করে জোড়াতালি দিয়ে চলা যায়।

মুশকিলে পড়লেন ক্লিয়োপেট্রা। একে ভাইয়ের তুলনায় তাঁর সৈন্যবল অস্ত্রবল কম। তার ওপর জুলিয়াস সিজারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ করবেন এমন সুযোগই বা কোথায়? নিজের শিবির ছেড়ে যেই তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে এগিয়ে যাবেন, সঙ্গে সঙ্গে তো এ্যাকিলাস পথিনাসের পাহারাদার লোকেরা তাঁকে ধরে ফেলবে। শুধু ধরবে না, মেরে ফেলবে।

ক্লিয়োপেট্রা অনেকক্ষণ কি যেন চিন্তা করলেন, তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন,—মনোরম দেহবল্লরী, সুগোল তনু—ক্লিয়োপেট্রার বড় সাধের বড় গর্বের জিনিস। তরবারির আঘাতে ঐ দেহ ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে যাবে? ক্লিয়োপেট্রার জীবন শুরুতেই শেষ হবে? এ কখনও হয়?

ক্লিয়োপেট্রা অস্থির হয়ে উঠলেন। জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে দেখা করতেই হবে—যেমন করেই হোক।

বিশ্বস্ত অনুচর এ্যাপলোডোরাস ক্লিয়োপেট্রাকে অতি সঙ্গোপনে কি যেন বললেন। ক্লিয়োপেট্রা লাফিয়ে উঠলেন। এত বুদ্ধি এ্যাপলোডোরাসের! তাঁর পরিকল্পনায় এত নতুনত্ব! এই তো জীবন, ক্লিয়োপেট্রা তো তাঁর জীবনে নিত্যি নতুন এই বৈচিত্র্যই কামনা করেন···

এরপর নাটকের প্রথম অঙ্ক।

যবনিকা উঠল।

সমুদ্রবক্ষ। রাত্রির অন্ধকারে একটি নৌকো ধীরে ধীরে আলেকজান্দ্রিয়ার উপকূলের দিকে এগিয়ে গেল। নৌকোর যাত্রী এ্যাপলোডোরাস, তাঁর মুখে নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততা, মাঝে মাঝে অপাঙ্গে চেয়ে দেখছেন পায়ের কাছেই গুটানো একটা পুরু কর্কশ কার্পেটের দিকে···

নৌকো আলেকজান্দ্রিয়ার ঘাটে গিয়ে পৌছলো, এ্যাপলো-ডোরাস নৌকো থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামলেন, গুটানো কার্পেটটিকে নৌকো থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে এ্যাপলোডোরাস একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন—কাছেপিঠে কোথাও পথিনাস বা এ্যাকিলাসের অনুচর ধারালো অস্ত্র নিয়ে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে কিনা। কিছু বলা যায় না, একটু জোরে হাওয়া বয়ে গেলেই তো মনে হয় কেউ বুঝি চাপা গলায় যড়যন্ত্রের মন্ত্র আওড়াচ্ছে, নতুন পন্থা বাতলাচ্ছে। দিনকাল বড় খারাপ, বড় ভয়াবহ। তবে এ্যাপলোডোরাস কিছু তো অন্যায় কাজ করতে যাচ্ছেন না। রাণী ক্লিয়োপেট্রার কাছ থেকে তিনি একটি উপহার নিয়ে যাচ্ছেন, পৌছে দিতে হবে মহামান্যবর জুলিয়াস সিজারের কাছে। অত বড় একটা মানী লোক বলে কথা। তা ছাড়া তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি আগেই নেওয়া হয়েছে।

এ্যাপলোডোরাস সাবধানে কার্পেটটি কাঁধে তুলে নিলেন। এখন ভালোয় ভালোয় যাঁর জিনিস তাঁকে পৌছে দিলেই হয়।

রাজপ্রাসাদের দরজায় দরজায় হিংস্রমুখ প্রহরী। এ্যাপলো-ডোরাস বিনীতভাবেই সবাইকে বললেন, মহান সিজারের জন্য সামান্য উপহার···

এ্যাপলোডোরাস নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকলেন। ক্ষণিকের জন্য একটু থমকে দাঁড়ালেন, তার পরেই আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানালেন সামনে উপবিষ্ট বিরলকেশ, দীর্ঘদেহ, দৃঢ়মুখ ব্যক্তিটিকে।

জুলিয়াস সিজার! প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় বয়স, তবু সর্ব অবয়বে কী ব্যক্তিত্ব! এই ব্যক্তিটি বুঝি সেই শক্তিধর, যাঁর কাছে গল, ব্রিটেন, ইটালি, স্পেন—কেউ দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি! পরাজিত লাঞ্ছিত হয়ে নতি স্বীকার করেছে!

এ্যাপলোডোরাসের বুকখানা কি একটু কেঁপে উঠল!

জুলিয়াস সিজার স্মিতমুখে তাকালেন এ্যাপলোডোরাসের দিকে, তারপর চেয়ে দেখলেন মাটিতে নামিয়ে-রাখা লম্বা-করে-গুটানো কার্পেটটিকে···

'সিজারের চোখদুটো বড় জ্বলজ্বলে, তাকালেই ভয় করে—' এ্যাপলোডোরাস নিজের মনেই একটু বিড়বিড় করলেন।

কার্পেটটি ধীরে ধীরে খোলা হতে লাগল, সিজার সকৌতূহলে তাকিয়ে রইলেন ঐদিকে, এ্যাপলোডোরাস তাকিয়ে রইলেন সিজারের দিকে।

কার্পেটটি খুলে যাচ্ছে···

কার্পেটটি সম্পূর্ণ খুলে গেল···

জুলিয়াস সিজার জেগেই তো ছিলেন, তবে কেন মুহূর্তের জন্য তাঁর শক্তি, তাঁর দম্ভ চেতনার অনুভূতি থেকে দূরে সরে গেল?

বিরাট রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রতীক জুলিয়াস সিজারের চোখে বিহ্বল দৃষ্টি, সীমাহীন বিস্ময়।

এ্যাপলোডোরাসের মুখে বিচিত্র হাসি।

আজকের অভিযান সম্পূর্ণ সার্থক, এতে আর কোন সন্দেহ নেই···।

এ্যাপলোডোরাস ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঘরের মধ্যে তখন শুধু জুলিয়াস সিজার তাঁর সামনে দাঁড়ানো এক অনাবৃত সৌন্দর্য।

কে? আফ্রোদিতি? ভেনাস!

অনাম্বরা নারীমূর্তি সামান্য চঞ্চল হল। তার কুন্দশুভ্র

নগ্নতনুতে, নীলাভ নয়নে, সর্পিল কুঞ্চিত কেশদামে কামনা মূর্তিমতী হয়ে উঠল।

জুলিয়াস সিজারের প্রতি রক্তকণিকায় রণদামামা, না হৃত-যৌবনের বিস্মৃত উল্লাস!

জুলিয়াস সিজার অস্থির হয়ে উঠলেন, জিজ্ঞেস্ করলেন, 'তুমি কে?…'

জুলিয়াস সিজারের জীবন একাধিক নারীর সাহচর্যে তৃপ্ত। কর্নেলিযা, পম্পিয়া, সার্ভিলিয়া, কালপুর্নিয়া—সুন্দরী, কামনাময়ী, যৌবনসঙ্গিনীরা কোনদিন কোন কার্পণ্য' দেখাননি জুলিয়াস সিজারের দাবি চরিতার্থ করতে। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পৌঁছে এ কার আহ্বান?

সময় কেটে যায, বাইরে সমুদ্রবক্ষে উত্তাল তরঙ্গ সংঘাত। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদকক্ষে জুলিয়াস সিজার আর ক্লিয়োপেট্রা।

'তোমার এতটুকু ভয় করল না, কার্পেটের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে এমন করে প্রাসাদে ঢুকতে?' জলিয়াস সিজারের দৃষ্টিতে প্রশংসা।

পাশে বসে আছেন ক্লিয়োপেট্রা। জলিয়াস সিজারের কথায় ফুটন্ত পদ্মকলির মতোই তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠল।

'আশ্চর্য তোমার সাহস, অভিনব তোমার পরিকল্পনা।…' সিজারের কণ্ঠস্বরে শ্রদ্ধা, চোখের দৃষ্টিতে কামনার রক্তিমা।

জুলিয়াস সিজার তাকিযে দেখেন ক্লিয়োপেট্রাকে, ধীরে ধীরে তাঁর সমস্ত দেহ জর্জরিত হয় মন্থর মাদকতায়।

সম্মোহিত সিজার অস্ফুট কণ্ঠে বললেন…'এস…'

সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ল আলেকজান্দ্রিয়ার তীরে তীরে, একটা ঝড়ো হাওয়া বয়ে গেল আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদের ওপর দিয়ে…

চেতনার গভীরে নিমজ্জিত জুলিয়াস সিজারকে ক্লিয়োপেট্রা

একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন···'মিশরের সিংহাসন আমার তো···?'

জুলিয়াস সিজার বললেন, 'ভেব না, আমি তোমার সঙ্গে আছি। জুলিয়াস সিজারের বিধানে তুমিই হবে মিশরের রাণী।'

·

জুলিয়াস সিজার প্রথম দেখাতেই ক্লিয়োপট্রাকে ভালোবেসেছিলেন, মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর সাহস ও চাতুর্যে।

ক্লিয়োপেট্রার সৌন্দর্য কতখানি ছিল, তা নিয়ে অনেক মতামত রয়েছে, অনেক কল্পনা গড়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক প্লুতার্ক বলেছেন···এমন কিছু সৌন্দর্যের তিল তিল উপাদান দিয়ে তিলোত্তমা গড়ে ওঠেননি ক্লিয়োপেট্রা, কুঁচবরণ কন্যা তিনি ছিলেন না, ছিলেন না আয়তাক্ষী হরিণীনয়না, মুখ-লাবণ্যে ছিল না উর্বশীর মহিমা, গাত্রবর্ণে ছিল না চাঁপাফুলের তুলনা। তবে তাঁর নাসিকা ছিল সু-উন্নত, ওষ্ঠ ছিল বঙ্কিম ও সূক্ষ্ম, মুখাবয়ব ছিল সুডৌল।

ক্লিয়োপেট্রা অতুলনীয়া সুন্দরী ছিলেন না, তবু তিনি নাকি ছিলেন অপরূপা।

প্লুতার্ক বলেছেন, এ রূপ ছিল তাঁর বুদ্ধিদৃপ্ত ব্যক্তিত্বে, তাঁর মধুক্ষরা কণ্ঠস্বরে ও বিভিন্ন ভাষায় তাঁর অনায়াসে কথা বলতে পারার দক্ষতায়। শুধু মিশরীয় ভাষা নয়, আরেমি, হিব্রু, আরবি, পারসি, ইথিয়োপিয়ো ও সোমালি—এতগুলি ভাষায় ক্লিয়োপেট্রা অনর্গল কথা বলতে পারতেন। একজনের পক্ষে বিভিন্ন ভাষায় এতখানি দখল টলেমি বংশ দূরের কথা, অতি শিক্ষিত সভ্য গ্রীকদের কাছে ও বিস্ময়ের বিষয় ছিল।

ক্লিয়োপেট্রার মধ্যে আরও আকর্ষণীয় ছিল তাঁর রসবোধ, এবং যে-কোন ব্যক্তি ও যে-কোন পরিবেশকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা। কার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে, মন দেয়া-নেয়ায় সূক্ষ্ম বক্রবুদ্ধির খেলা দেখাতে হবে, আর কার কাছে হতে হবে একেবারে সোজা সরল স্থূল—ক্লিয়োপেট্রার এই অন্তর্দৃষ্টি ছিল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।

সব কিছুর ওপরে ছিল ক্লিয়োপেট্রার দুর্দম দুর্জয় জীবনবেগ, কামনা-বাসনার সমন্বয়ে নির্ভীক দুর্দান্ত শক্তি। ক্লিয়োপেট্রার ধমনীতে ছিল গ্রীক, ম্যাসিডোনীয় ও অতি সামান্য পারসিক রক্ত। ফলে তিনি যে জীবনীশক্তিতে উদ্বেল হয়ে উঠবেন—তাতে আর অস্বাভাবিক কি?

উপরন্তু ক্লিয়োপেট্রা বিপদে ছিলেন সাহসিকা, রাজনীতিতে চতুরিকা—তবে সব কিছু মিলিয়ে নিপুণিকা কতখানি ছিলেন, সেটা পরের কথা।

জুলিযাস সিজার মিশরে এসেছিলেন চোখ রাঙাতে। কিন্তু এখানে এসে প্রায় বৃদ্ধ বয়সে যে তাঁর নিজেরই মন রাঙিয়ে যাবে সেকথা কে জানত? বিজয়ীর ওপর বিজয়িনী!

ক্লিযোপেট্রা হলেন সিজারের নর্মসহচরী—মরমী সখী।

'আমার আফ্রোদিতি, আমার ক্লিয়োপেট্রা…' ক্লিয়োপেট্রার পালখের মতো নরম, প্রজাপতির পাখার মতো হালকা, রেশমের মতো মসৃণ দেহটাকে বার বার নিষ্পেষণ করেও যেন তৃপ্তি হয় না, অতলান্তিক অমৃত-সমুদ্র মন্থন করেই যেন ক্লিযোপেট্রার দেহ-সুষমা, তাঁর নারী-অস্তিত্বের লাবণ্য।

জুলিয়াস সিজার অচিরেই মিশরের রাজনীতিকে গুছিয়ে ফেলতে চাইলেন। একাদশ টলেমির উইল অনুযায়ী তিনি মিশরের বিবাদ মেটাবার চেষ্টা করলেন। ক্লিয়োপেট্রা ও দ্বাদশ টলেমি যেমন এক-সঙ্গে মিশরের সিংহাসনে বসেছিলেন, তেমনিই রইলেন। ছোট বোন অরসিনো ও ছোট ভাই ত্রয়োদশ টলেমিকে সাইপ্রাসে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হল। যে সাইপ্রাস মিশরের অধিকার-চ্যুত হয়েছিল, সমস্যার সমাধান করতে জুলিয়াস সিজার সেই সাইপ্রাসকে ফিরিয়ে দিলেন, অর্থাৎ ঠিক সেই মুহূর্তে যে ব্যবস্থা করলে মিশরের প্রজারা সব চাইতে খুশি হবে, বুদ্ধিমান জুলিয়াস সিজার তাই করলেন।

মিশরের জনতা উল্লাসধ্বনি করে উঠল—'মহান সিজারের জয় হোক…'

তবে জুলিয়াস সিজার একথা জানাতে ভুললেন না, যে মিশর যতই যা হোক না কেন, তার অভিভাবক কিন্তু রোম। রোমের নির্দেশ মিশরের অবশ্য পালনীয়।

পিরামিডের ওপর রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে, পশুদেহ স্ফিংক্সের মানবীমুখে রহস্য ফুটে ওঠে।

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাসাদের শয়নকক্ষের রাজশয্যায় জুলিয়াস সিজার ছোট্ট পাখীর মতো ক্লিয়োপেট্রাকে টেনে নিয়ে আসেন একান্ত সঙ্গোপনে, বিভোর কণ্ঠে বলেন, 'তোমার জয়, ক্লিয়োপেট্রা ‥'

ক্লিয়োপেট্রা উত্তর দেন……'আমার নয়, তোমার।'

রাত্রি গভীর হয়, দেবী ভেনাস দেখেন তাঁর বিচিত্র মানবী রূপ…

ইতিহাস কিন্তু অত সোজা মধুর পথে চলে না। তাই জুলিয়াস সিজারের ব্যবস্থার পরে মিশরে আরও জটিল গোলমাল দেখা দিল। পথিনাস ও এ্যাকিলাস জুলিয়াস সিজারের এই উড়ে-এসে-জুড়ে-বসার রীতি ও মিশরের ওপর অতখানি সর্দারি করার প্রচেষ্টাকে মোটেই পছন্দ করলেন না। সুতরাং জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে বিশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সাজানো হল। এ্যাকিলাস এর সম্পূর্ণ ভার নিলেন। এই সৈন্যদের মধ্যে বেশ কিছু ছিল রোমীয় শিক্ষায় শিক্ষিত, যুদ্ধে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। কিছু ছিল গল ও জার্মান, আর ছিল ইটালি ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে শেকল-ছিঁড়ে-পালিয়ে-আসা ক্রীতদাসের দল—যাদের দুর্দান্তপনার সীমা ছিল না। এ্যাকিলাসের সৈন্যদল আরও ভয়াবহ হল যখন এর মধ্যে এশিয়া-মাইনর ও সিরিয়া থেকে আগত কুখ্যাত ভয়াল জলদস্যু

ও গুণ্ডারাও দলে দলে নাম লেখাল। পম্পের হাতে এই জলদস্যুরা একবার প্রচণ্ড মার খেয়েছিল। এদের সংখ্যাও কিছু কমে গিয়েছিল। কিন্তু তবু যা ছিল, যারা এসে সৈন্যদলে ভিড়ে গেল, তাদের কাছে যে-কোন হত্যাকাণ্ড, যে কোন সংহার-লীলা গুলি খেলার মতোই সহজ ছিল। এ্যাকিলাস এই সব ভয়াবহ উপাদান দিয়ে তৈরি সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকলেন।

খবর পেয়ে জুলিয়াস সিজার প্রাসাদ থেকে দুজন দূত পাঠালেন; ও পক্ষেব ব্যাপারটা ভালো করে জানা দরকার।

কিন্তু এ্যাকিলাসের আদেশে একজন নিহত হল, আর একজন এমন প্রচণ্ড মার খেল যে প্রায় মরার সামিল হয়ে ফিরল।

জুলিয়াস সিজার বুঝতে পারলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। নইলে যে-কোন রাজনীতিকই তো জানেন যে, দূত সর্বদা সর্বস্থানে অবধ্য!

এ্যাকিলাসের স্পর্ধা কতখানি সীমা ছাড়িয়েছে বোঝা গেল।

আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল।

কিন্তু এই যুদ্ধে জুলিয়াস সিজার যুঝবেন কি করে? তাঁর সৈন্যসংখ্যা প্রতিপক্ষের তুলনায় কতটুকু! তাঁর প্রতি চারটি সৈন্যের জন্য শত্রুপক্ষের আছে কুড়িটি সৈন্য। সিরিয়া হয়ে একদল সৈন্যের মিশরে পৌঁছবার কথা আছে বটে। কিন্তু যতক্ষণ না আসে ততক্ষণে এদিকে তো সব ফাঁকা হয়ে যাবে। তবু জুলিয়াস সিজার অজেয় মনোবলে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যতদূর সম্ভব রুখে দাঁড়াতে চেষ্টা করলেন।

প্রাসাদের চারদিকে শত্রুসৈন্যের খেলা। সমুদ্রে যে ক'খানা রোমীয় যুদ্ধজাহাজ ছিল সেগুলি হাতিয়ে নিয়ে জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে সব কিছুর যোগাযোগ, সরবরাহের পথ বন্ধ করার জন্য এ্যাকিলাস উঠে পড়ে লাগলেন।

জুলিয়াস সিজার দেখলেন—সর্বনাশ! এ্যাকিলাস যদি কোন রকমে তাঁর ফন্দি কাজে ফলাতে পারেন, তা'হলে সরবরাহ ও

যোগাযোগের পথ বন্ধ হওয়ার চাইতেও আরও সাংঘাতিক কথা—তিনি নিজে শত্রুর হাতে বন্দী হবেন এবং তার পরের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

এদিকে রাজপ্রাসাদ জুলিয়াস সিজারের হাতে থাকলে কি হবে, তার ভেতরকার অবস্থাও তো খুব ভালো নয়। ভেতরে পথিনাস রয়েছেন, দ্বাদশ টলেমি আছেন, রয়েছেন কনিষ্ঠ টলেমি, আর কনিষ্ঠা অরসিনো। জুলিয়াস সিজার তাঁদের থাকতে অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু দিয়েই বিপদ, ষড়যন্ত্রের চাপা মন্ত্রে রাজ প্রাসাদের প্রতিটি ধূলিকণা পর্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

ক্লিয়োপেট্রার কপালে চিন্তার দাগ ফুটে উঠল। আলেকজান্দ্রিয়ার সবাই জানে ক্লিয়োপেট্রা আজ কোথায় তার আসন পেতেছেন। জুলিয়াস সিজার শুধু রাজনীতির খাতিরে দ্বাদশ টলেমিকে ক্লিয়োপেট্রার স্বামী বলে মেনে নিয়ে দুজনকে একসঙ্গে সিংহাসনে বসতে অনুমতি দিয়েছেন। ক্লিয়োপেট্রা রাজনীতির খাতিরেই সে বিধান মেনে নিয়েছেন। নইলে ক্লিয়োপেট্রার কাছে দ্বাদশ টলেমি তো ইতর প্রাণীর চাইতেও তুচ্ছ।

• ক্লিয়োপেট্রা দেখেন জুলিয়াস সিজারকে, তাঁর পরিত্রাতা মরমী বন্ধুকে। মুখে বয়সের কুঞ্চন, অতি স্বল্পকেশ মস্তকে বয়সের জয় ঘোষণা—তা হোক, দেহ মনে তখনও তিনি অমিত বলের অধিকারী। এখনও প্রতি রাত্রির স্বপ্ন শিহরণ জাগায় ক্লিয়োপেট্রার প্রতি রোমকূপে…

ক্লিয়োপেট্রা জুলিয়াস সিজারের একান্ত কাছে এসে দাঁড়ান। রোম—বিশাল তার বিস্তৃতি। মিশর তাঁর কাছে কতটুকু! ষড়যন্ত্রের বিষে ভরা মিশরের ক্লিয়োপেট্রা রোমকে জীবনের নায়ক করে কি ভুল করেছেন?

জুলিয়াস সিজার ভেবে চিন্তে কূল পাচ্ছিলেন না, কি করে এই অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবেন, কি করে প্রাসাদের ষড়যন্ত্রকে গলা টিপে মেরে ফেলবেন। সমুদ্র পথে যোগাযোগের পথ রুদ্ধ

হবার আশঙ্কা যখন প্রবল হয়ে উঠল, তখন আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরের মুখে যে ক'টি অরক্ষিত জাহাজ ছিল, সব ক'টিতে তিনি আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। কথিত আছে, জলের আগুন তীরে অবস্থিত গোটাকয়েক গুদামঘরও স্পর্শ করেছিল; সেগুলি ভস্মীভূত হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল রপ্তানীর জন্য মজুত করা শস্য আর বহু তথ্য-নিহিত অসংখ্য প্যাপাইরাস পুস্তক—ঐতিহাসিক লিপির মতে পুস্তকের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার! আসলে নাকি তদানীন্তন জগৎ বিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরীটাই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। তবে এ কাহিনী সম্পর্কে অনেক মতভেদ আছে।

ইতিমধ্যে জুলিয়াস সিজার কাছেই ফ্যারোস নামে একটা দ্বীপ অধিকার করেছিলেন। সমুদ্রপথ উন্মুক্ত রাখার জন্য এটার ওপরেও খুব নজর রেখেছিলেন।

এদিকে রাজপ্রাসাদ থেকে হঠাৎ একদিন ক্লিয়োপেট্রার ছোট বোন অরসিনো তার বিশ্বাসভাজন ও অনুগত প্রতিপালক গ্যানিমিড্স্‌-এর সাহায্যে পালিয়ে গেল। সোজা গিয়ে যোগ দিল বিদ্রোহীদের দলে। এ্যাকিলাস পরম সমাদরে তাকে আশ্বাস দিলেন—ক্লিয়োপেট্রা আর ক'দিন! জুলিয়াস সিজারের পতন তো হল ব'লে। তার পরেই ক্লিয়োপেট্রার অবসান। সুতরাং মিশরের রাণী হবার সুযোগ ঝুলছে অরসিনোর কপালে।

অরসিনোর বয়স তখন বড় জোর পনেরো। মধুর স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা অরসিনোর মন লাফিয়ে উঠল। বড় বোনের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে সে উৎফুল্ল হল।

এ্যাকিলাসও সবাইকে বোঝাতে চাইলেন, রোমের অনুগৃহীতা ক্লিয়োপেট্রা অপেক্ষা অরসিনোর পবিত্রতা অনেক বেশী। মিশরের পুণ্য সিংহাসনে তাঁর মতো মেয়েকেই তো বসাতে হবে!

কিন্তু কিছু দিন পরে এ্যাকিলাস ও গ্যানিমিড্স্‌-এর মধ্যে মন-কষাকষি শুরু হল। ঈর্ষার লড়াই ও ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা—

দুইই দেখা দিল। কয়েক দিন পরেই এ্যাকিলাস নিহত হলেন। গ্যানিমিড্‌স্‌কে এই কাজে সর্বান্তঃকরণে সম্মতি দিয়েছিল অরসিনো নিজে।

অন্য দিকে আর এক কাণ্ড—রাজপ্রাসাদে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়লেন পথিনাস।

প্লুতার্কের মতে জুলিয়াস সিজারের নাপিত-ই নাকি প্রথমে এই ষড়যন্ত্রের খবরটি দিয়েছিল…'পথিনাসকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না, প্রভু। আপনার ঘাড়ে হাত দেবার চেষ্টা করছে লোকটা, শুধু এদিকের কথা ওদিকে চালাচ্ছে…'

জুলিয়াস সিজার বন্দী পথিনাসের প্রাণ নিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলেন না, আর এই কাজে মনপ্রাণ দিয়ে সাহায্য করলেন ক্লিয়োপেট্রা নিজে।

শত্রুপক্ষের সৈন্যচালনার কাজ এবার গ্যানিমিড্‌স্‌ নিলেন, অর্থাৎ এ্যাকিলাস ও পথিনাস মারা যাওয়াতে সিজার-ক্লিয়োপেট্রার লাভ তো কিছু হলই না, উপরন্তু গ্যানিমিড্‌স্‌-অরসিনোর শত্রুতায় আক্রমণের ধাক্কা আরও তীব্র হয়ে উঠল। এমনও এক সময় এল যে,—দেখা গেল শত্রুরা কৌশলে প্রাসাদের ভিতরে পানীয় জলের সঙ্গে সমুদ্রের জল মিশিয়ে দিয়েছে। ভাগ্যে জুলিয়াস সিজার পানীয় জলের অভাব মেটাবার জন্য খুব তাড়াতাড়ি করে কয়েকটি কূপ খনন করে দিয়েছিলেন—নইলে প্রাণ বাঁচানোই দায় হত।

আক্রমণের প্রচণ্ডতায় সমুদ্রপথে একমাত্র অবলম্বন ফ্যারোস দ্বীপটিও একবার জুলিয়াস সিজারের হাতছাড়া হয়ে গেল। তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে জুলিয়াস সিজার তাঁর স্বল্প সেনাবাহিনী থেকে আবার চার শ' জনকে হারালেন। তিনি নিজেও সেবার মরতে মরতে বেঁচেছিলেন, কোন রকমে সাঁতার কেটে নিজের জাহাজে এসে হাঁপ ছেড়েছিলেন।

এমনি যখন অবস্থা তখনই আলেকজান্দ্রীয়দের পক্ষ থেকে প্রস্তাব এল—জুলিযাস সিজার যদি দ্বাদশ টলেমিকে মুক্তি দিয়ে

তাকে তার নিজের দেশবাসীর হাতে তুলে দেন তবে তারাও অরসিনোর পক্ষ ছেড়ে দিয়ে দ্বাদশ টলেমির কথাই শুনবে। নিশ্চয় এতে জুলিয়াস সিজারের কোন আপত্তি হবে না।

জুলিয়াস সিজার সত্যিই কোন আপত্তি করেননি। দ্বাদশ টলেমির ওপর যদিও তাঁর কোনই আস্থা ছিল না, তাকে তিনি একেবারেই বিশ্বাস করতেন না, তবু—দেখা যাক কি হয়—এই ভেবে জুলিয়াস সিজার দ্বাদশ টলেমিকে ছেড়ে দিলেন, আর ছেড়ে দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে বিপক্ষ দল টলেমিকে সামনে রেখে রোমীয়দের বিরুদ্ধে আরও তীব্র শত্রুতায় মেতে উঠল।

এই অবস্থা বেশী দিন চললে কি হতো বলা যায় না। কিন্তু ইতিমধ্যে যে সেনাবাহিনীর আগমন প্রতীক্ষায় জুলিয়াস সিজার মুহূর্ত গুণছিলেন, তারা এসে পৌঁছল। সুদক্ষ সেনানায়ক পার্গেমানের অধিবাসী মিথ্রিডেট্স্ তাদের পথ দেখিয়ে আনলেন। প্রথমে প্যালেস্টাইনের মরুভূমি পার হয়ে পেলুসিয়াম ধ্বংস করে নীল নদের পূর্ব তীর ধরে মেম্ফিসে এলেন, তারপর সেখান থেকে পশ্চিম দিক ধরে আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে এগিয়ে গেলেন।

সিজার যাতে তাঁর সৈন্যদল নিয়ে এই দলের সঙ্গে না মিলতে পারেন, তার জন্য প্রতিপক্ষ দল নানারকম বাধাবিপত্তির সৃষ্টি করল। কিন্তু সিজারের ক্ষিপ্র গতি ও কৌশলের কাছে তাদের সব কিছুই ব্যর্থ হল। সিজার মিথ্রিডেট্স্-এর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং নদীবক্ষে আলেকজান্দ্রিয়ার সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করলেন। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনেই প্রতিপক্ষ দলের তর্জন হুঙ্কার কোথায় মিলিয়ে গেল। তার বদলে চারদিক ভরে উঠল নিহতদের বিকৃত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহে আর আহতদের মরণকালীন আর্তনাদে। সিজারের আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে কত লোক যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দিল তার ঠিক নেই। কে গেল, কে রইল—তার আর কোন হিসেব থাকল না।

হিসেব হল আর ক'দিন পরে। তবে তখন আর হিসেব

মিলল না। রাজা দ্বাদশ টলেমিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। পরে শোনা গেল, যুদ্ধের মাঝখানে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য দ্বাদশ টলেমি যখন নৌকোয় করে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন নাকি জলে নৌকোখানা উল্টে যায়। নৌকোতে দ্বাদশ টলেমি একা ছিল না, তার মতো পালিয়ে যাওয়া আরও প্রচুর লোক ছিল। ফলে নৌকো বেসামাল হয়ে জলে তলিয়ে যায়, তার সঙ্গে চিরকালের মতো তলিয়ে গেল দ্বাদশ টলেমি নিজেও।

যুদ্ধের গতি একেবারে ফিরে গেল। অরসিনো ধরা পড়ল, বন্দী হল। জুলিয়াস সিজার সম্পূর্ণভাবে জয়ী হলেন, বিজয়িনী হলেন ক্লিয়োপেট্রা।

জুলিয়াস সিজার আবার নতুন করে মিশরের সব ব্যবস্থা করলেন।

দ্বাদশ টলেমি গেছে ক্ষতি নেই, তার চাইতে ছোট আর একটি ভাই আছে—ত্রয়োদশ টলেমি। বড় হয়ে উঠেছে, বয়েস প্রায় বারো। রাজনীতিতে বয়েস বলে কিছু নেই। জুলিয়াস সিজারের বিধানে ক্লিয়োপেট্রা পুনরায় মিশরের রাজতখ্‌তে বসলেন তাঁর পাশে বসল ত্রয়োদশ টলেমি, ক্লিয়োপেট্রার দ্বিতীয় স্বামী—রাজ-উপাধি থিয়োস ফিলোপেটর।

রাত্রির আঁধার অন্যরূপ নিয়ে আসে ক্লিয়োপেট্রা আর জুলিয়াস সিজারের কাছে। সমাজ বিধিনিষেধের গণ্ডী পেরিয়ে তাঁদের অপরিণীত দাম্পত্য জীবন। মিশরের ম্যাসিডনিয় ও গ্রীক প্রজারা ছি-ছি করে। পুণ্য নীলনদ, তার পলিমাটি দিয়ে স্তরে স্তরে তৈরি হয়েছে পবিত্র মিশর। তার রাণী ক্লিয়োপেট্রা। তিনি কিনা একজন রোমীয় শাসকের রক্ষিতা! অবিবাহিতা শয্যাসঙ্গিনী!

ক্লিয়োপেট্রা অবিশ্যি তাঁর কাজের জন্য কোন দিনই কারো কাছে কৈফেয়ত দেননি, তাঁর রাণীর জীবনকে সার্থক করার জন্য ব্যক্তিগত ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে তিনি কিছুমাত্র ইতস্তত করেননি।

আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধ শেষ হল। তখন খ্রীঃপূঃ ৪৭ অব্দ, জানুয়ারী মাস। যুদ্ধজয়ী জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশে ফেরা উচিত ছিল, স্বদেশবাসীরা তাই চাইছিল। কিন্তু জুলিয়াস সিজার তখুনি মিশর ছেড়ে যেতে চাইলেন না। যে কদিন শীত আছে, রণক্লান্ত সেনাপতি সে কটা দিন একটু বিশ্রাম চাইলেন। ক্লিয়োপেট্রার সাহচর্যে, তাঁকে একান্ত কাছে নিয়ে বিশ্রাম করার আগ্রহে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন।

জলবিহারের ব্যবস্থা হল। তৈরি হল বিলাস-তরী 'থালমেয়ুস', সিজার-কিয়োপেট্রার স্বপনতরী। আসলে 'থালমেয়স' ছিল একটি ভাসমান রাজপ্রাসাদ বিশেষ। ৩০০ফুট লম্বা, ৪৫ ফুট চওড়া, জল ছেড়ে ৬০ ফুট উঁচু—আর তার ওপরে ১০০ ফুট উঁচু মাস্তুল। এ হেন স্বপন-তরীর আয়োজনও ছিল রাজসিক—যেমন চালানোর কলা-কৌশল, তেমনি আড়ম্বর। কিছু দিন এই তরীতেই তাঁরা স্বপ্নের জাল বুনে কাটাবেন।

নীলনদে ভেসে চলল থালমেয়স—রূপকথার ময়ূরপঙ্খী। তার মধ্যে জুলিয়াস সিজার নন, ক্লিয়োপেট্রাও নন, তার মধ্যে সৃষ্টির আদিম পুরুষ, সৃষ্টির আদিম নারী। পেছনে পেছনে চলল আরও চার শ' পাহারাদার নৌকো।

থালমেয়স গিয়ে পৌঁছল ইথিযোপিয়ায়, সেখানে বিশাল সব দেবমন্দির—প্রাচীন থিবীয় রাজাদের কীর্তি। সিজার-ক্লিয়োপেট্রা সেখানে নেমে তাঁদের যুগল শ্রদ্ধা জানালেন।

তারপব থালমেয়স ফিরে চলল আবার বাস্তবে, আবার আলেকজান্দ্রিয়ায়। পথে যেতে মেতে ক্লিয়োপেট্রা জুলিয়াস সিজারের কানের কাছে মুখ এনে বললেন, তিনি সন্তান-সম্ভবা। পুত্রসন্তান যদি হয় সেও হবে আর এক সিজার। পিতা জুলিয়াস সিজারের সে হবে উত্তরাধিকারী। ক্লিয়োপেট্রা মা হতে চলেছেন—তাঁর মনে এখন কত ভাবনা।

সিজার উল্লসিত হলেন, অভিবাদন জানালেন মিশর-রাণী ক্লিয়োপেট্রাকে…'আমার আফ্রোদিতি, আমার ভেনাস।'

ঐ বছরেই এপ্রিল মাসে জুলিয়াস সিজার আলেকজান্দ্রিয়া ছেড়ে সিরিয়ার পথে পা বাড়ালেন। ক্লিয়োপেট্রার নিরাপত্তার জন্য বিশ্বস্ত সৈন্যাধ্যক্ষ রুফিনাসের অধীনে মিশরে রেখে গেলেন এক বিরাট সেনাবাহিনী।

জুনমাস। ক্লিয়োপেট্রার প্রথম সন্তানের জন্ম হল। ক্লিয়োপেট্রা সগর্বে পুত্রের নামকরণ করলেন সিজার—টলেমিয়াস সিজার। হারমুনথিস্ মন্দিরে মহা আড়ম্বরে নবজাতকের উৎসব পালন করা হল।

মিশরের গ্রীক ও ম্যাসিডনীয় প্রজারা আর একবার বলে উঠল—ছি, ছি—অবৈধ মায়ের পক্ষে কি এমন নির্লজ্জভাবে নবজাতকের উৎসব পালন করা মানায়, না কোন রাণীর পক্ষেই তা শোভন?

তারা ঠাট্টা করে শিশুটির সিজার নাম পাল্টে নামকরণ করল 'সিজারিয়ন'—ক্ষুদে সিজার। কিন্তু এই ক্ষুদে যত বড় হতে লাগল, ততই তার ভাবে ভঙ্গিতে জুলিয়াস সিজারের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে লাগল, যেন সে সিজারিয়ান নামের প্রতিবাদ করল। নতুন করে মুদ্রা তৈরি হল, তাতে খোদাই করা হল আফ্রোদিতি-রূপিণী ক্লিয়োপেট্রার ছবি, তাঁর কোলে রইল ইরসরূপী নবজাত সিজার!···

পুত্রের দাবিকে দৃঢ় করবার জন্য মা ক্লিয়োপেট্রার চেষ্টার ত্রুটি রইল না।

ইতিমধ্যে জুলিয়াস সিজার তাঁর বিজয়কীর্তি আরও বিস্তৃত করেছিলেন। মিশর ত্যাগ করে জুলিয়াস সিজার সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনরে গিয়েছিলেন। সেখানে পণ্টাস্ রাজ্যে মেথি ডেটিসের পুত্র ও পম্পের অভিন্নহৃদয় বন্ধু বিদ্রোহী রাজা ফারনেকাসকে জেলার যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করলেন—

এশিয়ার এক বিরাট অংশে জুলিয়াস সিজার রোমের ধ্বংসোন্মুখ আধিপত্যকে আবার প্রতিষ্ঠা করলেন। জেলার যুদ্ধে জয়লাভ করার পরেই রোমের সেনেটকে জুলিয়াস সিজার লিখে পাঠিয়েছিলেন—ভেনি, ভিডি, ভিসি—এলাম, দেখলাম, জয় করলাম!

জুলিয়াস সিজার রোমে ফিরে এলেন। লক্ষ্য করলেন, রোমীয় শাসনতন্ত্রের দৃঢ় বাঁধুনিতে কেমন যেন একটা শৈথিল্য, চারদিকে কেমন যেন একটা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা।

জুলিয়াস সিজারের সংস্কারক মন জেগে উঠল। তিনি শাসন-সংস্কারে মন দিলেন। কিন্তু সময় পেলেন কোথায়? ভালো কাজে সময়ের এত দুর্ভিক্ষ! খবর এল, আফ্রিকায় মহা গোলমাল। পম্পে মারা গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর সমর্থক দুজন বন্ধু, রোমরাজ্যের সিপিয়ো এবং কেটো জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে আফ্রিকায় এক বিরাট দল তৈরী করেছেন। জুলিয়াস সিজারের এতখানি মাথা উঁচু করে চলা, যেখানে যাচ্ছেন সেখান থেকেই জয়ের মুকুট ছিনিয়ে আনছেন,—আর যেন সহ্য করা যাচ্ছে না। সুতরাং সিপিয়ো এবং কেটো চোখ রাঙিয়ে তাকালেন জুলিয়াস সিজারের দিকে, জুলিয়াস সিজারও আর দেরি না করে সোজা চলে এলেন আফ্রিকায়।

যুদ্ধ আরম্ভ হল। দু'পক্ষের আক্রমণেই তীব্রতা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত থ্যাপ্সাসের যুদ্ধে জয়লাভ করলেন সিজারই।

জুলিয়াস সিজার রোমে ফিরে এলেন। মাথার রাজমুকুটটাই যা ছিল না। নইলে সেদিন রোম সাম্রাজ্যের সর্বশক্তিমান কর্ণধার বলতে তো তিনিই! কার সাধ্য ছিল তাঁকে এড়িয়ে এক পাও নিজের ইচ্ছামতো এগিয়ে যায়!

প্রথমে দশ বছর, তারপর চিরকালের জন্য রোমীয় শাসনতন্ত্রের ডিক্টেটর হলেন জুলিয়াস সিজার।

জুলিয়াস সিজারের এই বিজয়কীর্তি পূর্ণ করার জন্য তখন

আর একটি মাত্র অভিযান বাকী। সে অভিযানটি হয়েছিল স্পেনে। সেখানে পম্পের দুই ছেলে সিজারের বিরুদ্ধে নিজেদের স্বাধীন ও একক শক্তি স্থাপন করার চরম চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন।

জুলিয়াস সিজার দ্বিরুক্তি না করে স্পেনে উপস্থিত হলেন, খ্রীঃ পূঃ ৪৫ অব্দে মুণ্ডার যুদ্ধে তিনি শত্রুদলকে, দু ভাইকে চরমভাবেই পরাস্ত করলেন।

সিজারের বিজয়বার্তা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। খবর এল রোমে। সকলেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল ব্যক্তিত্ব, শৌর্য বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল মহান সেনাপতি জুলিয়াস সিজারকে।

বিরাট এক বিজয়-মিছিল নিয়ে জুলিয়াস সিজার রোমে প্রবেশ করলেন। সেদিন মিছিলের অলঙ্কার ছিল পরাজিত রাজন্যবর্গ ও তাঁদের পরিজন। ছিন্ন বেশ, শৃঙ্খলাবদ্ধ, লাঞ্ছিত, নতমস্তক বন্দীদের বিজয়ীর রথের চাকার সঙ্গে বেঁধে রাজপথ দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে কেমন যেন এক অতি-মানবিক উল্লাস দেখা যেত। জুলিয়াস সিজার রোম নগরে প্রবেশ করা মাত্র তাই ভিড়-করে-থাকা জনতা সেদিন জয়ধ্বনি করে উঠেছিল—জুলিয়াস সিজার দীর্ঘজীবী হোন, তাঁর জয় হোক।

জুলিয়াস সিজার মিশর থেকে রোমে ফিরে আসার কিছু দিন পরে ক্লিয়োপেট্রাও রোমে এসে পৌঁছেছিলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর শিশুপুত্র সিজারিয়ন ও কনিষ্ঠ ভাই ত্রয়োদশ টলেমি—মিশরের বিধানে তাঁর স্বামী।

ক্লিয়োপেট্রা মিশরে থাকতে চাননি, থাকতে সাহস করেন নি। কারণ তাঁর সিংহাসন, তাঁর রাজপ্রাসাদ, তাঁর রাজনীতি—সর্বোপরি তাঁর নিজের ও সন্তানের নিরাপত্তা—সব কিছুই ছিল জুলিয়াস সিজারকে কেন্দ্র করে। তিনি জানতেন, রোমের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেবার ফলে প্রজাসাধারণের কাছে তিনি শ্লাঘীর শ্রদ্ধা পাননি, পাননি তাদের কোন আন্তরিক আনুগত্য। তাই

নিজেকে ও সন্তানকে বাঁচাবার জন্য তিনি এসেছিলেন রোমে। আশ্রয় নিয়েছিলেন সিজারের দুই বাহুপুটে।

টাইবার নদীর ধারে একটি প্রাসাদে সিজার ক্লিযোপেট্রাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। সেটাই হল সিজারের আনন্দনিকেতন।

সিজার যতটুকু অবসর পান সেটুকু যাপন করে যান এইখানে। সিজারের নিজের বাড়িতে ছিলেন নিঃসন্তানা স্ত্রী কালপুর্নিয়া। রোমের লোক তাই ধিক্কার দিল, স্ত্রীকে অবহেলা করে রক্ষিতা ক্লিয়োপেট্রার পায়ে নিজেকে জলাঞ্জলি দেওয়ার কি নির্লজ্জ নমুনাই না জুলিয়াস সিজার দেখাচ্ছেন!

শুধু কি তাই? রোমের রাজনীতিতেও কি জুলিয়াস সিজার নির্লজ্জ লোভ দেখাচ্ছেন না! তিনি কি সেখানে মিশরের রীতি অনুযায়ী নিজেকে দেবতার সমপর্যায়ে তুলে ধরছেন না? নিজের মূর্তি গড়িয়ে নিত্যপূজোর ব্যবস্থা করছেন না?

ইতিমধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটে গেল। ঘটনাটি অর্থবহ।

এক উৎসবের দিনে জনতার মাঝখানে জুলিয়াস সিজারকে তিন-তিনবার রাজমুকুট দিয়ে আপ্যায়িত করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু জুলিয়াস সিজার তিনবারই রাজমুকুট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু আমরণ ডিক্টেটর হয়েই থাকবেন তিনি—আবার রাজমুকুট কেন?

জুলিযাস সিজারের এই নির্লোভ উদারতায় জনতা মুগ্ধ হয়ে জয়ধ্বনি করে উঠল। আর এই জয়ধ্বনির আড়ালেই শোনা গেল কয়েকটি লোকের গোপন সলাপরামর্শ। তাঁর মধ্যে প্রধান ছিলেন ব্রুটাস—মার্কাস ব্রুটাস, জুলিয়াস সিজারের একান্ত বিশ্বাসভাজন, অত্যন্ত অনুগত—কারো মতে জুলিয়াস সিজারের জারজ সন্তান।

শেক্সপীয়রের ব্রুটাস জুলিয়াস সিজার সম্পর্কে বলে উঠলেন…

> '…think him as a serpent's egg,
> Which, hatch'd, would as his kind grow
> mischeavous,
> And kill him in the shell…'

…আর দেরি নয়, ডিম ফুটে সাপ বেরিয়ে আসার আগেই তাকে নষ্ট করতে হবে, নইলে সাপ হয়ে সে দংশন করবে…

টাইবার নদীতে মৃদুমধুর ছন্দে জল বয়ে যায়, তার তীরে প্রাসাদকক্ষে জুলিয়াস সিজার আর ক্লিয়োপেট্রা।

ক্লিয়োপেট্রাকে দুহাত দিয়ে কাছে টেনে নিয়ে জুলিয়াস সিজার বলেন, 'ইটালি, গ্রীস, ম্যাসিডন, গল, স্পেন, মিশর, এশিয়া— এই সব মিলিয়ে আমার মহান রোম সাম্রাজ্য। আমি যদি তার সম্রাট হই, তুমি হবে সম্রাজ্ঞী…'

ক্লিয়োপেট্রার দুটি চোখে নীল বিদ্যুৎ…'আর আমাদের ছেলে? সে কী হবে তাতো বললে না…?' ক্লিয়োপেট্রার কণ্ঠস্বরে কৌতুক কৌতূহল দুই-ই মেশানো।

'সে হবে আমার উত্তরাধিকারী…আমার সার্থক প্রতিনিধি।'

জুলিয়াস সিজারের উত্তরে ক্লিয়োপেট্রা আশ্বস্ত হলেন।

ব্রুটাস তাঁর সঙ্গীদের বললেন, "জুলিয়াস সিজারের আকাঙ্ক্ষা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। রোমের সাধারণতন্ত্রের জবাই হতে চলেছে, এক-নায়ক সিজার স্বেচ্ছাচারী সম্রাটপদলোভী…আর সময় নেই, যে কোন একটি নির্দিষ্ট দিনে…'

শেক্সপীয়র এগিয়ে এসেছেন ইতিহাসকে প্রাণরসে ভরিয়ে আমাদের অন্তরঙ্গ করিয়ে দেওয়ার জন্য।

…চারদিকে বাদ্যধ্বনি। জুলিয়াস সিজার সঙ্গীদল নিয়ে বেরিয়েছেন, হঠাৎ চমকে উঠলেন…কে! এই ভিড়ে এত তীক্ষ্ণ স্বরে আমাকে নাম ধরে কে ডাকে…!

কাছে এগিয়ে এল একজন দৈবজ্ঞ—

সিজারের সকৌতূহল প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, 'সাবধান,

সিজার, সাবধান—মার্চের পঞ্চদশ দিনে ইদ্‌সের উৎসব, খুব সাবধান···

আকাশে ঝড়-বিদ্যুৎ, তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী। রাত্রিবাসে সজ্জিত জুলিয়াস সিজার স্বগতোক্তি করছেন···আজ রাতে স্বর্গেমর্ত্যে কেউ শান্ত নয়, কালপুর্নিয়া স্বপ্নের মধ্যে তিনবার কেঁদে উঠেছে, কে আছ, সিজারকে হত্যা করছে···,

অশ্রুমুখী কালপুর্নিয়া সামনে এসে দাঁড়ালেন, অনুনয় করে বললেন, আমি তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না···

জুলিয়াস সিজার স্ত্রীকে সাহস দিলেন, বললেন···সিজারের সামনে এলে অমঙ্গল বিভীষিকা সব দূর হয়ে যায়।

কালপুর্নিয়া অস্থির হয়ে বলে উঠলেন···কিন্তু কী ভীষণ সব দৃশ্য যে দেখলাম·· প্রহরী দেখেছে আরও ভীষণ দৃশ্য···সে দেখেছে এক সিংহিনী পথে সন্তান প্রসব করল, গোরস্থানে কবরগুলি হাঁ করে মৃতদেহগুলিকে ঠেলে বাইরে বার করে দিল, মেঘরাশির মধ্যে দুর্দান্ত অগ্নিময় সৈনিকেরা যুদ্ধ করল। মন্ত্রণাসভাগৃহে রক্তবৃষ্টি হল। যুদ্ধের কোলাহলে, অশ্বের হ্রেষাধ্বনিতে, মুমূর্ষুর আর্তনাদে, ভূত প্রেতের তীব্র চীৎকারে সমস্ত নভোমণ্ডল কেঁপে কেঁপে উঠল··· সিজার···এ সবই যে অদৃষ্ট, অশ্রুতপূর্ব। তাই তো আমি এত ভয় পেয়েছি······

সিজার মাথা নাড়লেন···আমাকে যেতেই হবে। এসব অলক্ষণ বিভীষিকা আমার জন্য নয়।

কালপুর্নিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন, উল্কাপিণ্ড জ্বালিয়ে দেবতারা রাজমৃত্যুর কথা ঘোষণা করেন···

সিজার উত্তর দিলেন···মৃত্যুর আগে কাপুরুষ মরে অনেক বার। যে বীর, মৃত্যুর আস্বাদন তার জীবনে মাত্র একবার···আশ্চর্য, যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, মানুষ তাকেই এত ভয় করে! কে না জানে কালগ্রাসেই জীবনের সমাপ্তি!

খ্রীঃ পূঃ ৪৪ অব্দ, ১৫ই মার্চ।

জুলিয়াস সিজার কালপুর্নিয়ার অনুরোধ রাখতে পারেননি। সেদিন তিনি বেরিয়েছিলেন। রোমের রাস্তায় সেদিন জনতার ভিড়, ইদস্ অব মার্চ-এর উৎসব।

রোমের সভাগৃহে সেদিন চাপা উত্তেজনা।

জুলিয়াস সিজার সভাগৃহে প্রবেশ করলেন, সঙ্গে ব্রুটাস, ক্যাসিয়াস, কাস্কা, লেপিডাস, এ্যাণ্টনি এবং আরও অনেকে···

সিজার আসন গ্রহণ করলেন। তার পর সামান্য কথাবার্তা, কথা কাটাকাটি। ঠিক এর পরেই সিজারের গ্রীবাদেশে কাস্কার হাতের প্রথম আঘাত নেমে এল, নেমে এল আরও কয়েকজনের···

রক্তাক্ত মুমূর্ষু জুলিয়াস সিজার মরণাতীত বেদনাভরা দৃষ্টিতে দেখলেন, সুখেদুঃখে অশনেবসনে পরমপ্রিয় অতি অনুগত যে ব্রুটাস, তাঁরও হাতে শাণিত ছুরিকা, সিজারের গায়ে মৃত্যুর আঘাত দিতে উদ্যত, হিংস্র!

এত বড় বিস্ময়ও সিজারের জন্য অপেক্ষা করছিল!

'ব্রুটাস · তুমিও!'···সিজার লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। জীবনে তাঁর আর কোন অনুরাগ নেই,—জীবন বড় কুৎসিত, জীবন বড় কুটিল।

মানুষের ইতিহাসে ব্রুটাস বেঁচে রইলেন একদিকে অবিশ্বাসের আর একদিকে প্রহেলিকার প্রতীক হয়ে।

পরবর্তীকালের ইতিহাস প্রশ্ন করেছে, ব্রুটাস কি স্বার্থপর ষড়যন্ত্রকারী, না রাজনৈতিক আদর্শবাদী!

জুলিয়াস সিজার নিহত হলেন। সেদিন তাঁর দেহে সবসুদ্ধ তেত্রিশটি আঘাত থেকে ষড়যন্ত্রের রক্তধারা বেরিয়েছিল। পম্পের পাথরের মূর্তিটি যেখানে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, জুলিয়াস সিজার সেখানেই তাঁর শেষ শয্যা নিয়েছিলেন···।

কেইয়াস জুলিয়াস সিজার চলে গেলেন, চলে গেলেন এক

ধুরন্ধর রণকৌশলী, একজন দার্শনিক জ্ঞানান্বেষী, একজন সাহিত্যিক ঐতিহাসিক।

টাইবার নদীর তীরে সাইপ্রাস বৃক্ষে ঘেরা প্রাসাদ অলিন্দে বুঝি দাঁড়িয়েছিলেন ক্লিয়োপেট্রা, ভাবছিলেন বুঝি পাশে জুলিয়াস সিজার, কোলে তাঁরই সন্তান। জুলিয়াস সিজারের বাহুবলপুষ্ট বিশাল সাম্রাজ্য—তিনি হবেন সম্রাট, ক্লিয়োপেট্রা হবেন তাঁর সম্রাজ্ঞী—রোমসাম্রাজ্যের অধীশ্বরী।

আনন্দের উত্তেজনায় ক্লিয়োপেট্রা শিউরে উঠলেন। বর্তমান আর ভবিষ্যতে এর চাইতে নিরাপত্তা আর আশা আর কি আছে? মিশরের স্বাধীনতা নিয়ে, রাজনৈতিক আধিপত্য নিয়ে কি ক্লিয়োপেট্রার মনে কোন চিন্তা, কোন দ্বন্দ্ব আছে! কই বর্তমান পরিস্থিতিতে তো তা মনে হয় না! ক্লিয়োপেট্রা শুধু জুলিয়াস সিজারেরই গরবিণী-সর্বাণী হয়ে বেঁচে থাকতে চান।

...খবর এল জুলিয়াস সিজার নেই।

ক্লিয়োপেট্রা একবার হাহাকার করে উঠলেন, পুত্র সিজারকে বুকে চেপে ধরলেন। এবার! মনের বাসনা কামনা দিয়ে তৈরি যে স্বন্দর স্বপ্ন তিনি দেখছিলেন, সে স্বপ্নের আলো যে নিভে গেল। বাকি জীবনটা কি ক্লিয়োপেট্রা শুধু অন্ধকার হাতড়ে হাতড়েই চলবেন?

জুলিয়াস সিজারের রক্তাক্ত মৃতদেহ সেদিন সমস্ত রোম শহরকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তার রাজনৈতিক ভূগর্ভে সেদিন ধিকিধিকি আগুন জ্বলে উঠেছিল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ঠিক পূর্বমুহূর্ত।

জনসাধারণ ও সেনেটরদের উদ্দেশ্যে ব্রুটাস উদাত্তকণ্ঠে বললেন,—আর কোন ভয় নেই, সকলে স্থির হও, আকাশস্পর্শী আকাঙ্ক্ষার প্রতিশোধ হয়েছে,—'Ambition's debt is paid...'

সহকর্মীরা বললেন,—'অত্যাচারী নিপাত গেছে, এখন আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত……'

ক্যাসিয়াস হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এ্যাণ্টনি! এ্যাণ্টনি কোথায় গেল? সে তো আমাদের সঙ্গেই এখানে এসেছিল!'

ক্লিয়োপেট্রা আবার শিউরে উঠলেন। আতঙ্কে বিভীষিকায় ক্লিয়োপেট্রার চোখের জল বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে অনেকক্ষণ। এখন মনে শুধু চিন্তা আর দুঃস্বপ্নের কালোমেঘ। বাঁচতে হবে, যে করে হোক বাঁচতে হবে, আর বাঁচাতে হবে সন্তান সিজারকে। জুলিয়াস সিজারের রক্ষিতা সম্পর্কে কোন দরদ নেই রোমীয় প্রজাদের। সুতরাং ক্লিয়োপেট্রাকে রোম থেকে পালাতে হবে।

জুলিয়াস সিজার চলে গেছেন, কিন্তু ক্লিয়োপেট্রার জীবনে এই তো সবে নাটকের প্রথম অঙ্ক। বয়স তো সবে ছাব্বিশ! তাঁকে তো থেমে থাকলে চলবে না!

কিছু দিনের মধ্যে ক্লিয়োপেট্রাকে রোম থেকে পালাতে হল, বলতে গেলে তাঁকে গা ঢাকা দিয়ে এক রক্ত-সন্ধ্যার সুযোগ নিয়ে রোমকে শেষ বিদায় জানাতে হয়েছিল।

ক্লিয়োপেট্রা জুলিয়াস সিজারের ধর্মপত্নী ছিলেন না। তাই তাঁর পেছনে কোন সমাজের জোর ছিল না। জুলিয়াস সিজারের প্রসারিত দুই বাহুর ওপরেই ক্লিয়োপেট্রা তাঁর শয্যা বিছিয়ে ছিলেন। জুলিয়াস সিজারের খাতিরেই রোমের নামী ও দামী মহাত্মারা ক্লিয়োপেট্রার প্রাসাদকুঞ্জে আসতেন, ক্লিয়োপেট্রাকে সম্মানও দেখাতেন, কিন্তু মন থেকে, মর্যাদাবোধ থেকে তাঁরা কোন দিনই জুলিয়াস সিজারের হৃদয়রাণীকে রাষ্ট্রের রাণী বলে গ্রহণ করেননি…। পণ্ডিত সেনেটর সিসেরো তো স্পষ্টই বলে গেছেন… 'ঐ রাণী আমার দুচোখের বালাই, ঐ রাণীকে আমি ঘৃণা করি।'

নেহাত ক্লিয়োপেট্রা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে কিছু মূল্যবান বই তাঁকে আনিয়ে দেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন, নইলে সিসেরোর মুখ দিয়ে ক্লিয়োপেট্রা সম্বন্ধে আরও কি অমৃতবাণী বেরুতো কে জানে!

স্বর্ণসীতার মতো জুলিয়াস সিজারও 'ভেনাস জেনেট্রিক্স্' নামে এক নোতুন মন্দিরে ক্লিয়োপেট্রার একটি স্বর্ণমূর্তি তৈরি করে মনের অনুরাগ দেখিয়েছিলেন। জুলিয়াস সিজার ক্লিয়োপেট্রার জন্য সবই করেছিলেন, শাস্ত্রমতে শুধু তাঁকে বিয়েটাই করেননি,—আর করেননি বলেই মিশরের ম্যাসিডনীয় ও গ্রীক প্রজারা বলত, এমন রাণীর বেঁচে থেকে কি লাভ? রোমের প্রজারা বলত, জুলিয়াস সিজারের বুড়ো বয়সে একি বাহাদুরি, একটা রক্ষিতার পায়ে নিজেকে একেবারে লুটিয়ে দেওয়া!

জুলিয়াস সিজারই-বা কি করবেন? ক্লিয়োপেট্রা কুমারী নন, বিধবা নন; শাস্ত্রমতে পুরোপুরি সধবা। স্বামী ত্রয়োদশ টলেমি তো দিব্যি গুট্‌গুট্‌ করে হেঁটে বেড়াচ্ছেন, ক্লিয়োপেট্রার সঙ্গে তো তাঁর বিবাহবিচ্ছেদ হয়নি—যেমন হয়নি জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে কালপুর্নিয়ার।

মনে হয় জুলিয়াস সিজার আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে ক্লিয়োপেট্রার বৃহস্পতি নিশ্চয়ই তুঙ্গে উঠত, জুলিয়াস সিজার হয়ত বা সকলের আশঙ্কাকে বাস্তবে পরিণত করে সত্যিই সিংহাসনে বসতেন, প্রায় অর্ধেক পৃথিবীর সম্রাট হতেন, পাশে থাকতেন সম্রাজ্ঞী ক্লিয়োপেট্রা। ত্রয়োদশ টলেমিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে কতক্ষণই বা লাগত?

বলতে গেলে একটুর জন্যই ক্লিয়োপেট্রা সৌভাগ্যের সিংহদ্বার থেকে ফিরে এলেন। তবু বেঁচে থাকতে হবে, এই সঙ্কল্প নিয়ে ক্লিয়োপেট্রা একদিন রোম ও জুলিয়াস সিজারের স্মৃতিকে শেষ প্রণাম জানালেন।

···একটি দীর্ঘাকার নৌকো টাইবার নদীর জল কেটে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলল, পৌঁছলো ওস্টিয়ায়। সেখানে তিনসারি দাঁড়

বিশিষ্ট আর একটি দ্রুতগামী নৌকো অপেক্ষা করছিল—যাত্রীরা আগের নৌকো ছেড়ে দিয়ে ঐ নৌকোতে উঠে আবার যাত্রা করলেন—সোজা মিশর, মরুভূমির মাঝখানে নীলনদের দান—একফালি সবুজ রাজ্য, মিশর। শুক্‌নো চোখে অটল পায়ে ফিরে এলেন ক্লিয়োপেট্রা।

ক্লিয়োপেট্রা ফিরে এলেন বটে, কিন্তু মন তাঁর পড়ে রইল রোমে—কান পেতে রইলেন রোমের রাজনৈতিক কোলাহলের দিকে···রোমের গল্প কতদূর গড়ায় দেখা যাক, ক্লিয়োপেট্রার মিশরও না হয় সেই দিকেই তার পথ তৈরি করবে।

দেখা যাক···।

শেক্সপীয়রের নাটকে আছে জুলিয়াস সিজারের হত্যার পর হট্টগোলের মধ্যে ক্যাসিয়াস এ্যাণ্টনিকে না দেখতে পেয়ে একবার চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, এ্যাণ্টনিকে তো দেখতে পাচ্ছি না! তাঁদের বেশীক্ষণ চিন্তা করতে হয়নি, এ্যাণ্টনিকে ক্যাসিয়াস, ব্রুটাস—দুজনেই দেখেছিলেন খানিকটা পরে।

এ্যাণ্টনি ফিরে এসেছিলেন। খুব শান্ত, ভদ্র, সহৃদয় বন্ধু হিসেবে ব্রুটাস-ক্যাসিয়াসের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্রুটাস আর তাঁর বন্ধুরা খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিলেন এ্যাণ্টনির ব্যবহার, কথাবার্তা, হাবভাব।

নাঃ, এ্যাণ্টনির দিক থেকে কোন ভয় বা আশঙ্কার কিছু নেই। জুলিয়াস সিজারের হত্যাকাণ্ডে এ্যাণ্টনির মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। প্রথমটায় একটু ভড়কে গিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র, আর কিছু নয়। এ্যাণ্টনি সম্বন্ধে ব্রুটাস সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলেন। জুলিয়াস সিজারের মৃতদেহ দেখে যদিও এ্যাণ্টনি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, তবু ব্রুটাস বুঝতে পারলেন, যতই যাই হোক না কেন, এ্যাণ্টনি তাঁর বিরুদ্ধে কখনও দাঁড়াবেন না।

জুলিয়াস সিজারের হত্যাকাণ্ডের পর ভীত, বিবর্ণ, মূঢ় জনতার উদ্দেশ্যে সভা-প্রাঙ্গণে শেক্সপীয়রের ব্রুটাস বললেন, 'আমি সিজারকে কম ভালোবাসতাম না; কিন্তু রোমকে আরও ভালোবাসি। তোমরা কি চাও, সিজার বেঁচে থাকুন, আর সকলে দাসত্ব করে মরুক, না সিজারের অবসান হোক, আর সকলে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাক? সিজার আমাকে ভালোবাসতেন, তাই আমার চোখে জল; তিনি ভাগ্যবান ছিলেন, আমি তাতে আনন্দিত; তিনি বীর ছিলেন, আমি তাঁকে সম্মান করি; কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তাই তাঁকে হত্যা করেছি।

. .There is tears for his love ; joy for his fortune ; honour for his valour ; and death for his ambition.

জনতা উল্লাস ধ্বনির দ্বারা ব্রুটাসের জয়গান গাইল, 'Live, Brutus, live live !' বেঁচে থাক, ব্রুটাস, বেঁচে থাক।

এবার এলেন এ্যাণ্টনি। সঙ্গে করে বয়ে নিয়ে এসেছেন সিজারের মৃতদেহ।

ব্রুটাস নিশ্চিন্ত হয়ে স্থান ত্যাগ করলেন, এ্যাণ্টনিও নিশ্চয়ই জনতাকে জুলিয়াস সিজারের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে যুক্তি দিয়েই বোঝাবেন। এ্যাণ্টনিকে কোন ভয় নেই।

জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন এ্যাণ্টনি।

সামনে জুলিয়াস সিজারের রক্তাক্ত মৃতদেহ। এ্যাণ্টনি বিষণ্ণ গম্ভীর।

এ্যাণ্টনি জনতাকে সম্বোধন করলেন—'Friends, Romans, countrymen, lend me your ears…' আমার রোমীয় বন্ধুগণ, আমার স্বদেশবাসী! ব্রুটাস অনুমতি দিয়েছেন, তাই আমি বলতে এসেছি, তোমরা সকলে শোন…সিজার ছিলেন আমার বিশ্বস্ত ন্যায়বান বন্ধু। মহান ব্রুটাস বলেন, তিনি নাকি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। অথচ বিজিত বন্দীদের মুক্তিপণে সিজার রোমের ভাণ্ডার ভরে দিয়েছেন…দরিদ্রের কান্নায় তিনি কেঁদেছেন।

…সবাই দেখেছ, লুপারকাল উৎসবের দিন আমি সিজারকে তিনবার রাজমুকুট অর্পণ করতে গিয়েছিলাম, তিনবারই সিজার তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আর মহাসম্মানিত ব্রুটাস বলেন কিনা, সিজারের আকাঙ্ক্ষা ছিল আকাশস্পর্শী! তাই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে…

সেদিন এ্যান্টনির দীর্ঘ উত্তেজক বক্তৃতায় জনসাধারণ ক্ষেপে গিয়ে ব্রুটাস আর তাঁর সঙ্গীদলের বিরুদ্ধে মার-মার করে উঠেছিল —এ খবর প্লুতার্কের বর্ণনাতেও আছে। জনতা আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল—বিশেষ করে এ্যান্টনি যখন রক্তমাখা আচ্ছাদনী তুলে সিজারের নিষ্প্রাণ দেহে ছুরিকার আঘাতগুলি দেখিয়েছিলেন…

'…Look! in this place ran Cassias' dagger through;

See what a rent the envious Casca made;

'Through this the well-beloved Brutus stabb'd, ..'

ক্যাসিয়াস আঘাত করেছিলেন, আঘাত করেছিলেন কাস্ক। কিন্তু সব চাইতে মারাত্মক আঘাত করেছিলেন ব্রুটাস…সিজারের পরম স্নেহভাজন ব্রুটাস…দেখ, সিজার কি দারুণ আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহে পড়ে আছেন।

…জনতা চীৎকার করে উঠেছিল, 'Most noble Ceaser! We'll revenge his death…' মহান সিজারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবই…

দেবতার মতো মাহাত্ম্য দিয়ে বিরাট চিতা জ্বালিয়ে মৃত সিজারের সেদিন অগ্নিসৎকার হয়েছিল। তার পরেই বিক্ষুব্ধ উত্তেজিত জনতা জ্বলন্ত কাষ্ঠ হাতে ছুটে বেরিয়েছিল…সিজার-শত্রু নিপাত যাক, সিজারের হত্যাকারীদের প্রত্যেকের বাড়িতে তারা আগুন ধরিয়ে দেবে, তাদের সব কিছু পুড়িয়ে ছাই করে দেবে, তারা প্রতিশোধ নেবে…

এ্যাণ্টনি জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে সেদিন ক্রুদ্ধ জনতার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন, আর স্বগতোক্তি করেছিলেন, অঘটন ঘটতে শুরু হয়েছে—'Mischief, thou art afoot, take thou what course thou wilt··'

মার্ক এ্যাণ্টনির ঠাকুর্দা ছিলেন এক নামকরা আইন-ব্যবসায়ী, একজন স্বনামধন্য বাগ্মী। বাপ ছিলেন এক সরলপ্রাণ ভালো মানুষ। টাকা পয়সা খুব কিছু না থাকলেও তিনি গরীবকে দিতে-থুতে বড় ভালোবাসতেন। মা জুলিয়া ছিলেন তাঁর জবরদস্ত স্ত্রী। বলতে গেলে তাঁরই কাছে মার্ক এ্যাণ্টনির হাতেখড়ি হয়েছিল, তিনি লেখাপড়া শুরু করেছিলেন।

মার্ক এ্যাণ্টনির মধ্যে সব চাইতে আকর্ষণীয় ছিল তাঁর রূপ। তাঁর সামরিক-বিদ্যা-পারঙ্গম দেহে ছিল অমিত তেজ, তিনি চেহারায় ছিলেন কন্দর্পকান্তি অনিন্দ্য। কিন্তু মনের দিক থেকে তিনি কেমন যেন একটু ছিলেন—হালকা, প্রগলভ, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্পগুজব হৈ-হল্লা করে আড্ডা দিতে পারলে তিনি আর কিছু চাইতেন না।

মার্ক এ্যাণ্টনি গর্ব করতেন তাঁদের পূর্বপুরুষ নাকি ছিলেন মহাবীর হারকিউলিস! হারকিউলিসের ছেলে এ্যাণ্টনের বংশে তাঁদের জন্ম!

এ্যাণ্টনির বন্ধুবান্ধব একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত। শিরায় শিরায় হারকিউলিসের রক্ত না বইলে এমন চেহারা, এমন পাথরে খোদাই পেশীবহুল দেহলাবণ্য দেখা যায় কখনও! এ্যাণ্টনিকে দেখলেই মনে হয়, ঠিক যেন ভাস্কর্য ও চিত্রে দেখা হারকিউলিসের একখানি জীবন্ত সবল ছবি—ঠিক তেমনি বিস্তৃত কপাল, সবীর্য পৌরুষ, তেমনি তীক্ষ্ণ উন্নত নাক।

এ্যাণ্টনি নিজের সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় সচেতন ছিলেন, এক

র্তের জন্যও ভুলতেন না নিজের রূপ, শক্তি ও সামর্থ্যের ভাবনীয় আকর্ষণীয় ক্ষমতার কথা।

কিন্তু এত ক্ষমতা থাকলে হবে কি? ছোটবেলা থেকে এ্যান্টনি ভালো সঙ্গীসাথী পাননি। বিশেষ করে কিউরিয়ো নামে মন এক জঘন্য অপদার্থ ছেলের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব করেছিলেন, র প্রভাবে তিনি অল্প বয়স থেকে একজন কুখ্যাত মদ্যপায়ী ও চে হয়ে উঠেছিলেন। শেষ পর্যন্ত প্রচুর বদনাম হল, তাঁকে চুর লাঞ্ছনা ভোগ করে অপদস্থ হতে হল।

যাই হোক এ্যান্টনি বড় হয়ে উঠলেন। সমরক্ষেত্রে, দেশের াসননীতিতে অংশ গ্রহণ করলেন। কিছুদিন অত্যন্ত রূঢ়ভাষী, র্কশ রাজনৈতিক নেতা ক্লডিয়সের সঙ্গে এ্যান্টনী কাজ করলেন, ারপর বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন গ্রীসে। সেখানে ভালো করে দ্ধবিদ্যা শিখলেন, আর শিখলেন বক্তৃতা দেবার নিপুণ রীতি।

...এই বক্তৃতার তোড়েই তো তিনি রোমীয় জনতাকে ব্রুটাসের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন!

এ্যান্টনি বেশ কিছুদিন সিরিয়ায় সেনাপতি গ্যাবিনাসের অধীনে এক অশ্বারোহী বাহিনীর অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন, আর এই অধ্যক্ষ হিসেবেই তিনি একবার সাহায্য করেছিলেন মিশর-অধিপতি একাদশ টলেমিকে তাঁর সিংহাসন উদ্ধার করার ব্যাপারে। আর তখনই তিনি দেখেছিলেন পূর্ণিমার মতো এক পঞ্চদশীকে···

রোমের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন একদিকে পম্পে দাঁড়িয়েছিলেন অভিজাত দলের প্রতীক হয়ে, আর তাঁর বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন জুলিয়াস সিজার—তখন এ্যান্টনি বেছে নিয়েছিলেন জুলিয়াস সিজারের পক্ষ। একদিকে সুন্দর বক্তৃতা, অন্যদিকে সিজারের দেওয়া টাকার জোরে এ্যান্টনি বেশ তাড়াতাড়ি উঁচুদিকে সিঁড়ি ভেঙেছিলেন—প্রথমেই হয়েছিলেন ট্রিবিউন বা ম্যাজিস্ট্রেট। জুলিয়াস সিজারও এই মনোমোহন কর্মী বীর লোকটিকে হাতের লক্ষ্য করে নিজের পথ প্রশস্ত করেছিলেন।

জুলিয়াস সিজার যখন রোমের বাইরে নোতুন নোতুন রাজ্য জয়ে ব্যস্ত ছিলেন, তখন সেই সুযোগে পম্পে রোমে নিজের একক আধিপত্য বিস্তারে সযত্নে মন দিয়েছিলেন—রোমের যাবতীয় ক্ষমতা থেকে অনুপস্থিত সিজারকে সরিয়ে দেবার জন্য সর্বরকম চেষ্টা করেছিলেন। সেই সময় এ্যান্টনি যদি রোমে না থাকতেন, যদি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সঙ্গে সেনেটের কার্যপদ্ধতি না বুঝতে পারতেন, তাহলে জুলিয়াস সিজার কোন্ পথে গিয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠার আসন পেতে বসতেন—বলা মুশকিল।

খ্রীঃ পূঃ ৪৪ অব্দ, ১৫ই মার্চের পরে রোমের নাটক খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েছিল। জুলিয়াস সিজারের ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের পরে আমরা এ্যান্টনির গতিবিধি লক্ষ্য করেছি, দেখেছি তিনি কি করে রোমের আসন্ন বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছেন।

রোমের রাষ্ট্রবিপ্লব ক্রমে আরও জটিলাকার ধারণ করল। আবির্ভাব হল আর একটি নায়কের। তাঁর নাম কেইয়াস অক্টেভিয়ান সিজার। জুলিয়াস সিজার যখন নিহত হন, তখন অক্টেভিয়ানের বয়েস ছিল মাত্র উনিশ, ইলিরিয়াতে বসে পড়াশুনা করছিলেন। ছোটবেলা থেকেই অক্টেভিয়ান ছিলেন ধীর স্থির গম্ভীর, ছোটবেলা থেকেই নিজেকে বড় করার চেষ্টা, নিজেকে গণ্যমান্য করার আকাঙ্ক্ষা। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি ছিলেন জুলিয়াস সিজারের ভাগনে, কারো মতে—ভাগনীর ছেলে—নাতি।

অক্টেভিয়ানের সতীর্থ ছিলেন মার্ক ভিপ্‌সাসিয়াস এগ্রিপ্পা, এক বয়েস, এক মেধা—তবে অক্টেভিয়ানের চাইতে আর একটু পাকা, আর একটু খোলাদৃষ্টি।

জুলিয়াস সিজারের হত্যাকাণ্ড শুনে এগ্রিপ্পাই প্রথম লাফিয়ে

উঠেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন যে, রোমে এবার যা শুরু হবে সেই সুযোগে অনেক কিছুই গুছিয়ে নেওয়া যাবে।

এগ্রিপ্পা ছুটে গেলেন বন্ধু অক্টেভিয়ানের কাছে, ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তুমি এখনও এখানে বসে আছ? রোমের সোনার আপেলটি তা হলে কে পেড়ে আনবে? লেখাপড়া শিকেয় তুলে এখন ছুটে যাও দেখি, পাঁচভূতের নাচ থামিয়ে রোমের ভাগ্যটি নিজের হাতে তুলে নাও! সে ক্ষমতা তোমার আছে, আমি কোন বাজে কথা বলি না…'

অক্টেভিয়ানের সার্থক রাজনৈতিক ও সামবিক জীবনে এগ্রিপ্পার বন্ধুত্ব স্বর্গের আশীর্বাদ।

অক্টেভিয়ান বন্ধুর কথা শুনলেন, নিজেও বুঝলেন, এই-ই সময়।

অক্টেভিয়ান রোমে এলেন, এসে দেখা করলেন এ্যাণ্টনির সঙ্গে। খুব মন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে জুলিয়াস সিজারের উইল পড়লেন। জুলিয়াস সিজার তাঁকেই পুষ্যিপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গেছেন।

গল্পে আছে, ক্লিয়োপেট্রা নাকি এই উইলের কথা জানতে পেরেই রোম ত্যাগ করেছিলেন।

অক্টেভিয়ান যতক্ষণ জুলিয়ার সিজারের উইল পড়ছিলেন, ততক্ষণ ধরে এ্যাণ্টনি লক্ষ্য করেছিলেন অক্টেভিয়ানকে।

উইল পড়া শেষ হলে অক্টেভিয়ান এ্যাণ্টনিকে বললেন, 'আর দেরি কেন? সব ব্যবস্থা করে ফেলা যাক।'

এ্যাণ্টনি একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কিসের ব্যবস্থা? কি করতে চাইছ!'

'কেন, ঐ যে উইলে লেখা আছে, প্রত্যেকটি রোমীয় প্রজাকে নগদ পঁচাত্তরটি করে টাকা দিতে হবে…'

এ্যাণ্টনি দুচোখ কপালে তুলে বললেন, 'প্রত্যেকটি লোককে গুণে গুণে পঁচাত্তরটি টাকা! মুখের কথা? অত টাকা কোথায় পাবে?'

'টাকা আপনার কাছেই আছে। ও গুলো দিলেই হবে।'

এ্যাণ্টনির চোখদুটি একবার দপ করে জ্বলে উঠেই নিভে গেল। তার পরেই তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন···অক্টেভিয়ানের পিঠ চাপড়ে বললেন, 'ছেলেমানুষ তো, একেবারে বাচ্চা! উইলে কি আছে, না আছে, ঐ নিয়ে এইটুকু মাথায় এত ভাবলে কি চলে, না তাতে স্বাস্থ্য ভালো থাকে! যাক গে, এ সব আজেবাজে চিন্তা করে তোমাকে আর মন খারাপ করতে হবে না, ও সব ভাববার অন্য লোক আছে···'

'জুলিয়াস সিজারের যাবতীয় সম্পত্তি টাকা-পয়সা আমার চাই, আমিই তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী···'অক্টেভিয়ানের মুখ কঠিন, গম্ভীর।

এ্যাণ্টনি বুঝলেন অক্টেভিয়ান অনেক গভীর জলে বুদ্ধি খেলাচ্ছেন। শৌর্যে বীর্যে বুদ্ধিতে অক্টেভিয়ান একেবারে জাত্-গোখ্রো। জুলিয়াস সিজার কি আর সাধে এমন ছেলেকে রোমরাজ্যের ভার দিয়ে গেছেন!

এ্যাণ্টনি আরও বুঝলেন যে, অক্টেভিয়ান ফণা তুলেই রোমে এসেছেন, কারও কাছ থেকে এতটুকু বিরোধিতা দেখলেই তিনি ছোবল মারতে কসুর করবেন না।

এ্যাণ্টনিও তৈরী হলেন! ব্রুটাসের বিরুদ্ধে জনতাকে ক্ষেপানো সহজ ছিল, কিন্তু অক্টেভিয়ান যে পথ, যে নীতি নিয়েছেন—তাতে আবেগের কোন স্থান নেই···।

'ঠিক আছে', এ্যাণ্টনি মনে মনে বললেন, 'দেখি তুমি কতবড় বাপের বেটা, আমার সঙ্গে প্যাঁচ খেলে তোমার কোন সুবিধে হয় কিনা। আমিও মার্ক এ্যাণ্টনি, আমিও একদিন জুলিয়াস সিজারের ডান হাত ছিলাম। নিক্তির ওজনে আমি নিশ্চয় তোমার চাইতে হালকা হব না···'

অসমবয়সী তুই ব্যক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হল।

অক্টেভিয়ান ট্রিবিউন পদপ্রার্থী হলেন। সব চাইতে বেশী বাধা এল এ্যাণ্টনির কাছ থেকে। শুধু তাই নয়, এ্যাণ্টনি স্পষ্টই বললেন, জনসাধারণের মন ভিজিয়ে তাদের সমর্থন লাভের জন্য অক্টেভিয়ান যদি কোন বাড়াবাড়ি দেখায়—তা হলে ফল ভালো হবে না···

'মনে থাকে যেন', দাঁতে দাঁত ঘষে এ্যাণ্টনি বললেন, 'তাহলে তোমাকে আমি জেলে পাঠাব···সেখানে তোমাকে পচিয়ে পচিয়ে মারব···'

অক্টোভিয়ান স্থিরমস্তিষ্কে এ্যাণ্টনিব এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন, তার পরেই যেখানে যিনি এ্যাণ্টনির বিরোধী ছিলেন প্রত্যেকের কাছে বন্ধুত্বের আবেদন জানালেন, সাড়াও পেলেন।

সব চাইতে আগে এগিয়ে এলেন সিসেরো, তখনকার রোমে যাঁর প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়েছিল। এঁদেরই সমবেত চেষ্টায় অক্টেভিয়ান সেনেটে নির্বাচিত হলেন। নির্বাচিত হয়ে জনসাধারণের সহযোগিতার জন্য তাদের উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান জানালেন, আহ্বান করলেন সৈন্যদের। অক্টেভিয়ান নিজের চারদিকে সুন্দর এক ব্যূহ তৈরি করে ফেললেন।

এ্যাণ্টনি প্রমাদ গুণলেন। তিনি বুঝলেন, অক্টেভিয়ানকে চটানো মোটেই রাজনীতিসুলভ হয়নি। ছেলেমানুষ ভেবে যাকে তিনি নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবেন ঠিক করেছিলেন, সেই যে উল্টে এ্যাণ্টনির নাকে দড়ি লাগাবে একথা কি তিনি কখনও কল্পনা করতে পেরেছিলেন! যাক গে, কি আর করা যাবে? এখন তো একটু সামলে নেওয়া যাক!

এ্যাণ্টনি রোমে শাসনপরিষদের একটা সভা আহ্বান করলেন। তাতে আমন্ত্রিত-প্রধান হয়ে এলেন অক্টেভিয়ান। সকলের সামনে এ্যাণ্টনি ও অক্টেভিয়ানের মধ্যে কথাবার্তা হল,—আলোচনার মূল

লক্ষ্য ছিল দুইপক্ষকেই মানিয়ে নেওয়া। ঝগড়া বাড়ালেই বাড়বে। তিক্ততা সৃষ্টি করায় কোন কৃতিত্ব নেই।

এ্যাণ্টনি রাজী হলেন, অক্টেভিয়ানও আপত্তি করলেন না। দুজন দুজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন, তাঁদের সৌহার্দ্যের করমর্দনে উপস্থিত সকলে খুশি হলেন…।

এ্যাণ্টনি বাড়ি ফিরে এলেন, মনে মনে একটু নিশ্চিন্তই হয়েছেন। অনেকদিন পরে একটু আরামের নিশ্বাস ফেলে শুয়ে পড়লেন। ঘুম এলো…হঠাৎ ধড়মড় করে এ্যাণ্টনি লাফিয়ে উঠলেন। মানুষ এত বিশ্রী স্বপ্নও দেখে! এ্যাণ্টনি স্বপ্নে দেখেন কিনা তাঁর ডান হাতে বাজ পড়েছে, হাতখানা অসাড় অচল হয়ে গেছে!

কয়েকদিন পরেই একটা গোপন খবরে এ্যাণ্টনি শিউরে উঠলেন, কী সর্বনাশ! অক্টেভিয়ান তাঁকে মেরে ফেলবার যোগাড করছে! তাই সেদিন সভায় অত হাত নাড়াবার ঘটা! এ্যাণ্টনি তো জানেন অক্টেভিয়ান একবার যে কাজ করবেন বলে ঠিক করেন সে কাজে তিনি কখনও ব্যর্থ হন না।

এ্যাণ্টনি বুঝলেন, আর জোড়াতালি দিয়ে চলবে না, দুজনের মধ্যে অমিলের ফাটল অনেক বড় হয়ে গেছে, শাণানো অস্ত্র ছাড়া এই সমস্যার সমাধান হবে না…।

দুই পক্ষই যুদ্ধ ঘোষণা করল, যুদ্ধ আরম্ভ হল, শেষও হল। যুদ্ধের ফল দেখে সবাই বিস্মিত। মডেনার যুদ্ধে অক্টেভিয়ান কিনা পরাজিত করলেন এ্যাণ্টনিকে, অপরাজেয় এ্যাণ্টনিকে! তিনি তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন!

এ্যাণ্টনি সত্যিই পালিয়ে গিয়েছিলেন। অভাব-অনটন দুঃখ-দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছে এ্যাণ্টনি পথ চলতে লাগলেন। লক্ষ্য—আল্পস পর্বত, যে করেই হোক আল্পস্ পর্বত লঙ্ঘন করতেই হবে।

নাগরিক জীবনে এ্যাণ্টনি ছিলেন উচ্ছল, বিলাসী, বিশৃঙ্খল। কিন্তু সৈনিক জীবনে, বিশেষ করে যখন দুর্দিনের আশঙ্কা নেমে

আসত, তখন—? এ্যাণ্টনি তখন হতেন স্থির, সদাশয়, কষ্টসহিষ্ণু। আল্পস্ পর্বতের দিকে যেতে গিয়ে এই সময় এ্যাণ্টনি যেভাবে সৈনিকদের দুর্দশা, পীড়া ও নিদারুণ অভাবকে সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছিলেন যে, সত্যি মনে হয়, সৈনিক-পরিচালক সেনাপতিকে এমন মহৎ প্রাণই হতে হয়।

সৈনিকদের সঙ্গে এমনিতেই এ্যাণ্টনির অত্যন্ত মেলামেশা ছিল, বন্ধুত্ব ছিল। সেনাপতি হয়েও তাদের সঙ্গে বসে হৈ-হুল্লোড়, খাওয়া-দাওয়ায় তিনি পরম উৎসাহী ছিলেন। কারো নিষেধে বা সমালোচনায় তিনি কখনও কান দেননি।

মডেনার যুদ্ধের পর পলায়মান সৈনিকদের জীবনে এ্যাণ্টনি যেন আরও আন্তরিক হলেন, আরও কাছে এগিয়ে এলেন। সেই দুঃসময়ে এ্যাণ্টনি সৈন্যদের সঙ্গে বসে একসঙ্গে পান করেছেন দূষিত জল, খেয়েছেন বুনো ফলমূল, এমন কি বুনো গাছের বাকল পর্যন্ত।

এ্যাণ্টনির আল্পস্ পর্বত পার হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল পর্বতের ওপাশে সসৈন্যে বিরাজমান সেনাপতি লেপিডাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা।

অনেক দিনের অযত্নবর্ধিত লম্বা লম্বা চুল ও দাড়িভর্তি মুখ নিয়ে কৃষ্ণ আচ্ছাদনে নিজেকে আবৃত করে রাতের অন্ধকারে এ্যাণ্টনি যখন লেপিডাসের সঙ্গে দেখা করলেন, তখন লেপিডাস তাঁকে কোন সাহায্য করা দূরে থাক, তাঁকে সরিয়েই ফেলতে চাইলেন। কিন্তু এ্যাণ্টনী তাঁর অপূর্ব বাচনভঙ্গির সাহায্যে বক্তৃতা দিয়ে নিজের অবস্থা বুঝিয়ে লেপিডাসের সেনাবাহিনীকে এমন মুগ্ধ করে ফেললেন যে, দেখা গেল, লেপিডাসের সৈন্যরা নিজেদের সেনাপতিকে ছেড়ে দিয়ে এ্যাণ্টনি পক্ষে যুদ্ধ করার জন্যই অস্থির।

লেপিডাস আর কি করেন, সৈন্যদের ব্যাপারস্যাপার দেখে বলতে গেলে, এ্যাণ্টনির কাছে আত্মসমর্পণই করলেন। তবে এ্যাণ্টনি লেপিডাসকে কোন শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, বরঞ্চ তাঁকে আরও সম্মানই দেখালেন—সৈন্যবাহিনীর একেবারে মাথায় তাঁকে

রাখলেন। তবে প্রকৃতপক্ষে লেপিডাসের শিবিরের যাবতীয় কর্তৃত্ব যে এ্যান্টনিরই হাতে এটা সকলেই বুঝতে পারলেন।

এ্যান্টনি এইবার দলেবলে বেশ ভারী হয়ে আবার আল্পস্ পর্বত পার হয়ে ইটালিতে এলেন, এসে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন…'কই হে অক্টেভিয়ান, এবার এস, এক হাত হয়ে যাক… !'

অক্টেভিয়ান লক্ষ্য করলেন সব কিছু, এ্যান্টনির তোড়জোড়ও দেখলেন। কিন্তু তখন আবার হাওয়া উল্টোদিকে বইতে শুরু করেছে যে! এ্যান্টনির সঙ্গে তো এখন ঝগড়া-বিবাদ করলে চলবে না। এখন দুজনে মিলে যে আরেক জনকে বধ করতে হবে। তার নাম টিলিয়াস সিসেরো—যেমন বাগ্মী, তেমনি পণ্ডিত—দর্শন, বিজ্ঞান, আইন ও অলঙ্কার শাস্ত্রে তেমনি অদ্ভুত ব্যুৎপত্তি। অক্টেভিয়ানকে সাহায্য করার জন্য এই সিসেরোই তো সবার আগে এগিয়ে এসেছিলেন। রাজনীতিতে সিসেরো এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিলেন, রোমের কনসাল পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন, রেপাবলিক মতে বিশ্বাসী ছিলেন।

যেহেতু সিসেরো সাধারণ ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন, সেহেতু রোমের অভিজাতরা পছন্দ করত না, সেনেটেরও একনিষ্ঠ সমর্থন তিনি কোন দিন লাভ করেননি। সিসেরো তাঁর রাজনৈতিক জীবনে বহু ঝড়ঝঞ্ঝা ভোগ করেছেন, নির্বাসিত হয়েছেন, সম্পত্তি হারিয়েছেন।

সিসেরোর সব চাইতে সার্থকতা রাজনীতিতে ততটা নয়, যতটা তাঁর রচনায়, তাঁর বক্তৃতায়। তাঁর রচনাসম্ভার সাহিত্য, দর্শন চরিত্র বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক ঘটনায় চিরসমৃদ্ধ।

পম্পে ও সিজারের দ্বন্দ্বে সিসেরো পম্পেকে সমর্থন করেছিলেন। সিজারের একনায়কত্বের শাসনকালে তিনি নিজেকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন, আর সেই সময়টাতে তিনি নিজেকে পুরোপুরি লেখার কাজে লাগিয়েছিলেন।

জুলিয়াস সিজারের হত্যাকাণ্ডের পর সিসেরো আবার রাজনীতিতে নাম লেখালেন, রেপাবলিক দলের নেতা হলেন, আর

অত্যন্ত বিশ্বাস করে আস্থা স্থাপন করলেন অক্টেভিয়ান সিজারের ওপর। অক্টেভিয়ানের ছেলেমানুষ বয়স, উৎসাহ-উদ্দীপনার চেহারা দেখে স্নেহে-ভরসায় সিসেরোর মন ভরে উঠল—রোমের রেপাবলিক দীর্ঘজীবী হোক, দীর্ঘায়ু হোন অক্টেভিয়ান।

অক্টেভিয়ানও সিসেরোকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁর কার্যনীতির ওপর নির্ভর করেন। সিসেরো এবার ধনেপ্রাণে ভরসা পেয়েছেন, সিসেরো স্বপ্ন দেখেছিলেন, অক্টেভিয়ান দেবতা জুপিটারের বরপুত্র। জুপিটার স্বপ্নেই বলেছিলেন—এই যুবক যখন রোমের অধিকর্তা হবে, তখন নাকি সব গৃহবিবাদের অবসান হবে···

আসলে সিসেরো একেবারে পছন্দ করতেন না মার্ক এ্যাণ্টনিকে। এ্যাণ্টনির বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর জন্য যে শক্তিশালী হাতিয়ারটির দরকার ছিল, সিসেরো অক্টোভিয়ানের মধ্যে তাই খুঁজে পেয়েছিলেন।

এ্যাণ্টনির চালচলন, কথাবার্তা, তাঁর রাজনীতিক মতবাদ নিয়ে সিসেরো তীব্র তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে যে চৌদ্দটি বক্তৃতা রচনা করেছিলেন, সেইসব একসঙ্গে করে নামকরণ হয়েছিল 'ফিলিপিক্স্'। আলেকজাণ্ডারের পিতা ম্যাসিডনাধিপতি ফিলিপের বিরুদ্ধে যেমন প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্‌থেনিস্ বক্তৃতার মাধ্যমে সমালোচনা করতেন, ঠিক সেই নীতি অনুযায়ী সিসেরো যখনই সুযোগ পেতেন তখনই এ্যাণ্টনির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, বক্তৃতা রচনা করেছেন।

এ-হেন এ্যাণ্টনির বিরুদ্ধে যখন অক্টেভিয়ান দাঁড়ালেন, তখন তাঁকে সেনেট, সভাসমিতি—সব জায়গায় সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সিসেরো নিজের যা কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি সব কাজে লাগিয়েছিলেন, অক্টেভিয়ানকে উঁচুতে উঠতে আন্তরিকতার সঙ্গে সাহায্য করেছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ সিসেরো লক্ষ্য করলেন···সব মিথ্যে, সব ছলনা··· তিনি ভীষণ ঠকেছেন—ঠকিয়েছেন প্রিয় অক্টেভিয়ান। সিসেরোকে

যতদিন কাজে লেগেছে অক্টেভিয়ান তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। নিজেকে ক্ষমতায় খানিকটা সুদৃঢ় করবার পর অক্টেভিয়ান দেখলেন সিসেরোকে আর দরকার নেই; এখন দরকার এ্যান্টনি ও লেপিডাসকে।

সিসেরো অবাকবিস্ময়ে দেখলেন অক্টেভিয়ান, এ্যান্টনি ও লেপিডাস কেমন সুন্দরভাবে সম্পত্তি ভাগ করার মতো রোম সাম্রাজ্যকে ভাগ করে নিলেন—রেপাবলিক মতের সমাধি দিতে উদ্যত হলেন।

সিসেরো দুঃখ পেলেন, আবার ভয়ও পেলেন—প্রাণের ভয়। ওঁরা তিনজনে মিলে, যাদের মেরে ফেলতে হবে তাদের নামের যে দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেছিলেন, তারমধ্যে সিসেরোর নামটা ছিল সকলের আগে। অক্টোভিয়ান নাকি প্রথমটায় সিসেরোকে হত্যা করবার প্রস্তাবে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু পরে মত দিয়েছিলেন।

সিসেরোর কানে একথা পৌঁছালো। বৃদ্ধ সিসেরো প্রাণটুকু রক্ষা করবার জন্য একবার এখান, একবার ওখান করতে লাগলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছু পিছু ধাওয়া করে হত্যাকারীরা তাঁকে ধরে ফেললই।

চৌষট্টি বছর বয়সে সিসেরো নিহত হলেন। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ থেকে মাথাটি কেটে নেওয়া হয়েছিল, আর এ্যান্টনির আদেশে কেটে নেওয়া হয়েছিল ডান হাতখানা। কারণ ঐ হাত দিয়েই তো সিসেরো তাঁর 'ফিলিপিক্স্' লিখেছিলেন, এ্যান্টনির বিরুদ্ধে বিষ ঢেলেছিলেন।

কাটা মুণ্ড আর হাতখানা রোমের রোস্ট্রাম বা বক্তৃতামঞ্চে পেরেক দিয়ে টাঙিয়ে লোকদের দেখানো হল···সবাই দেখ, কর্তার বিরুদ্ধে গেলে কী দশা হয়, তাকিয়ে দেখ।

এ্যাণ্টনি, লেপিডাস ও অক্টেভিয়ান একসঙ্গে রোমের শাসনভার নিলেন। তাঁদের তিনজনকে নিয়ে হল 'ট্রায়ামভারেট' (Triumverate)।

এঁদের একসঙ্গে হওয়ার কারণ ছিল। কারণ ইতিমধ্যে খবর এসেছিল, ম্যাসিডনে ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস বহু সৈন্য সাজিয়েছেন। রোমের ত্রিমূর্তি যেন মনে না করেন যে, ব্রুটাস তাঁর দাবি ছেড়ে দেবেন, অথবা ক্যাসিয়াস নীরবে নিভৃতে তাঁর শেষ জীবনটুকু কাটিয়ে যাবেন। তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। এ্যাণ্টনি, অক্টেভিয়ান, লেপিডাসও নিশ্চয়ই ভয় পেয়ে চুপ করে থাকবেন না।

এই যুদ্ধে অক্টেভিয়ানের প্রধান ভরসা ছিলেন এ্যাণ্টনি। এ্যাণ্টনি বয়সে বড়, বীরত্ব ও অভিজ্ঞতাতেও বড়। এ্যাণ্টনি ও অক্টেভিয়ান সৈন্যবাহিনী নিয়ে ফিলিপ্পি অভিমুখে চললেন—যুদ্ধক্ষেত্র সেখানেই।

ওদিকে ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস সার্ডিসে তাঁবু খাটিয়েছেন। সেখানে টাকা-পয়সা নিয়ে দুজনে খুব খানিকটা ঝগড়া হয়ে গেল, তারপর আসন্ন বিপদের কথা ভেবে দুজনের আবার মিলও হল।

···সার্ডিসে ব্রুটাসের তাঁবু। রাত্রি গভীর। ব্রুটাসের ঘুম আসছে না। আজকাল কি যেন হয়েছে। রাত্রির আহারের পর মাত্র কিছুক্ষণের জন্য চোখদুটো জড়িয়ে আসে। তারপর সারারাত জেগে থাকা আর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মাথা গরম হয়ে যাওয়া···

'কে তুমি···? হঠাৎ ব্রুটাস ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন·· ব্রুটাসের দৃষ্টি কি ক্ষীণ হয়ে গেছে? বাতিটা কি নিভে আসছে? কে এই ছায়া মূর্তি? বিকট ছায়া···ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে আসছে!

How ill this taper burns! Ha! Who Comes here?
I think it is the weakness of mine eyes
That shapes this monstrous Apparition.
It comes upon me. Art thou anything?
Art thou some god, some angel, or some devil,
That mak'st my blood cold and my hair to stare?
Speak to me what thou art.

শেক্সপীয়রের ব্রুটাস শঙ্কায় বিস্ময়ে বলে উঠলেন—কে তুমি? তুমি কি সত্যিই কিছু? তুমি কি দেবতা? দেবদূত, না দানব? আমার রক্ত হিম হয়ে আসছে, মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। কে তুমি··· ?

ছায়ামূর্তি উত্তর দিল···'তোমার বৈরী প্রেতাত্মা, ব্রুটাস···'

'তুমি এখানে কেন··· ?'

'তোমাকে বলতে এসেছি···ফিলিপ্পিতে আমাদের দেখা হবে··'

'তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে?' ব্রুটাস জিজ্ঞাসা করেন।

'ফিলিপ্পিতেই দেখা হবে।'

'বেশ, সেখানেই দেখা হবে···'

ছায়ামূর্তি অদৃশ্য হযে গেল। জুলিয়াস সিজারের অশান্ত প্রেতাত্মা প্রতিশোধ নেবে, আগে থেকে জানিয়ে দিয়ে গেল ব্রুটাসকে···Thou shalt see me at Philippi···

ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস সসৈন্যে ফিলিপ্পি অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন।

এ্যাণ্টনি ও অক্টেভিয়ানও নাকি অপরদিকে প্রস্তুত হযে আছেন। দুই পক্ষই উড়িয়েছে যুদ্ধের নিশান—রক্তরাঙা পতাকা। দুন্দুভিধ্বনির সঙ্গে মিশে গেছে রণোন্মাদ সৈন্যের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার, অশ্বের হ্রেষা-রব, সৈন্যাধ্যক্ষদের দৃঢ় আদেশ··· ।

একদিকে এসে দাঁড়ালেন ব্রুটাস-ক্যাসিয়াস, অপর দিকে দেখা দিলেন এ্যাণ্টনি-অক্টেভিয়ান···

অক্টেভিয়ান চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে এই আমার তরবারি; যতক্ষণ না জুলিয়াস সিজারের তেত্রিশটি আঘাতের প্রতিশোধ নিতে পারি ততক্ষণ এই তরবারি এমনি খোলাই থাকবে··· ।'

ফিলিপ্পিতে যুদ্ধ আরম্ভ হল। যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রুটাসের আক্রমণের ধাক্কায় অক্টেভিয়ান নাজেহাল হয়ে পড়লেন, ব্রুটাসের সামনে দাঁড়াতে পারলেন না, যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে দিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন।

অন্যদিকে কিন্তু উল্টো ফল হল। এ্যান্টনির কাছে ক্যাসিয়াস শোচনীয়ভাবে পরিজিত হলেন। তিনি নতমুখে ফিরে এলেন নিজের শিবিরে।

কিছুক্ষণ পরে ক্যাসিয়াস তাঁর সঙ্গী অনুচর পিণ্ডারাসকে ডাকলেন। পিণ্ডারাস শিবিরে ঢুকে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্যাসিয়াস নিজের গায়ের ঢিলে জামাটা মাথার ওপরে তুলে দিয়ে অনাবৃত ঘাড়টি এগিয়ে দিলেন, পিণ্ডারাসকে বললেন···'আমি শত্রুর হাতে লাঞ্ছিত হতে চাই না, তুমি আমাকে তরবারি দিয়ে আঘাত কর···আমার প্রাণ নিয়ে আমাকে বাঁচাও···'

সেদিন পিণ্ডারাসের আঘাতে ক্যাসিয়াসের দেহ থেকে মাথা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল··

ব্রুটাস ক্যাসিয়াসের মৃত্যুসংবাদ শুনে দুঃখের কান্নায় ভেঙে পড়লেন—শেষ মহাপ্রাণ রোমান চলে গেল···

ব্রুটাসের ভবিষ্যতের ওপর ম্লান ছায়ার ভারী পর্দা নেমে এল।

মানসিক বলে বলীয়ান ব্রুটাস তবু সৈন্যবাহিনীকে আরও ভালো করে সাজালেন, তাদের নানা উৎসাহ দিলেন। পুরস্কারের লোভ দেখালেন···

কিন্তু সব বৃথা, সব ব্যর্থ হল। এ্যান্টনির কাছে ব্রুটাস পারলেন না, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনিও পরাজিত হলেন। ব্রুটাস বুঝতে পারলেন তাঁর আধিপত্য আশা আকাঙ্ক্ষা চুরমার হয়ে ভেঙে পড়েছে, তাঁর জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে। জুলিয়াস সিজারের প্রেতাত্মা প্রতিশোধের জন্য তাঁর পিছু পিছু কালো ছায়া বিস্তার করে

চলেছে···তাকে সার্ডিসে দেখা গেছে, আবার দেখা গেছে যুদ্ধে পরাজয়ের ঠিক আগের দিন রাত্রিতে—ফিলিপ্পির শিবিরে···

'Thou shalt see me at Philippi···'

ব্রুটাস স্পষ্টই বুঝলেন, মহাকালের ডাক এসে গেছে।

পরাজয়ের লাঞ্ছনা নিয়ে অন্তত মার্ক্ ব্রুটাস বেঁচে থাকতে পারেন না।

ব্রুটাস বন্ধু ভলম্‌নিয়সকে ডাকলেন, তাঁকে বললেন, 'তুমি এই তরবারিখানা ধর···আমাকে বাঁচাও।' ভলম্‌নিয়স মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন।

ব্রুটাসের কানে ভেসে এল শত্রুপক্ষের রণদুন্দুভি, তাদের জয়োল্লাস···আর দেরি নয়।

ব্রুটাস এবার ডেকে পাঠালেন অনুচর স্ট্র্যাটোকে, তাকেও অনুরোধ করলেন ··'এই তরবারিখানা সোজা করে ধর···'

স্ট্র্যাটো প্রভুর কথা অমান্য করল না, তবে তার আগে প্রভুর সঙ্গে করমর্দন করল, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাল, তারপর তীক্ষ্ণ মুখ তরবারিখানা এগিয়ে দিল। ব্রুটাস ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই তরবারিতে আমূল বিদ্ধ করলেন নিজের বক্ষোদেশ—ব্রুটাস আত্মহত্যা করলেন, ব্রুটাস নিজের সম্মানকে রক্ষা করলেন।

যুদ্ধে জয়লাভের পর এ্যান্টনি ব্রুটাসের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ দেখলেন, বললেন, 'অনেক দিনের মনের ইচ্ছে পূর্ণ হল, ব্রুটাস। তুমি আমার ভাইকে মেরেছ, হত্যা করেছ জুলিয়াস সিজারকে। আজ তার প্রতিশোধ হল। এখন তোমার ওপর আমার আর কোন বিদ্বেষ নেই। তোমাকে আমি অসম্মান করব না···।'

মাথা নীচু করে এ্যান্টনি কিছুক্ষণ নীরব শ্রদ্ধা জানালেন, তারপর শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে ব্রুটাসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করলেন। এক মূল্যবান রক্তবর্ণ সম্মানবস্ত্র দিয়ে ব্রুটাসের দেহ আচ্ছাদন করা হল। একটি লোক আবার এই আচ্ছাদন বস্ত্রটি সম্বন্ধে এত লুব্ধ হয়েছিল যে, সে এটি চুরি করে নিল। অনুসন্ধানে লোকটি ধরা

পড়ল, এ্যাণ্টনির আদেশে তার প্রাণদণ্ড হল। ব্রুটাসকে অসম্মান করার শাস্তি একমাত্র মৃত্যু, তার চাইতে কম কিছু নয়।

ব্রুটাসের চিতাভস্মের কিছুটা পাঠিয়ে দেওয়া হল মা সার্ভিলিয়ার কাছে।

ফিলিপ্পির যুদ্ধে এত বড় জয়ের কৃতিত্ব প্রধানত এ্যাণ্টনিরই প্রাপ্য। কেন না প্রথম দিকের যুদ্ধে অক্টেভিয়ান পরাজিত হয়েছিলেন, শেষের দিকে, ব্রুটাসের সঙ্গে যুদ্ধ যখন চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন অক্টেভিয়ান ছিলেন অসুস্থ। তাই যুদ্ধের সমস্ত তীব্রতা, দায়-দায়িত্ব এসে পড়েছিল এ্যাণ্টনির ওপর।

এ্যাণ্টনির রণনৈপুণ্যের মস্ত বড় প্রমাণ ফিলিপ্পির যুদ্ধ এবং ইতিহাসের রাজনীতি থেকে ক্যাসিয়াস ও ব্রুটাসের বিদায়।

মার্ক এ্যাণ্টনি, অক্টেভিয়ান আর লেপিডাস—এরা রোম সাম্রাজ্যকে নিজেদের মধ্যে তিনটি শাসনতান্ত্রিক ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। অক্টেভিয়ান পেয়েছিলেন রোম ও পশ্চিমাঞ্চল, এ্যাণ্টনি পূর্বাঞ্চল—এশীয় সাম্রাজ্য, আর লেপিডাসের ভাগে পড়েছিল কার্থেজীয় অঞ্চল।

অক্টেভিয়ান সিজার তখন একটু সুস্থ হয়েছেন, তিনি ফিরে গেলেন রোমে। এ্যাণ্টনি এলেন গ্রীসে, সেখান থেকে যাবেন এশিয়ায়—পূর্বাঞ্চলে।

এখন কত কাজ! যদিও এ্যাণ্টনি, অক্টেভিয়ান ও লেপিডাস এই তিনজনেই রোমের শাসনক্ষেত্রে 'ট্রায়ামভারেট', তবু বয়েস ও অভিজ্ঞতায় এ্যাণ্টনিই তো সব চাইতে বড়! কাজেই রাজ্য চালানোর প্রধান দায়িত্ব তাঁর। রাজ্যচালানো—বিশেষ করে জুলিয়াস সিজারের হত্যাকাণ্ড ও ফিলিপ্পির মতো এত বড় একটা গৃহযুদ্ধের পর—খুব সোজা ব্যাপার ছিল না। যেমন বুদ্ধি আর

ধৈর্যের দরকার, তেমনি দরকার টাকার। টাকার দরকারটাই সবচাইতে বেশী···টাকা চাই, অনেক টাকা। প্রাচ্য অঞ্চলে এ্যান্টনির সফর প্রধানত ঐ উদ্দেশ্যেই।

অবশ্য সিজারের মৃত্যুর পরেই এ্যান্টনি অনেক টাকার কর্তৃত্ব পেয়েছিলেন। রোমের রাজভাণ্ডার তাঁর হাতের মুঠোয় এসে গিয়েছিল। এ ছাড়া এ্যান্টনির সঙ্গী, পার্শ্বচরেরা যতটা পেরেছিল, রাজ্যের বিধবা আর নাবালকদের সম্পত্তি, টাকা-পয়সা কৌশলে, ছলেবলে কেড়ে নিয়েছিল, বেশী করে ট্যাক্স বসিয়েছিল, প্রজা-সাধারণদের শোষণ করেছিল।

এই ব্যাপারে এ্যান্টনি যে সবসময়ে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিলেন, তা নয়। এ্যান্টনির জন্মগত দোষ ছিল, কামনার আবেগে বুদ্ধি বিবেচনা সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করা। এই জীবনে টাকার প্রয়োজনটাই সব চাইতে বেশী। সুতরাং এ্যান্টনি দুহাত ভরে টাকা নিতে পারলেই খুশি থাকতেন, তলিয়ে দেখতেন না—টাকার উৎসটা কি, বা কারা।

সব চাইতে সর্বনাশের ব্যাপার হল, যখন এ্যান্টনির চাটুকার সঙ্গী-সাথীরা রোমের 'ভেস্টা' দেবীর মন্দির থেকে বহু লোকের গচ্ছিত ধনরত্ন লুটে নিতে লাগল, ধর্মের মান রক্ষা করা প্রয়োজন মনে করল না।

এ্যান্টনি যুদ্ধক্ষেত্রে অদ্ভুত মনোবল ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, নিপুণ শক্তিতে যুদ্ধ চালিয়েছেন, আদর্শ মহত্ত্ব দেখিয়ে সৈনিকদের সঙ্গে বন্ধুভাবে দুর্গমপথে চলেছেন, রাজ্যের ঘোর বিপদে অপরিহায নেতৃত্ব নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু এ সবের বাইরে এ্যান্টনি ছিলেন একেবারে এক বিপরীত স্বভাবের মানুষ। কাজের দায়িত্ব একটু হালকা হয়ে গেলেই জীবনদর্শনেও তিনি হতেন হালকা, চটুল, লোভী, চাটুবাদে বিশ্বাসী এক অন্য ধরনের জীব—একেবারে চার্বাক পন্থী "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ"···যত দিন বাঁচবে সুখ করে নাও। এ্যান্টনি সুখ শব্দটি স্থুল অর্থেই

ব্যবহার করতেন। তাই তাঁর এই জীবনটাও ছিল স্থূল, অমার্জিত, অপরিশোধিত।

এ্যান্টনির এই চারিত্রিক স্থূলতা অক্টেভিয়ানের কাছে অজানা ছিল না। মনে মনে হেসে স্থৈর্য ও ধৈর্যের প্রতীক অক্টেভিয়ান তাই অতি ধীরে ধীরে নিজের রাস্তা পরিষ্কার করতে লাগলেন। তাই অক্টেভিয়ান যখন রোমে বসে বিদ্রোহ, আত্মকলহ, বিশৃঙ্খলা দমন করে ভবিষ্যৎ-সম্রাট অগাস্টাস সিজারের আসন পাতছিলেন, তখন এ্যান্টনি নায়কের মতোই ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন প্রাচ্যের দেশ দেশান্তরে, একরাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে।

রোমের নামে তখন সবাই ভীত। সেই রোমের অন্যতম প্রতিনিধি এ্যান্টনি। যেমন রূপ, তেমনি প্রতাপ। রাজারা এগিয়ে এলেন, এ্যান্টনির নির্দেশে সীমাসংখ্যাহীন টাকার রাশি জলের মতো গড়িয়ে এল এ্যান্টনির খাস ভাণ্ডারে। কোথা থেকে টাকা আসছে, কার রুটিতে কতটা টান পড়ছে—এ্যান্টনির ভাববার সময় নেই। শুধু সবাইকে তাঁর আদেশ শিরোধার্য করতে হবে, তাঁকে খুশি করতে হবে, টাকা দিয়ে দিয়ে তাঁর মনকে সারাক্ষণ ভিজিয়ে রাখতে হবে—তবেই আখেরে যা কিছু সুবিধে। তাই রাজ-রাজড়ারা ভেটের পর ভেট, উপহারের পর উপহার পূজো দিতে লাগলেন এ্যান্টনির পায়ে।

আর তাঁদের রাণীরা?

স্বর্গের রাজা শচীপতির মতোই চেহারা এ্যান্টনির। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, প্রসন্ন ললাট, দীর্ঘায়ত ধারালো দুটি চোখ, সোনালি কোঁকড়া চুল, সুঠাম মুখশ্রী। এ্যান্টনি ইতিহাসের নায়ক, নাটক-উপন্যাসের নায়ক। এ্যান্টনি রূপসীর কাম্য সর্বকালের নায়ক। পরিধানে অতি হ্রস্ব পোষাক, গায়ে ঢিলে জামা, কটিদেশে প্রশস্ত অসি। এ্যান্টনি জোরে জোরে পা ফেলতেন, উঁচু গলায় কথা বলতেন, জীবনরসে ভরপুর হয়ে আমোদ-আহ্লাদে তিনি মাতাল হতেন। মুগ্ধ লোক আঙুল দেখিয়ে বলত—ঐ যে হারকিউলিস…রক্ত-

মাংসের হারকিউলিস। রূপসী মেয়েরা এ্যাণ্টনির দিকে চোখ তুলে তাকাত, দেখত—তাঁর দেহের প্রতি রোমকূপে কামনার উচ্ছলতা, তাঁর চোখের তারায় আমন্ত্রণের ঝিলিক…

তাই প্রাচ্যের রাজারা যখন এলেন উপহারের থলি নিয়ে নত মস্তকে, তাঁদের রাণীরা এলেন রূপের ডালি নিয়ে উদ্ধত যৌবনে। যৌবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতলে তবে তো এ্যাণ্টনির কাছে যাওয়া…বহু সাধনালব্ধ তাঁর স্পর্শে ধন্য হওয়া…!

এ্যাণ্টনির তখন প্রতিটি রাতই আরব্য উপন্যাসের সহস্র-এক রজনী। সাকী আর সুরা, কামনা আর নেশা, ভোগ আর আরতি, অঙ্গ আর অনঙ্গ। নারীদেহের দুর্লভ সুষমায় এ্যাণ্টনির চোখ জ্বলে উঠত—জীবন তো শুধু ধারণ করবার জন্য নয়, ভোগ করার জন্যও তো বটে!

এ্যাণ্টনি আগের থেকেই জানতেন তাঁর এ প্রাচ্য সফরে যেমন টাকার স্রোত বইবে, তেমনি বইবে আনন্দের। তাই তিনি আসবার পথে ইটালি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন গাইয়ে, বাজিয়ে আর নাচিয়ের দল। নইলে যখন যে ছন্দে জীবনের সুর বাজবে, তখন সেই সুরে তালে লয়ে সহযোগিতা করবে কারা?

এ্যাণ্টনি তাঁর এই চপল তরল রূপের চরম দেখালেন যখন তিনি এফিসিউস রাজ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি তখন ব্যাকাস দেবতা বা ডিওনাইসস্—প্রাচীন হেলেনীয় জগতের সুরা দেবতা, সবুজ সতেজ উর্বরা শক্তির প্রতীক। বসুমতী ফলেফুলে ভরে ওঠেন এই দেবতারই প্রচণ্ড জীবনীশক্তির আশীর্বাদে।

এ্যাণ্টনির দেহে মনেও সেদিন ছিল এক বন্যপ্রকৃতির অনন্ত শ্যাম প্রাচুর্য। সমস্ত শহরটা তখন উৎসব-প্রাঙ্গণ। এ্যাণ্টনির অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে এসেছিল বহ্নিকুমারী তন্বীর দল। বিচিত্র তাদের অঙ্গ-সজ্জা, উচ্চকিত তাদের তনুদেহ।

উৎসবকে আরও উচ্ছল করেছিল তরুণ ও কিশোরবাহিনী—ফলে-ফুলে-পত্র-পল্লবে তাদের দেহসজ্জা, তাদের বর্শাফলকে

আইভিলতা, গন্ধমাতাল ফুলের মালা। কারো বা হাতে বাঁশী, কারও বা বীণা, তাতে সুরের ঝঙ্কার। এ্যাণ্টনির মনে সেদিন অনন্ত উদ্দামতা, তাঁর শক্তিলাঞ্ছিত অঙ্গে সেদিন যৌবনরঙ্গের উতরোল উৎসব···

সেনাপতি এ্যাণ্টনি, রোমসাম্রাজ্যের অন্যতম ভাগ্যবিধাতা এ্যাণ্টনি এফিসিউসে উচ্ছৃঙ্খলতার চরম দেখিয়েছিলেন। শুধু সুরা পান করেছিলেন, হুল্লোড়ের বান বইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নেশায় নিমীলিত চোখে সেদিন তাই ধরা পড়েনি জীবনের রূঢ় বাস্তব, তাই তিনি বেশ কিছুদিন ধরে ভুলে গিয়েছিলেন যে, জীবনে কর্তব্য আছে, বিবেচনা আছে—আছে প্রজাধর্ম, রাজ্যপালন। একদিকে বন্য উল্লাস, অন্যদিকে অর্থের জন্য প্রজাদের ওপর বর্বর অত্যাচার, তাদের হৃদয়বিদারক হাহাকার। অথচ এ্যাণ্টনির দৃষ্টি রুদ্ধ—রুদ্ধ করে রেখেছিল চাটুকার মোসাহেবের দল। তাদের কেবলই চাওয়া, আর এ্যাণ্টনির কেবলই দেওয়ার ফলে সেদিন কত লোক যে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল, সাতপুরুষের ভিটে থেকে উৎখাত হয়েছিল, তার ঠিক নেই।

দেশের যখন সর্বস্বান্ত অবস্থা, চারদিকে যখন অভাবের দুর্দশা, তখন জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে এগিয়ে এলেন হাইব্রীজ। তিনি সাহসে ভর করে এ্যাণ্টনিকে জানালেন, তাঁর নামটিকে পুঁজি করে তাঁর সঙ্গীসাথীরা কী ভাবে এশীয় রাজ্যগুলির সর্বনাশ করেছে, টাকা নিয়ে কি রকম ছিনিমিনি খেলেছে, চাটুবাক্যে সরল এ্যাণ্টনিকে মুগ্ধ করে ভুলিয়ে তারা দেশগুলিকে কি লাঞ্ছনাই না দিয়েছে!

···অনুতাপ ও দুঃখে এ্যাণ্টনির মন খান খান হয়ে গেল। প্রজাদের কাউকে তিনি দুঃখ দিতে চান না, অভাবের তাড়নায় প্রজাদের জর্জরিত করতে তাঁর মন চায় না। তবু তাঁকে ভুলিয়ে অন্ধ করে বন্ধুদের এ কী ব্যবহার!

এ্যাণ্টনি এবার স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন। আর হাসি নয়, উল্লাস

নয়—এবার শুধু কাজ, এবার শুধু কর্তব্য। তারই সঙ্গে আবার যুদ্ধ যাত্রা, দেশ জয়, রোমসাম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি, গৌরব বৃদ্ধি···

এ্যাণ্টনির হঠাৎ মনে পড়ল—নীলনদের তীরে মিশরের কথা।

মিশর···রোমের শস্যভাণ্ডার। মিশর খেতে দেবে, মিশর টাকা দেবে। অনেক বার দিয়েছে। আবার দেবে···

এ্যাণ্টনি মিশরের কাছে কৈফেয়ত চেয়ে পাঠালেন, কিছুদিন আগে মিশর যে অন্যায় করেছে, অপরাধ করেছে—তার কৈফেয়ত।

এ্যাণ্টনির মুখে একটু বাঁকা হাসি খেলে গেল, মনে মনে কেমন যেন একটু মজাও পেলেন।

কি যেন নাম রাণীর? ক্লিয়োপেট্রা! মোহিনী ক্লিয়োপেট্রা! শ্রদ্ধেয় জুলিয়াস সিজার, জ্ঞানী জুলিয়াস সিজার, বহুরণে বিজয়ী জুলিয়াস সিজার, জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত এই ক্লিয়োপেট্রার প্রেমেই তো ডুবেছিলেন!

বেচারী রাণী! কোথায় উঠবেন ভেবেছিলেন, কত উঁচুতে রোমের সিংহাসন, আর কোথা থেকে কি হয়ে গেল। তাঁকে আবার কিনা ফিরে যেতে হল নিজের ঐ এক টুকরো রাজ্য মিশরে!

এ্যাণ্টনির মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। ক্লিয়োপেট্রা এখন আর রোমের কেউ নন, এখন তিনি শুধু মিশরের রাণী, রোম সাম্রাজ্যের অনুগ্রহ প্রত্যাশী এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের রাণী। মার্ক এ্যাণ্টনির মতো পুরুষসিংহ, রোমীয় প্রধান—ক্লিয়োপেট্রার মতো রাণীকে পরোয়া করেন না।

ক্লিয়োপেট্রাকে ডেকে পাঠাতে হবে, এখানে এসে নিজের মুখে তিনি তাঁর অপরাধ স্খালন করে যান।

ক্লিয়োপেট্রা তখন কি করছিলেন?

এতদিন কি করেছেন?

সেই যে দু'বছর আগে রোমে ১৫ই মার্চ সাংঘাতিক ঘটনাটি ঘটল, টাইবার নদীর জল তোলপাড় করে উঠল, জুলিয়াস সিজারের নর্ম সহচারী ক্লিয়োপেট্রা সন্ধ্যার আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে

এলেন মিশরে, তার পরের খবর কি? এদিকে তো কত কাণ্ড, কত পটপরিবর্তন, কত কি হয়ে গেল! তখন ক্লিয়োপেট্রা কি করছিলেন!

কিছু একটা করছিলেন বই কি!

খ্রীঃ পূঃ ৪৪ অব্দে ১৫ই মার্চের পর কয়েক দিনের জন্য শুধু মনে হয়েছিল, তিনি যেন কোন্ উঁচু থেকে মাটিতে আছড়ে পড়েছেন, আর বুঝি উঠতে পারবেন না। হাত-পা ভেঙে গোটা শরীরটাই তালগোল পাকিয়ে গেছে।

কিন্তু ক্লিয়োপেট্রা ক্লিয়োপেট্রাই। তাই ক্লিয়োপেট্রা যে পথ দিয়ে রোমে গিয়েছিলেন, ভাঙা মনকে জোড়া লাগিয়ে সেই পথ দিয়েই আবার ফিরে এলেন মিশরে…।

মিশর…পুরনো আবাস। এখানে থেকেই সব আবার গুছিয়ে তুলতে হবে। গুছুতে হবে সন্তান সিজারের জন্য। সিজারিয়ানের দাবি যদি স্থির থাকে, তা হলে ক্লিয়োপেট্রাও স্থির থাকবেন।

ক্লিয়োপেট্রার মিশরে ফিরে আসার মাত্র কিছুদিনের মধ্যে ত্রয়োদশ টলেমি—ক্লিয়োপেট্রার স্বামী-ভাইটি হঠাৎ মারা গেল। মানুষের আয়ু পদ্মপত্রে জল, সুতরাং ত্রয়োদশ টলেমি হঠাৎ মারা গেল—এই খবরে বিস্ময়ের কিছু নেই…কিন্তু এমন হঠাৎ?

তত্ত্বানুসন্ধানী ঐতিহাসিকেরা তো কলম উঠিয়েই বসে আছেন। তাই ইতিহাসকার পোরফাইরি আর জোসেফাস—দুজনেই বললেন, ক্লিয়োপেট্রা নাকি কদিন ধরেই মতলব আঁটছিলেন, স্বামী-ভাইটি এবার বিদায় নিক, আর কেন? এখন তো বাচ্চা সিজারিয়ানের দাবি। মা আর ছেলে পাশাপাশি সিংহাসনে বসবেন, রাজত্ব করবেন।

জোসেফাস লিখেছেন…সুতরাং খানিকটা বিষ—তারই সাহায্য ত্রয়োদশ টলেমিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। সিজারিয়ানের এক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী চলে গেল।

ডেণ্ডেরার মন্দিরে দেখা গেল, দেবী হাথোর রূপে ক্লিয়োপেট্রার

এক বিশাল মূর্তি, সঙ্গে প্রাচীন 'ফারাও' রূপে বালক সিজারিয়ন—টলেমি সিজার—বয়স তখন চার।

মিশরে তখন দারুণ দুর্বিপাক, খ্রীঃ পূঃ ৪৪ আর ৪৩—এই দুটি বছরে দেখা দিয়েছিল দারুণ অরাজকতা, ভীষণ দুর্ভিক্ষ। প্রজারা কেঁদে কেঁদে মরেছে, দুমুঠো খাবার জন্য। কে তাদের খেতে দেবে? তারা কার কাছে যাবে? রাণী ক্লিযোপেট্রা আছেন। কিন্তু তিনি তো সবে নিজের রাজ্যে পা দিয়েছেন। তা ছাড়া রাণী ক্লিয়োপেট্রার কি মিশরের জন্য কোন টান আছে? থাকলে কি উনি এতদিন বাইরে, রোম রাষ্ট্রে মহা বিলাসে দিন কাটাতে পারতেন? তিনি যখন সেখানে জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে বসে বসে টাইবার নদীর হাওয়া খেয়েছেন, আর আকাশের তারা গুণেছেন, তখন মিশরের প্রজারা উপোসী পেটে হাত বুলিয়েছে আর ভয়ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়েছে ভবিষ্যতের দিকে।

খ্রীঃ পূঃ ৪৪ আর ৪৩ অব্দের দুটি বছরে দুর্ভিক্ষ এসে যখন মিশর রাজ্যের ভিত্তিমূল পর্যন্ত শিথিল করে দিল, আর তার সঙ্গে আরম্ভ হল শাসনতান্ত্রিক বিশৃঙ্খলা, তখন দেখা যায় ক্যারিমেকস নামে থীব্স্-এর একজন ম্যাজিস্টেট দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে কীভাবে ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করেছেন, শাসনতন্ত্রের শৃঙ্খলা এনেছেন, কত জিনিসের সংস্কার করেছেন। সেদিন ক্যারিমেকস না থাকলে মিশরের প্রজারা আরও মুখ থুবড়ে পড়ত। মিশরের এই দুর্ভাগ্যের দিনে একটিবার কেবল ক্লিযোপেট্রার উল্লেখ পাচ্ছি, তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার বাইরে আলেকজান্দ্রীয় কৃষকপ্রজাদের কতগুলি কর থেকে রেহাই দিয়েছেন—মাত্র এইটুকু, প্রজাদের জন্য আর বিশেষ কিছু তিনি করেননি—করতে পারেননি।

কি করেই বা পারবেন? মিশর থেকে রোম, রোম থেকে ফের মিশর—মিশরে এসেই কি তিনি নিশ্চিন্ত হলেন? ক্লিয়োপেট্রা চোখকান সজাগ করে বসে রইলেন—রোমে যা আরম্ভ হয়েছে এর পরিণতি কোন্ দিকে? অনুকূল হাওয়া কোন্ দিকে বইবে?

কে জিতবে, কে হারবে? সিজার-বিরোধী ব্রুটাস আর ক্যাসিয়াস, না সিজার-সমর্থক এ্যাণ্টনি-অক্টেভিয়ান?

ছুটি নীলচোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ক্লিযোপেট্রা ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করতে লাগলেন। তাঁকে যে এখনও অনেকদিন বাঁচতে হবে। সুন্দর পৃথিবীতে সুন্দরতর হয়ে ক্লিয়োপেট্রা বেঁচে থাকবেন···

রোমের এই গৃহবিবাদে কে জিতবেন? এ্যাণ্টনি, না ব্রুটাস? অক্টেভিযান, না ক্যাসিয়াস ··?

ক্লিযোপেট্রাকে খুব বেশী দিন অপেক্ষা করতে হল না। খ্রীঃ পূঃ ৭২ অব্দে ফিলিপ্পির যুদ্ধে এই প্রশ্নের উত্তর মিলে গেল। সমস্যার সমাধান হল।

এদিকে আবার আরেকটা বিপদ দেখা দিল। এ্যাণ্টনি তাঁর হৈ-হুল্লোড় থামিয়ে তখন সিলিশিয়াতে এসেছেন। উদ্দেশ্য পার্থিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান ও তার জন্য প্রস্তুতি। অতএব মিশরের সাহায্য চাই।

এ্যাণ্টনি ক্লিয়োপেট্রার কাছে খান কয়েক চিঠি পাঠালেন। চিঠির ভাষা মোটেই মোলায়েম নয়, বরঞ্চ কঠিন···ক্লিয়োপেট্রা, কেন তুমি আমাদের শত্রু, মহান জুলিয়াস সিজারের শত্রু ক্যাসিয়াসকে গত যুদ্ধে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলে? কেন? জবাব চাই। জবাব দাও··

আসলে ক্লিয়োপেট্রা কিন্তু ক্যাসিয়াসকে প্রত্যক্ষভাবে কোন সাহায্যই করেননি। দুপক্ষের চরম নিষ্পত্তি হওয়ার আগে কোন এক পক্ষকে সাহায্য করা মানেই যে নিজের বিপদটি টেনে আনা সে খেয়াল ক্লিয়োপেট্রার পুরোপুরিই ছিল। তবু ব্যাপারটা কেমন যেন একটু গোলমেলে হয়ে গিয়েছিল।

মিশরে ডোলাবেলা নামে একজন রগচটা অপরিণত বুদ্ধি রোমীয় সেনাপতি ছিলেন। তাঁর অধীনে সৈন্যসংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। যখন রোমে গৃহবিবাদ শুরু হল, যুদ্ধ আরম্ভ হল—তখন সেনাপতি এ্যালিনাসের অধীনে সৈন্যরা সব এশিয়ায় চলে এল।

সিরিয়াতে এসে দেখা গেল, তারা অক্টেভিয়ান-এ্যান্টনির দিকে না গিয়ে ক্যাসিয়াসের দলে নাম লিখিয়েছে। ডোলাবেলা দেখলেন, শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করার চাইতে আত্মহত্যা করাই অনেক ভাল, তিনি তাই করলেন।

ক্লিয়োপেট্রা ডোলাবেলার এই অবস্থা দেখেও একটা টুঁ শব্দ করলেন না, বা কোন সাহায্য পাঠালেন না—এই তাঁর অপরাধ।

ক্যাসিয়াসকে ক্লিয়োপেট্রা কি জ্ঞানত কোন সাহায্য করেছিলেন? ক্যাসিয়াস তো বার বার ক্লিয়োপেট্রার কাছে লোক পাঠিয়েছেন, আবেদন নিবেদন করেছেন খানকয়েক জাহাজের জন্য। ক্লিয়োপেট্রা কি সেকথা কানে নিয়েছেন, না ক্যাসিয়াসের আবেদনে একটুও মন দিয়েছেন? তবে হ্যাঁ,…ক্লিয়োপেট্রা যেমন এ দলের কথা শোনেননি, কোন অনুরোধ রাখেননি—তেমনি ও দলের, অক্টেভিয়ান ও এ্যান্টনি সম্বন্ধেও কোন অতিরিক্ত উৎসাহ দেখান-নি, অথবা তাঁদের এতটুকু সাহায্য করতে পারলে একেবারে কৃতার্থ বনবেন এমন ভাব করেননি। কে জানে ইতিহাসের গতি কখন কিভাবে ঘুরে যাবে, কার ভাগ্যে বৃহস্পতি তুঙ্গী হবে বলা তো যায় না। কাজেই আগে থেকে বিশেষ পক্ষে যোগ দিয়ে আদিখ্যেতা না দেখানই ভাল।

রাজনীতির দিক থেকে ক্লিয়োপেট্রা ঠিকই করেছিলেন।

মুশকিল হল এ্যান্টনিকে নিয়ে। তিনি মাঝে মাঝেই তর্জন গর্জন করে চিঠি লিখছেন, আর কৈফিয়ত চাইছেন…ঠিক ঠিক জবাব দাও…।

এ্যান্টনির রাগের আরও কারণ ছিল। এই যে তিনি ফিলিপ্পির মতো এমন একটা যুদ্ধে জিতে এলেন—ক্যাসিয়াস ব্রুটাস তাঁকে এড়াবার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিলেন—এ্যান্টনির যে এত বড় কৃতিত্ব, ক্লিয়োপেট্রা তো কই, একটা মুখের কথা বলেও তাঁকে অভিবাদন জানালেন না!

তারপর এ্যান্টনি যখন রোমের অধীন এশীয় রাজ্যগুলিতে

এলেন, তখন তাঁকে ঘিরে কত উচ্ছ্বাস, কত হৈচৈ···। এফিসিউসে সকলে মিলে তো এ্যান্টনিকে দেবতাই বানিয়ে ফেললো। রাজা-রাণীদের পর্যন্ত কত চেষ্টা, কি করলে এ্যান্টনি খুশি হবেন, তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন···তাঁদের একটু কৃপা করবেন···!

কিন্তু ক্লিযোপেট্রা !

ঐ তো একফালি জমি নিযে এক টুকরো রাজ্য। তার রাণী হযে এত অহঙ্কার, এত গুমোর যে, তিনি এ্যান্টনির সঙ্গে না করলেন কোন যোগাযোগ, না দিলেন তার অভিযোগের কোন উত্তর !

রাগে এ্যান্টনির গা-মাথা জ্বলে উঠল··'একদিন যা ছিে। ছিলে, জুলিযাস সিজার তোমাকে রাণীর আদরে মাথায় কে। রেখেছিলেন। কিন্তু আর জুলিযাস সিজার নন, এখন আমি। আমার নাম মার্ক এ্যান্টনি। বহু যুদ্ধে জিতেছি, বহু তা-বড় তা বড় লোককে ে াল খাইয়েছি। আমার কাছে আর তোমার জারিজুরি টিকবে না···দেখি কত বড় শক্তিময়ী তুমি।'

এ্যান্টনি বন্ধু কুইন্টাস্ ডেলিয়াসকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন, 'চিঠি লিখে যখন কোন ফল হল না, তখন তুমি নিজেই একবার যাও দেখি। দেখব ক্লিযোপেট্রার কত জোর, আর আমায় কত ! তাকে গিযে বল, কোন দেরি না করে অবিলম্বে সে যেন এই সিলিশিয়াতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে···

কুইন্টাস-ডেলিযাস সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

মিশর। মিশরের রাজপ্রাসাদ। একটি প্রশস্ত সুসজ্জিত ঘরে মহার্ঘ আসনে বসে আছেন ক্লিয়োপেট্রা। অনতি দূরে একটি আসনে কুইন্টাস-ডেলিয়াস। ডেলিয়াস দেখছেন বেশী, কথা বলছেন কম···

এই রাণী ক্লিযোপেট্রা! খুব সুন্দরী কি? না তো! তবে?

কিন্তু আশ্চর্য ! আশ্চর্যময়ী। মুখে চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, কথায় ব্যবহারে বিস্ময়কর আভিজাত্য—ব্যক্তিত্বে, কণ্ঠস্বরে সুরধ্বনি।

আর ?···

ডেলিয়াস মনে মনে বললেন, 'এ্যান্টনি, যত বড় সেনাপতিই হও না কেন, এখানে এলেই যে তুমি হাঁটু ভেঙে পড়বে, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আমি তো তোমাকে চিনি। প্রাচ্য সফরে তোমার কাণ্ডকারখানা তো দেখেছি···'

ডেলিয়াস খুঁটিয়ে দেখলেন ক্লিয়োপেট্রাকে। দেহে প্রতিটি বঙ্কিম রেখা কী নিপুণ নিখুঁতভাবেই না ফুটে উঠেছে! আর ক্লিয়োপেট্রাও কি আশ্চর্য সচেতন! বিধাতার আশীর্বাদকে একেবারে মাথা পেতে নিয়েছেন? সাজে-পোষাকে চলনে-বলনে এতটুকু ত্রুটি নেই!

এ্যান্টনি ডেলিযাসকে দিয়ে যে সব কথা ক্লিয়োপেট্রাকে বলে পাঠিয়েছিলেন, ডেলিয়াস বেমালুম সেগুলি গিলে ফেললেন···পাগল! আমি এখন ক্লিয়োপেট্রাকে কড়া কড়া কথা বলি, আর এ্যান্টনি যখন ক্লিয়োপেট্রাকে দেখবেন, তখন সেগুলি অনেকগুলি হয়ে আমার কাছে ফিরে আসুক আর কি···! আমি ওর মধ্যে নেই।

ডেলিয়াস ক্লিয়োপেট্রাকে বললেন, 'আপনার কোন ভয় নেই, এ্যান্টনি অতি ভদ্রলোক, মহৎ প্রাণ। আপনি তাঁর কাছ থেকে মহান ব্যবহারই পাবেন···'

ডেলিয়াস আসন ছেড়ে উঠলেন, এবার তাঁকে যেতে হবে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন···একটুখানি এগিয়ে এলেন, তারপর খানিকটা ইতস্তত করে সামান্য চাপা গলায় বললেন, 'এ্যান্টনির সঙ্গে যেদিন দেখা করতে যাবেন সেদিন আপনার সবচাইতে ভালো পোষাকটি পরবেন···'

হোমারের কাব্যে গ্রাস-ট্রয়ের যুদ্ধে ইডা পর্বতে জুপিটারকে ভোলাবার জন্যে জুনোকে অনুরোধ করা হয়েছিল—To go to Ida in her best attire.

ডেলিয়াস কাব্য করে ঐ কথাটাই একটু ঘুরিয়ে ক্লিয়োপেট্রাকে অনুরোধ করলেন, 'To go to Cilicia in her best attire…'

ডেলিয়াস চলে গেলেন। যেতে যেতে আপন মনে বললেন, 'এ্যাণ্টনির মাথায় আবার গোলমাল বাধলো বলে ··আবার সেই মাতামাতি, আবার সেই হল্লা·· '

'এ্যাণ্টনির সঙ্গে যেদিন দেখা করতে যাবেন, সেদিন আপনার সব চাইতে ভালো পোষাকটি পরবেন…'ডেলিয়াসের এই কথাটি যতবার মনে পড়ে ততবারই ক্লিযোপেট্রার মুখখানা হাসিতে ভরে যায় ··ক্লিয়োপেট্রার কতখানি ক্ষমতা ডেলিযাস তার কতটুকু জানেন !

জানবেন পরে…

মাত্র কয়েকদিন পরে·

ক্লিযোপেট্রা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন নিজের আটাশ বছরের ভরাযৌবন, পুঞ্জীভূত লাবণ্য। সমস্ত দেহে কামনার দাহ।

জুলিয়াস সিজার চলে গেছেন, ক্লিয়োপেট্রা যাননি। সুন্দর পৃথিবীতে তিনি আরও অনেক দিন বেঁচে থাকবেন। বেঁচে থাকবেন তাঁর সমস্ত সত্তা নিয়ে, সমস্ত ব্যক্তিত্ব নিযে।

ক্লিয়োপেট্রা আবার তৈরী হলেন।

আবার যাত্রা হল শুরু, এবার বাতাস উঠুক, তুফান ছুটুক, রইব না কো আর…

সিলিশিয়া, তারই মধ্যে টারসাস। সিডনাস নদী এ কে বেঁকে বয়ে গেছে।

এ্যাণ্টনি এসেছেন। পরিধানে সেই চিরাচরিত অতি হ্রস্ব

পোষাক, গায়ে ঢিলে জামা, কটিদেশে বহুযুদ্ধের সাক্ষী তাঁর বিখ্যাত অসি।

প্রশস্ত বাজারে প্রকাশ্য দরবার বসেছে। বিচারকের আসনে বসেছেন এ্যান্টনি···, ধর্মাধিকরণিক এ্যান্টনি। কত লোক আসছে কত চলে যাচ্ছে। এ্যান্টনির দরবারের কত গৌরব, কত মহিমা।

সূর্যদেব অস্ত গেলেন। দিনের আলো নিভে এল। শীতল হাওয়া বয়ে গেল, সারাদিনের তাপদগ্ধ জীবনে আরাম এল, মানুষ শান্তি পেল। ঘনায়মান সন্ধ্যার আঁধারে বেজে উঠল রাত্রির পদধ্বনি।

এ্যান্টনি অবাকবিস্ময়ে চঞ্চল হয়ে উঠলেন···কোথায় যেন কি একটা ঘটেছে। বাজার, রাস্তা খালি করে সমস্ত লোক ছুটে যাচ্ছে সিডনাস নদীর দিকে···।

'শহরের সব কটা লোক কি পাগল হয়ে গেল···!' এ্যান্টনির সকৌতূহল প্রশ্নে একজন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল···'একটি আশ্চর্য নৌকো, মস্তবড় নৌকো আলোয় আলোময়···সিডনাস নদীতে ভেসে ভেসে আসছে। তার মধ্যে নাকি বসে আছেন স্বয়ং দেবী ভেনাস···আফ্রোদিতি···'

এ্যান্টনি অবিশ্বাসের কৌতুকে হেসে উঠলেন, হাসির ধমকে ঝন ঝন করে উঠল বহুযুদ্ধবিজয়ী শাণিত অসিখানা।

'দেবী ভেনাস! স্বর্গের দেবী মর্ত্যে কোন্ বাসনায়?'

'ব্যাকাস দেবতার সঙ্গে দেবী ভেনাস একসঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করবেন, পানাহার করবেন···এতে নাকি এশিয়াবাসীর কল্যাণ হবে···

'বটে?'

নৌকো ঘাটে ভিড়লো।

অপার কৌতূহলে এ্যান্টনি সাগ্রহ আহ্বান জানালেন, দেবী ভেনাসকে···দেবী নেমে আসুন···এ্যান্টনি তাঁকে নৈশভোজনে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন···

দেবী ভেনাস বিনীত উত্তর পাঠালেন···আগে মাননীয় এ্যান্টনির পালা, আগে তিনিই আসুন ভেনাসের কাছে, তবে তো ভেনাস যাবেন তাঁর কাছে।

কানায় কানায় উপছেপড়া কৌতূহল নিয়ে এ্যান্টনি এগিয়ে গেলেন সিডনাস নদীর দিকে।

নদীর হাওয়ায় এ্যান্টনির সোনালি কোঁকড়া চুলে দোলা লাগলো। প্রতি পাদক্ষেপে পেশীবহুল দেহ তরঙ্গায়িত হল। পায়ের তলায় মাটি কেঁপে নিষ্পেষিত হল।

'ঐ যে হারকিউলিস যাচ্ছে···রক্তমাংসের হারকিউলিস···' পথচারী পথিক বিমুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, পথচলা থামিয়ে সে দেখল সৃষ্টিকর্তা কত যত্ন করে, কত সাবধানে গড়ে তুলেছেন পরম সুন্দর এ্যান্টনিকে।

মানুষ এত সুন্দর হয়!

এ্যান্টনি নদীতীরে এলেন। গোধূলির রং আরও গাঢ় হয়ে নেমে এসেছে, দুই তীরে বহু মানবের কণ্ঠকল্লোল।

দেবী ভেনাস, আফ্রোদিতি।

চিত্রবিচিত্র আলপনা আঁকা অযুত ঐশ্বর্যরেখায় চিত্রময় একখানি নৌকো। জলতরঙ্গে কেঁপে কেঁপে উঠছে। রক্তিম রেশমী পালে সান্ধ্যরাত্রির ছায়া! নৌকোর হালটি সোনার, দাঁড়গুলি রূপোর। নৌকোর গায়ে সহস্র আলোর দীপালি। আলোর বন্যাধারায় নদীর জল অশান্ত। আকাশের শশী ঈষৎ ম্লান, বাতাসে বীণা বাঁশী আর সপ্তস্বরা সুরের মূর্চ্ছনা। তারই তালে তাল রেখে সুসজ্জিত দাঁড়ী মাঝিদের হাত উঠছে, নামছে। দাঁড়ের আঘাত পড়ছে জলের গায়ে···।

আলোকস্নাত এক অপূর্ব মধুকর ডিঙা।

বিস্মিত এ্যান্টনি সাদরে অভিহিত হয়ে নৌকোর ভেতরে

এলেন···হঠাৎ লক্ষ দীপের রোশনাই জ্বলে উঠে চোখ ধাঁধিয়ে দিল। বিচিত্র সব দীপাধার। কোনটি চতুষ্কোণ, কোনটি বৃত্তাকার, কতকগুলি-বা বিস্ময়কর জ্যামিতিক রেখায় রেখায়িত। সুরতাল ও আলোর কী অদৃষ্টপূর্ব সমন্বয়!

যুদ্ধজয়ী এ্যান্টনি হঠাৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

এ্যান্টনি কি পাথরের মূর্তি হারকিউলিস? তিনি কি সম্মোহিত, চেতনালুপ্ত!

এ্যান্টনির নিষ্পলক নির্নিমেষ দৃষ্টি।

কে? কে তুমি?

স্বর্ণখচিত বিচিত্র চন্দ্রাতপতলে কোমল রক্তিম মখমলের মহার্ঘ উদার শয্যা, তার ওপর অর্ধশায়িতা লীলায়িতা অনশ্বরা নারীমূর্তি! তাঁর দুটি নীলচোখে কামনার কালীদহ। অতনু-রসজর্জর তনিমায় চুম্বকের আকর্ষণ। ননীকোমল বাহুবল্লরীতে কালভুজঙ্গীর পেষণ-যন্ত্রণা। স্বর্ণগিরিচূড়াবলম্বী চুচুক-রক্তবিন্দুতে মাতাল স্পর্শেন্দ্রিয়ের ঘন সঞ্চরণ। মুষ্টিধৃত ক্ষীণ কটি, নাতিস্থূল নিতম্ব, মসৃণ করিশুণ্ডাকৃতি উরুযুগল, স্পন্দমান নাভিগহ্বর, তনুদেহে আবরণের আভাসমাত্র।

বিস্ময়সাগরে তলিয়ে গেলেন বীর এ্যান্টনি। তলিয়ে গেল পরিহাসচটুল এ্যান্টনির পৌরুষ আর কৌতুক।

এ্যান্টনি চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন—দেখলেন রূপসীর দু'পাশে শিশুমদনের সাজে বালকের দল। তাদের হাতে সোনার ঝালর দেওয়া পাখা, তারা ব্যজনরত। পায়ের কাছে অপরূপ ভঙ্গিমায় অপেক্ষমান যুবকের দল। সুন্দরীরা উল্লাসে উতবোল—অতিথি অভ্যর্থনায় উৎসুক। তাদের দেহ থেকে সলজ্জভাবে বিদায় নিয়েছে বস্ত্রাবরণ, বিদায় নিয়েছে তাদের লজ্জাসঙ্কোচ।

নদীর জলে আলোছায়ার খেলা, তালে তাল মিলিয়ে সোনালি দাঁড়ের ওঠা আর নামা।

এ্যান্টনি দেখলেন রাত্রির গাঢ় নীল আকাশে অতনুর হাতছানি ···নৌকাবিলাসের আলোকসভায় জীবনসম্ভোগের উদার আহ্বান।

গানের সুরে, ধূপের ধোঁয়ায় গন্ধমাতাল সুরভিনির্যাসে সুধাময় ব্যঞ্জনা।

এ্যাণ্টনি অর্ধশায়িতা ঈষৎ হাস্যমুখী লাবণ্যময়ীর নীলচোখে চোখ মেলালেন···সে চোখে আতিথ্যগ্রহণের কী উত্তেজক আমন্ত্রণ!

এ্যাণ্টনি. মুগ্ধ হলেন। এ্যাণ্টনি সম্মোহিত হলেন। তিনি এগিয়ে গেলেন।

দেবী ভেনাস!

এ্যাণ্টনি হাঁটুগেড়ে বসে লীলাময়ী নারীর পালকের মতো দু'খানা হাত টেনে নিলেন নিজের বলিষ্ঠ পৌরুষ-জাগানো মুঠোয়···।

'রাণী ক্লিয়োপেট্রার জয় হোক···তোমার বুদ্ধি, তোমার রুচি, তোমার অভিনব আয়োজনে মার্ক এ্যাণ্টনি মুগ্ধ, অভিভূত···তুমি নূতন···চিরনূতন···'

'ব্যাকাস দেবতারও জয় হোক···'

কণ্ঠস্বর এত মৃদু, এত মধুময়!

এ্যাণ্টনি কি ঘুমিয়ে পড়ছেন!

'তুমি রাণী নও, তুমি ক্লিয়োপেট্রা নও···তুমি শুধু আমার আফ্রোদিতি!'

'তুমি আমার ডিওনাইসাস্···

ক্লিয়োপেট্রার মুখে হাসি, চোখে আলো···।

এ্যাণ্টনি ভুলে গেলেন, তিনি ক্লিয়োপেট্রার কাছে তাঁর অপরাধের কৈফিয়ত চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, এ্যাণ্টনি ভুলে গেলেন, ক্লিয়োপেট্রার কাছে আগামী অভিযানের জন্য শস্য ও অর্থ দাবি করতে হবে। এ্যাণ্টনি ভুলে গেলেন, রোম-গোকুলে বাড়ছেন তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী অক্টেভিয়ান সিজার।

ক্লিয়োপেট্রা স্পর্শ করলেন এ্যাণ্টনিকে, স্পর্শ করলেন তাঁর আটাশ বছরের উষ্ণ সত্তা দিয়ে।

বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছু ভুলে এ্যাণ্টনি আত্মহারা হলেন।

জুলিয়াস সিজারের হত্যার পর কিছুদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে

থেকে রাণী ক্লিয়োপেট্রা আবার খুঁজে পেলেন নিজের নিরাপত্তা, সন্তানের নিরাপত্তা। আটাশ বছরের বসন্ত নিয়ে ক্লিয়োপেট্রা আবার চলতে শুরু করলেন···।

এ্যাণ্টনিকে নিয়ে কালের ইতিহাসে যে বিরাট সম্ভাবনাময় একটি অধ্যায় শুরু হয়েছিল, তাতে যাদুকাঠির আঘাত দিলেন 'নেমেসিস'—নিয়তি। তাই এখন এ্যাণ্টনির জীবনের ধারা অন্য দিকে বয়ে চলল। নিয়তি দেবী কুটিল হাসি হেসে অপেক্ষায় রইলেন···দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। জল গড়িয়ে দেওয়াই তো নিয়তির প্রধান কাজ!

তীব্র মদিরাভরা পাত্র নিয়ে ক্লিয়োপেট্রা এ্যাণ্টনির সামনে দাঁড়ালেন, এ্যাণ্টনি সেই মদিরা আকণ্ঠ পান করলেন। তবু তৃপ্তি নেই, আরও দাও···আরও দাও···

এ্যাণ্টনি আর ক্লিয়োপেট্রা মেতে উঠলেন জীবনরঙ্গে। খ্রীঃ পূঃ ৪১ অব্দের শীত থেকে ৪০ অব্দের শীত পর্যন্ত এ্যাণ্টনি একটানা সময় কাটালেন ক্লিয়োপেট্রার সাহচর্যে। শুধু কাব্যমধুর দিনগুলি দিয়ে এই একটি বছরের কাহিনী। শুধু সুর আর সুরা, হাস্য আর লাস্য, কামনা আর বিলাস—বিলাসের চরম। এই একটি বছর এ্যাণ্টনি আর ক্লিয়োপেট্রার জীবনে এসেছিল যা-খুশি-তাই করবার উচ্ছৃঙ্খল সুযোগ।

এ্যাণ্টনির জীবনে নারী সাহচর্য এই প্রথম নয়। চেহারার সৌন্দর্য ও শক্তিমত্তার বলে বহু নারীর সঙ্গসুখ তিনি ভোগ করেছেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন বিবাহিত। স্ত্রীর নাম ফালভিয়া, মৃত সেনাপতি ক্লডিয়াসের বিধবা।

ফালভিয়া স্বভাবে ছিলেন উগ্র ব্যক্তিত্বময়ী, অন্যের উপর কর্তৃত্বাভিলাষিণী। নিরীহ গৃহস্থ বধূর মতো ঘরের কোণে বসে থাকার জীবন তাঁর কাছে ছিল অত্যন্ত অবজ্ঞেয়, অত্যন্ত ঘৃণ্য। তাই যখন এ্যাণ্টনিকে দ্বিতীয় স্বামীরূপে পেলেন, তখন সত্যিই তিনি খুশি হয়েছিলেন, আর আশ্চর্য—খুশি হয়েছিলেন এ্যাণ্টনি

নিজেও—যদিও ফালভিয়ার অনেক অনুশাসনই তাঁকে সংসার-জীবনে মেনে চলতে হত। স্ত্রী ফালভিয়ার গর্ভোৎপন্ন একটি পুত্র সন্তানকে নিয়ে এ্যান্টনি বেশ ভালোই ছিলেন। কিন্তু সিডনাস নদীবক্ষে এ্যান্টনির জীবনের সব কিছু মোড় ঘুরে গেল। তিনি ফালভিয়াকে ভুললেন, সন্তানকে ভুললেন—সর্বোপরি ভুলে গেলেন রোমকে, ভুলে গেলেন নিজের পৌরুষদৃপ্ত সত্তাকে। নীলনদের মায়া এ্যান্টনিকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল, এ্যান্টনির প্রতি রোমকূপে তখন ক্লিয়োপেট্রার অনুরণন। তাই রোম থেকে ঠিক এই সময়ে যখন খবর এল, যে ফালভিয়া স্বামীর হয়ে অক্টেভিয়ান সিজারের সঙ্গে অস্ত্র ও সৈন্য নিয়ে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, অন্য দিকে পার্থীয় সৈন্যদল সেনাপতি লেবিনাসের পরিচালনায় সিরিয়া আক্রমণের জন্য মেসোপটেমিয়ায় জমায়েত হয়েছে, তখনও এ্যান্টনি নিজের বিপদের গুরুত্ব বুঝলেন না, বুঝতে চাইলেন না। ক্লিয়োপেট্রাকে এক মুহূর্তেও চোখের আড়াল না করে এ্যান্টনি অদ্ভুত সব ছেলেমানুষী আমোদে মেতে উঠলেন।

ক্লিয়োপেট্রা কী চেয়েছিলেন এ্যান্টনির কাছে? যে-কোন রাজ্যের রাজা বা রাণীর জীবনে স্থিতি চাই, শক্তি চাই। ক্লিয়োপেট্রার জীবনে আর একটু বেশী দরকার ছিল—সেটি হল তাঁর নিরাপত্তা।

মিশরের রাজবংশের রাজা-রাণীদের জীবনে নিরাপত্তার অভাবটাই ছিল সব চাইতে বেশী। মিশরের রাজপরিবারে যে সব সামাজিক বিধি ছিল—বিশেষ করে বিবাহ সম্পর্কে যে নীতি—তাতে ভাই-বোনে, মা-ছেলেতে, কাকা-জ্যাঠা, ভাইপো-ভাইঝি অথবা মামা-ভাগ্নীর মধ্যে কোন সংযত সম্পর্ক ছিল না, পরস্পরের মধ্যে ছিল না কোন স্নেহের দাবি। তাই মিশরের রাজ-পরিবারের কেউ কারও কাছ থেকে কোন আশ্বাস পেত না, কোন সমর্থন দাবি করতে পারত না।

যে-কোন দেশের যে-কোন ইতিহাসেই রাজনৈতিক স্বার্থের

কাছে স্নেহের সম্পর্ক ধোপে টেকে না। স্নেহভালোবাসাকে তখন মনে হয় ভাবপ্রবণতা। তাই ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরা অবাক হয় না, যখন তারা দেখে সিংহাসনের লোভে বাপ ছেলেকে মেরে ফেলে, ছেলে মারে বাপকে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। একই বংশের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে করে হানাহানি। তবু তার মধ্যেও মাঝে মাঝে দেখা গেছে পরিবারের একজন আর একজনকে সাহায্য করছে—শ্বশুর করছে জামাইকে, মামা করছে ভাগ্নেকে, কাকা করছে ভাইপোকে। ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই সাহায্য করছে বাপকে।

মিশরের রাজপরিবারে কিন্তু এমন জিনিসটি কখনও মেলেনি। বিয়ের সম্পর্কে সেখানে সকলকার সম্পর্কই ছিল জটিল, এর ফল হয়েছে তিক্ত বিষাক্ত···তাই মিশরের সিংহাসনে যিনি যখন বসেছেন —ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক,—সকলের আগে রক্ষা করতে চেয়েছেন নিজের প্রাণ নিজের অস্তিত্ব···

ক্লিয়োপেট্রাও তাই চেয়েছিলেন। তাঁদের বংশে অস্বাভাবিক অদ্ভুত বিবাহ রীতির ফলেই ক্লিয়োপেট্রাকে পর পর বিয়ে করতে হয়েছিল তাঁর চাইতে অনেক ছোট অপোগণ্ড দুটি ভাইকে। এই বিয়েতে ক্লিয়োপেট্রার ভবিষ্যৎ ছিল না, বর্তমানও গিয়েছিল। ষড়যন্ত্রের নিষ্পেষণে ক্লিয়োপেট্রার অস্তিত্ব যখন প্রায় বিলুপ্তির পথে, তখন উদ্ধারকর্তা জুলিয়াস সিজারকে ক্লিয়োপেট্রা যদি অসামাজিক ভাবেও কাছে টেনে থাকেন—তাতে কিন্তু তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

জুলিয়াস সিজারের অপমৃত্যুর পর ক্লিয়োপেট্রা আবার যখন বিপদগ্রস্ত হলেন, তখন যদি তিনি শক্তিক্ষম নায়ক এ্যান্টনিকে আকর্ষণ করে থাকেন, তাতেও কি তিনি অন্যায়কারিণী বলে অভিযুক্ত হবেন ?

ওদিকে নিজের রাজ্য মিশরের প্রজারাও ছিল পাঁচমিশেলি—গ্রীক, ম্যাসিডনীয়, হিব্রু, পারসিক ইত্যাদি। সুতরাং তাদের মধ্যে মিশরের রাজা বা রাণীর প্রতি একনিষ্ঠ স্বাদেশিক আনুগত্য ছিল না,

থাকা স্বাভাবিক নয়। উপরন্তু আলেকজাণ্ডারের মিশর জয় করার পর থেকে মিশর তো বলতে গেলে রোমীয় ভাবধারাকেই গ্রহণ করেছিল। টলেমি বংশের প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন পুরোপুরি বিদেশী, রোমের শাসন চলত মিশরে, মিশর পালন করত রোমের নির্দেশ, রোমের আদেশ। এই পরিস্থিতিতে শক্তি-বুদ্ধি দিয়ে রাজত্ব করার ক্ষমতা দ্বিতীয় ও তৃতীয় টলেমি ছাড়া টলেমি বংশের আর কোন রাজা বা রাণীর যোগ্যতায় কুলিয়ে ওঠেনি।

মনে হয় ক্লিয়োপেট্রা যদি একজন সুস্থ স্বাভাবিক ও যোগ্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহিতা হতেন, তাঁর কাছ থেকে আশ্বাস ও সাহায্য লাভ করতেন, তা হলে হয়তো তাঁকে নায়ক থেকে নায়কান্তরে দেহ মন সমর্পণ করতে হত না, একজন রাণীকে একাধিকবার নর্মসহচরীর পদে আসীন হয়ে ভাগ্যের বিড়ম্বনা ভোগ করতে হত না। হয়তো-বা ক্লিয়োপেট্রা প্রজারঞ্জনকারী রাণী হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিতে পারতেন।

কিন্তু তা হয়নি…ক্লিয়োপেট্রার জীবন নিয়ে তাই লোকের মনে শুধু হালকা কৌতূহলেরই সৃষ্টি হয়েছে, তাঁকে নিয়ে গল্প তৈরি হয়েছে, তাঁর রূপযৌবন নিয়ে উপাখ্যান গড়ে উঠেছে।

এ্যান্টনি-ক্লিয়োপেট্রা খ্রীঃ পূঃ ৪১ থেকে ৪০ পর্যন্ত যেভাবে সময় কাটিয়েছেন, তা যখন খুঁটিয়ে দেখা যায়, তখন মনে হয়, মানুষ কত খানি উন্মাদ হয়, মানুষ কতটা জ্ঞানহারা হয়।

ক্লিয়োপেট্রা এ্যান্টনি একমুহূর্তও ছাড়াছাড়ি হতেন না—ক্লিয়োপেট্রা এ্যান্টনিকে ছাড়তেন না নিরাপত্তার ভাবনা ভেবে, এ্যান্টনি ছাড়তেন না নিজের দোষে…পৃথিবীটা যতদিন রঙিন থাকে, থাক না! শুধু পান কর আর ভোগ কর, দুদিনের জীবনে এমন আনন্দ আর কি আছে? কাজেই যখন রোম আর রোমের বাইরে রাজনৈতিক আকাশে বিরোধিতার কতকগুলি কালো মেঘ

ঘনিয়ে এল, এবং এ্যাণ্টনির কাছে যথা সময়ে সে খবর পৌঁছাল তখনও এ্যাণ্টনি মিশরের কাব্যময় জীবন থেকে নড়লেন না।

এ্যাণ্টনি মিশরের অখণ্ড অলস প্রহরে ক্লিয়োপেট্রার সঙ্গে মাছ ধরতে লাগলেন, পাশা খেলতে লাগলেন, শিকারে বেরুলেন। এমন কি এ্যাণ্টনি যখন শরীর ঠিক রাখার জন্য দৈনিক ব্যায়াম অভ্যাস করতেন, তখনও ক্লিয়োপেট্রা সামনে এসে দাঁড়াতেন, এ্যাণ্টনি যখন অস্ত্রচালনা অভ্যাস করতেন, তখন ক্লিয়োপেট্রা তারিফ করতেন এ্যাণ্টনির অসিচালনায় ত্রুটিহীন কৌশলকে···

ক্লিয়োপেট্রা প্রশংসা করতেন, আর এ্যাণ্টনি পুলকিত হতেন, ভাবতেন তাঁর জীবন সার্থক. তিনি ধন্য।

অন্যের মনোরঞ্জন করার অতুলনীয় ক্ষমতা ছিল ক্লিয়োপেট্রার। এ্যাণ্টনির মনে কখন কী ভাবের খেলা চলত, সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ক্লিয়োপেট্রা তাঁর মুখ দেখেই ধরে ফেলতেন। তাই এ্যাণ্টনি যখন গম্ভীর হতেন, বিষণ্ণতা নেমে আসত ক্লিয়োপেট্রার মুখে ; এ্যাণ্টনি খুশি হলে আনন্দের লহরী খেলে যেত ক্লিয়োপেট্রার সর্বদেহে···। দুটি বিপরীত চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছিল ক্লিয়োপেট্রার জীবনে। জুলিয়াস সিজার ছিলেন ধীর স্থির, সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন জ্ঞানবৃদ্ধ—জুলিয়াস সিজারের সঙ্গে কথাবার্তায় ক্লিয়োপেট্রাও তাই ছিলেন সূক্ষ্ম কৌশলী। কিন্তু এ্যাণ্টনিকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখেই ক্লিয়োপেট্রা বুঝেছিলেন যে, এ্যাণ্টনি পরিহাস প্রিয়, আমোদ-প্রমোদ ও জীবন-দর্শনে অপেক্ষাকৃত স্থূল, একটু-বা অমার্জিত। ক্লিয়োপেট্রাও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কৌশল পাল্টালেন। স্থূল আনন্দে তিনি এ্যাণ্টনির সঙ্গে রঙ্গরস করতে শুরু করলেন। ক্লিয়োপেট্রার মানুষ চেনার ক্ষমতা ছিল প্রখর। শুধু জীবনের শেষ অধ্যায়টিতে তিনি ঠকে গিয়েছিলেন—কিন্তু সে পরের গল্প।

আলেকজান্দ্রিয়ার আকাশে রাত যখন গভীর হত,·· তখন এ্যান্টনি-ক্লিয়োপেট্রা এক নতুন খেলা খেলতেন—এক অদ্ভুত রসিকতায় রাজপথে ঘুরে বেড়াতেন···

এ্যান্টনি জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে এক সামান্য ভৃত্যের বেশ ধারণ করতেন, আর ক্লিয়োপেট্রা হতেন এক অতি নগণ্যা ক্রীতদাসী।

নিঝুম রাতে আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপথে তারা নেমে আসতেন, এ রাস্তায় ও-রাস্তায় তাঁরা ঘুরে বেড়াতেন, গৃহস্থ বাড়ির দরজা জানলায় আঘাত করতেন, ·· দরজা জানলায় আচমকা ধাক্কায় বাড়ির সকলে জেগে উঠত, ভয় পেত, ··

এ্যান্টনি-ক্লিয়োপেট্রা এই দৃশ্য পরম আনন্দে উপভোগ করতেন। তবে মাঝেমাঝে এই কাজে কৌতুকের ফলও তাঁদের ভোগ করতে হত। দরজা জানলায় আঘাতরত ছদ্মবেশী এ্যান্টনি-ক্লিয়োপেট্রা কোন কোন সময়ে যখন গৃহস্থদের কাছে হাতেনাতে ধরা পড়তেন, তখন তাঁরা বড় কম লাঞ্ছিত হতেন না। তবু এ্যান্টনি-ক্লিয়োপেট্রা এই অস্বাভাবিক খেলা ছাড়তে পারেননি। কোন রাণী বা রাজ-পুরুষের জীবনে এমন ধরনের কৌতুকের নজির বড় একটা চোখে পড়ে না···।

আমোদ-প্রমোদের জন্য এ্যান্টনি-ক্লিয়োপেট্রা যেমন নিত্য নতুন অভিনব সব উপায় আবিষ্কার করতেন, কৌশল উদ্ভাবন করতেন, তেমনি নানা সমিতিও স্থাপন করতেন। একটি সমিতির নাম ছিল, 'Inimitable Livers'—প্রধান সদস্য ছিলেন এ্যান্টনি-ক্লিয়োপেট্রা, আর ছিলেন অতিনিকট কয়েকটি বন্ধু। এমন বিচিত্র নামের অর্থ বোধহয় যে, এমনটি আর হয় না, অর্থাৎ যার কার্যকলাপ ছিল অননুকরণীয়। এই সমিতির প্রধান নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেকটি সদস্য পালা করে প্রতিদিন বাকি সদস্যদের ভোজন করাবেন। তাই হত, এক এক দিন এক একজন সদস্য আর সবাইকে খাওয়াতেন।

খাওয়া-দাওয়াটা কেমন ছিল—একটা নমুনা দিলেই বোঝা যাবে।

ফিলোটাস নামে একটি ছেলে তখন আলেকজান্দ্রিয়ায় ডাক্তারী পড়ত। এই বিচিত্র সমিতির নৈশভোজের আয়োজন দেখবার জন্য, একদিন সে রাজপাচকের বিশেষ অনুমতি নিয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করল। তার মনের মধ্যে তখন অপার কৌতূহল। রান্না-ঘরে ঢুকে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন দেখে তো সে হতবাক্, বিশেষ করে যখন দেখল, আট আটটি বুনো শূয়োরকে রোস্ট্ করার জন্য তৈরি করা হচ্ছে, তখন আর সে চুপ করে থাকতে পারল না, বলেই ফেলল, 'আজকে বুঝি অনেক লোক খাবে, এতগুলি শূয়োর যখন ?'

প্রশ্ন শুনে তো পাচকপ্রধান হেসেই অস্থির।

বেচারী ফিলোটাস! সাধারণ জীবনে অভ্যস্ত ফিলোটাস এই রাজ রাজড়াদের ব্যাপার ও কি করে বুঝবে!

পাচক হেসে বলল, 'বারোজনের বেশী নয়…'

'এ্যাঁ!'

'হ্যাঁ… কিন্তু কে কখন খাবেন বলা তো যায় না। হয়তো এ্যাণ্টনি এলেন—কিন্তু এসেই যে খেতে বসবেন তার কোন মানে নেই। হয়তো বা মদ খেতে শুরু করবেন, আর তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেবেন। অথচ মাংসের রোস্ট্ তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে দিতে হবে, নইলে এক মিনিট সময় এদিক ওদিক হলেই সব নষ্ট হয়ে যাবে…সব খাবার সব সময় তৈরি করেই রেখে দিতে হয়। কর্তা যখনই খান না কেন, টাটকা তৈরি খাবারটি দিতে হবে—বাকিগুলি বরবাদ হবে…'

তা বটে!…

ফিলোটাস সেই দিন শুধু চোখ বড় বড় করে বারোজন লোকের জন্য পাঁচশ জনের আয়োজন দেখেছিল…আর দেখেছিল কী সাংঘাতিক অপচয়। শুধু ফিলোটাস নয়, সমস্ত মিশরবাসীই

সেদিন দেখেছিল এ্যান্টনি-ক্লিয়োপেট্রার যুগল উৎসবে কীভাবে টাকাখরচের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। এ্যান্টনির মন যা চেয়েছিল ক্লিয়োপেট্রা কোন দিকে না তাকিয়ে, কোন বিবেচনার অবসর না রেখে তাই করেছিলেন। শোনা যায় ক্লিয়োপেট্রা নাকি একটি-মাত্র ভোজন্‌-উৎসবে নব্বই হাজার পাউণ্ড খরচ করেছিলেন। ক্লিয়োপেট্রাকে বেঁচে থাকতে হবে, নিজের দাবি, ছেলে সিজারিয়ান দাবি নিয়ে তাঁকে বাঁচতে হবে। সুতরাং যতই যা হোক না কেন, এ্যান্টনি খুশি হোন···এ্যান্টনি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে মিশে থাকুন···।

মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলেদের মতো মিশরে এ্যান্টনির এই সব কাণ্ডকারখানার খবর পল্লবিত আকারে পৌঁছল রোমে। এ্যান্টনির নিন্দেয় সমস্ত রোম ছেয়ে গেল। রোমের লোক এ্যান্টনিকে ধিক্কার দিতে লাগল। এ্যান্টনির মতো বীরপুরুষ কিনা শেষপর্যন্ত একটা মেয়ের পায়ে ঐ রকম করে মাথা গুঁজে দিল! আর সে যেমন ইঙ্গিত করছে, এ্যান্টনি অমনি বাঁদরনাচ নাচছে! আরে ছি-ছি!

মিশরের যখন এই অবস্থা, এ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রা যখন হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছেন ঠিক সেই সময় রোম থেকে দুটি সংবাদ এল—সুসংবাদ নয়—দুঃসংবাদ।

স্ত্রী ফালভিয়ার সঙ্গে এ্যান্টনীর ভাই লুসিয়াসের মধ্যে বহু দিন ধরে ঝগড়া-ঝাঁটি চলছিল। পরে তাঁদের মধ্যে আবার মিল হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন আগে তাঁরা দুজন মিলিতভাবে অক্টেভিয়ান সিজারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। খবর পাওয়া গেল, তাঁরা শোচনীয়ভাবে হেরেছেন—এমনভাবে হেরেছেন যে, অক্টেভিয়ান তাঁদের তাড়িয়ে নিয়ে একেবারে ইটালি থেকে বার করে দিয়েছেন।

অন্য আর একটি খবর, সেনাপতি লেবিনাসের নেতৃত্বে পার্থীয়রা ইউফ্রেতিস নদী ও সিরিয়া থেকে আরম্ভ করে একেবারে লিডিয়া ও আয়োনিয়া পর্যন্ত সমস্ত জায়গা ধ্বংস করে ফেলেছে।

এতদিনে এ্যাণ্টনির টনক নড়ল। এবার তিনি বুঝতে পারলেন, এখনও যদি তিনি জেগে ঘুমিয়ে থাকেন তাহলে যা অবস্থা দাঁড়াচ্ছে, এবং পরে যা দাঁড়াবে, তাতে তাঁকে আর কোনদিন কিছু করে খেতে হবে না।

এ্যাণ্টনির যোদ্ধৃসত্তা অনেকদিন বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গিয়েছিল। এবার তা ফিরে এল, এ্যাণ্টনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন···পার্থীয় অভিযানে যাত্রা করলেন এবং ফিনিশিয়া পর্যন্ত পৌঁছলেন। আর ঠিক ঐ সময়েই একখানা চিঠি পেলেন স্ত্রী ফাল্‌ভিয়ার কাছ থেকে।

ফালভিয়া বড় দুঃখে চিঠিখানা লিখেছিলেন···ইটালি থেকে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে যে কত দুঃখ অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে তার ঠিক নেই। এ্যাণ্টনির মতো যাঁর স্বামী তাঁর কেন এত দুঃখ থাকবে? তাঁকে কেন এত পরাজয় লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে··· ?

এ্যাণ্টনি চিঠিখানা পড়ে খুব দুঃখিত, খুব চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

এ্যাণ্টনি তাড়াতাড়ি পার্থীয় অভিযান সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে শ' দুয়েক জাহাজ নিয়ে ইটালির দিকে মুখ ফেরালেন।

অনেক দিন পরে মনে পড়ল স্ত্রী ফালভিয়াকে। এ্যাণ্টনি শুনেছিলেন যে, সবে ঘটে-যাওয়া গৃহযুদ্ধের মূল কারণ নাকি ছিলেন ফালভিয়াই। তার উগ্র প্রকৃতি, রূঢ় ব্যক্তিত্ব, অশান্ত ব্যবহারেই নাকি বিরোধী পক্ষ ভীষণ খেপে গিয়ে সব তছনছ করে দিয়েছিল। সব শুনে ফালভিয়ার ওপর এ্যাণ্টনির তো রাগই হয়ে গেল···'কী বেয়াক্কেলে স্বভাব যে, যুদ্ধ বেধে গেল···আর আমাকে সব ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে হল!'

অবশ্য ফালভিয়া যে এ্যাণ্টনিকে মিশরের কবল থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যই রোমে গোলমালটি লাগাননি, এমন কথাই বা কে জোর করে বলতে পারে!

ফালভিয়া অধীর আগ্রহ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করার

জন্য এগিয়ে আসতে লাগলেন, কিন্তু পথে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সিসিয়নে ফালভিয়া মারা গেলেন।

সেদিন ফালভিয়ার মৃত্যু এ্যান্টনির পক্ষে রাজনৈতিক আশীর্বাদ স্বরূপ হয়েছিল। কেন না, এই মৃত্যুর ফলেই এ্যান্টনির সঙ্গে অক্টেভিয়ান সিজারের একটা মিটমাট হয়ে গেল। কারণ বাইরের দিক থেকে মনে হয়েছিল অক্টেভিয়ানের সঙ্গে ফালভিয়াই ঝগড়া লাগিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি যখন মারা গেলেন, তখন আর কী দরকার গৃহবিবাদের জের টানার? এতে তো কোন পক্ষেরই কোন লাভ নেই, বরঞ্চ ক্ষতি।

আসলে তখন এ্যান্টনি-অক্টেভিয়ান, দুজনেই দুজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। কারণ যে বিপদটা ইতিমধ্যে ঘনিয়ে আসছিল, তাতে দুজনকারই অবস্থা কাহিল হবার উপক্রম হয়েছিল।

বিপদটা ধোঁয়াচ্ছিল সেক্স্‌টাস পম্পেয়াসের কাছ থেকে।

জুলিয়াস সিজারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পরাজিত ও নিহত পম্পের ছেলে ছিলেন এই সেক্স্‌টাস পম্পেয়াস। পম্পেয়াস ইতিমধ্যে সিসিলি অধিকার করে সেখানে বেশ শক্ত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বন্ধুত্ব করেছিলেন তখনকার দিনের অতি ভীতিপ্রদ জলদস্যুসর্দার মেনাস আর মেনাক্রেটিসের সঙ্গে। মেনাসের পরিচালনায় সেক্স্‌টাস পম্পেয়াসের নৌশক্তি অপরাজেয় হয়ে উঠেছিল। ইটালির গোটা তীরভূমিটাই কাঁপত মেনাস ও মেনাক্রেটিসের অনুচর জলদস্যুদের ভয়ে—এমন ভয় যে, কোন জাহাজই সহজে ঐ জলপথে চলতে সাহস পেত না···ও পথে গেলে যে মৃত্যু নির্ঘাত, এ সবাই জানত।

পম্পেয়াসের সঙ্গে বোঝাপড়া করার আগে এর মধ্যে আবার আর একটি ঘটনা ঘটেছিল।

অক্টেভিয়ান এ্যান্টনিতে আবার বন্ধুত্ব হল বটে, কিন্তু এই

বন্ধুত্ব যাতে স্থায়ী হয়, আরও দৃঢ় হয়, সেজন্য এ্যান্টনির কাছে একটা প্রস্তাব পেশ করা হল···একটি বিয়ের প্রস্তাব।

অক্টেভিয়ানের একটি বড় বোন ছিলেন। নাম—অক্টেভিয়া, সৎ বোন। তাহলেও অক্টেভিয়ান এই বোনটিকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন। শুধু অক্টেভিয়ান নয়, যে দেখত সেই ভালোবাসত। না বাসার তো কারণ নেই। কেন না অক্টেভিয়া ছিলেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

কেয়াস মার্সেলাসের সঙ্গে অক্টেভিয়ার বিয়ে হয়েছিল। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি মারা গেছেন। একদিকে সদ্য পতিহারা অক্টেভিয়া, অন্য দিকে সদ্য পত্নীহারা এ্যান্টনি। মনে হয় দুজনকে মিলিয়ে দেবার জন্যই যেন এঁর স্বামী, ওঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। সুতরাং গণ্যমান্য পরিজনেরা একবাক্যে বললেন, এ্যান্টনি-অক্টেভিয়ার বিয়ে হোক, তাঁদের বিয়ের মাধ্যমে এ্যান্টনি-অক্টেভিয়ানের বন্ধুত্ব স্থায়ী হোক, সার্থক হোক।

রোমে নিয়ম ছিল স্বামীর মৃত্যুর দশ মাসের মধ্যে বিধবা দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না।

কিন্তু রোমের মঙ্গলের দিক থেকে এ্যান্টনি ও অক্টেভিয়ার বিয়ে হওয়াটা এত আশু প্রয়োজন ছিল, যার জন্য সেনেট বিশেষ অনুমতি দিয়ে দশমাস পার হওয়ার আগেই বিয়েটা ঘটিয়ে দিলেন···।

এ্যান্টনি বিয়ে করলেন অক্টেভিয়াকে—অত্যন্ত ধীরা, সুশীলা, স্থির বুদ্ধিমতী মেয়ে অক্টেভিয়া।

এ্যান্টনি কি ক্লিয়োপেট্রাকে ভুলে গেলেন? তিনি কি ভুলে গেলেন তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ, তাঁর যৌবনমহিমা? ভোলেননি নিশ্চয়, রাজনীতির খাতিরে কিছুদিনের জন্য ক্লিয়োপেট্রার স্মৃতিকে এ্যান্টনি মনের গভীরে ঠেলে দিয়েছিলেন মাত্র। ক্লিয়োপেট্রাকে তিনি বিধিমতে বিয়ে করেননি, সুতরাং তাঁর মধ্যে সামাজিক কর্তব্যের কোন টানা-পোড়েন না থাকাই স্বাভাবিক। উপরন্তু এ্যান্টনির

মতো বুদ্ধিমান লোক নিশ্চয় বুঝেছিলেন—তাঁর কোন কাজ বা ব্যবহারের জন্য ক্লিয়োপেট্রা অভিমান করতে পারেন, সাময়িক ভাবে রুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু তাঁকে ত্যাগ করতে পারেন না। করবেন কি করে? ক্লিয়োপেট্রা যে স্বপ্ন দেখছেন, একদিন এ্যাণ্টনি এক বিরাট প্রাচ্যসাম্রাজ্য গড়ে তুলবেন, আর সেই সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসবে পুত্র সিজারিয়ন। মা ক্লিযোপেট্রার যে অনেক আশা। এ্যাণ্টনির পৌরুষ, এ্যাণ্টনির শক্তি ছাড়া সে আশার প্রদীপ জ্বলবে কি করে? এ্যাণ্টনি ছাড়া ক্লিয়োপেট্রার যে গতি নেই, একথা এ্যাণ্টনি ছাড়া আর কে বেশী জানতেন?

অক্টেভিয়াকে বিয়ে করতে গিয়ে তাই এ্যাণ্টনি রাজনীতির স্বার্থটাই আগে দেখেছেন। তা ছাড়া অক্টেভিয়াকে দেখে ভালোও লেগেছিল। বেশ নম্র মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে, শান্তিদায়িনী সুযোগ্যা সহধর্মিণী।

এ্যাণ্টনি ক্লিয়োপেট্রার কাছে পেয়েছেন অগ্নিদাহ, অক্টেভিয়ার কাছে—শান্তিবারি। এ্যাণ্টনির জীবনে দুটোরই দরকার ছিল।

এবার এ্যাণ্টনি আর অক্টেভিয়ান তাঁদের মিলিত দৃষ্টি ফেরালেন পম্পেয়াসের দিকে। অক্টেভিয়ান ও এ্যাণ্টনি পম্পেয়াসের সঙ্গে কোন শত্রুতা না করে বরঞ্চ বন্ধুত্বই করতে চাইলেন। সমুদ্রপথেই যখন তাঁদের যাওয়া আসা, তখন সমুদ্রে কোন শত্রু না রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পম্পেয়াসেরও কোন আপত্তি হল না···তোমরা যদি ভালো হও, তবে আমিও ভালো হব···অযথা শত্রুতায় কোন পক্ষেরই লাভ নেই।

তিনজনে একসঙ্গে মিলিত হবার জায়গা ঠিক হল মাইসেনাম অন্তরীপে, সমুদ্রের ধারে ছোট্ট একটি জায়গা।

পম্পেয়াস এলেন জাহাজে করে। ওখানে এসে নোঙর ফেললেন।

এ্যাণ্টনি-অক্টেভিয়ান এলেন স্থলপথে, ওখানে এসে থামলেন।

তিনজন তিনজনের হাত ঝাঁকালেন, তিনজন তিনজনের সঙ্গে ভালোভাবে কথা বললেন—তিনজনের মধ্যে শান্তিচুক্তি হল। ঠিক হল, সেক্স্‌টাস পম্পেয়াস সিসিলি আর সার্ডিনিয়া শাসন করবেন—কোন আপত্তি নেই। তবে সমুদ্রের বুক থেকে জল-দস্যুদের কিন্তু তাড়িয়ে দিতে হবে। সমুদ্র-পথটাকে একটু নিশ্চিন্ত করতে হবে। আর একটা সর্ত—প্রতি বছরে রোমের ভাণ্ডারে শস্য জমা দিতে যেন পম্পেয়াস ভুল না করেন।

ঠিক আছে। পম্পেয়াসের কোন আপত্তি নেই। পম্পেয়াস হৃষ্টচিত্তে এ্যাণ্টনি ও অক্টেভিয়ানকে একদিন খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। তিনজনের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হল তার প্রথম প্রমাণ এই নিমন্ত্রণ।

এ্যাণ্টনি খুশি হয়ে বললেন…'তুমি নেমন্তন্ন করছ, আমরা যাব, আবার আমরা নেমন্তন্ন করব, তুমি আসবে—এতো অতি ভালো প্রস্তাব…কিন্তু তোমার বাড়িটা কোথায়? কোথায় আমাদের খাওয়াবে…?

সেক্স্‌টাস পম্পেয়াস বাঁকা চোখে একবার এ্যাণ্টনির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তারপরে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি খেলিয়ে বললেন, 'ঐ যে…জলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে!'

এ্যাণ্টনি দেখলেন, পম্পেয়াস তাঁর ছয় সারির দাঁড়বিশিষ্ট বিরাট জাহাজখানা দেখাচ্ছেন।

এ্যাণ্টনির বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে পম্পেয়াস বললে, 'ওটাই আমার বাড়ি, পম্পেয়াস তার বাবার কাছ থেকে একমাত্র ঐ বাড়িটাই পেয়েছে…'

এ্যাণ্টনি একটু লজ্জা পেলেন। রোমে পম্পেয়াসের পিতার যে বিরাট প্রাসাদবাড়ীটি রয়েছে সেটি তো এখন এ্যাণ্টনিই দখল করে বসে আছেন—ছেলেকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। এ্যাণ্টনি বুঝতে পারলেন, পম্পেয়াসের এই জ্বালাময় কটাক্ষ ইচ্ছাকৃত, এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত।

জাহাজ থেকে সমুদ্রতীর পর্যন্ত একখানা দড়ির সিঁড়ি বা সাঁকো টাঙিয়ে দেওয়া হল। এ্যান্টনি ও অক্টেভিয়ান তার ওপর দিয়ে সোজা উঠে এলেন জাহাজের অভ্যন্তরে। তাঁরা সাদরে অভ্যর্থিত হলেন।

পম্পেযাস খাওয়ার আয়োজন করেছিলেন খুব। খাওয়ার শেষে আমেজ আনবার জন্য আবার পানীয়ের ঢালাও ব্যবস্থা।

এ্যান্টনির তো সোনায় সোহাগা। তিনি প্রাণভরে মদ খেতে লাগলেন, তারই সঙ্গে চলতে লাগল ক্লিযোপেট্রার প্রেম সম্বন্ধে নানা রকমের চুটকি রসালো আলোচনা···

এ্যান্টনি-অক্টেভিয়ান—দুজনকার কথা যখন বেশ জড়িয়ে এল, চোখ বুজে আধখানা হল, তখন ভীষণদর্শন জলদস্যুসর্দার মেনাস এসে দাঁড়াল পম্পেযাসের কাছে। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, 'দেব নাকি সিঁড়ির দড়ি কেটে? তা হলে শুধু সিসিলি ও সার্ডিনিয়া নয়, গোটা রোমদুনিয়ার মালিক হবেন আপনি···'

ক্ষণেকের জন্য পম্পেয়াসের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, তার পরে অতি শান্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন,···'মেনাস, আমাকে না জানিয়ে যদি কাজটা করতে তাহলে তোমার এ প্রস্তাবে আমার কোন আপত্তি থাকত না। কিন্তু এখন আর তা হয় না· ·আমি জেনে শুনে আমার নিমন্ত্রিত অতিথিদের কোন ক্ষতি করতে পারব না। আমি আতিথ্যের খেলাপ করব না···'

নেশায় বিভোর এ্যান্টনি আর অক্টেভিয়ান জানতেও পারলেন না, তাঁদের মাথার ওপর সেদিন কী বিপদের খাঁড়া নেমে এসেছিল···

পম্পেয়াসের সঙ্গে শান্তি-চুক্তি হয়ে যাবার পর এ্যান্টনি সেনাপতি ভেন্টিডিয়াসকে সেনাবাহিনী দিয়ে পাঠালেন এশিয়ায়—যুদ্ধোন্মুখ পার্থীয়দের অগ্রগতিকে বাধা দিতে হবে।

এ্যাণ্টনি নিজে থাকলেন রোমে। সেখানে রাজ্যের শাসনতন্ত্রে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি অক্টেভিয়ানের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলেন।

প্রথম প্রথম দুজনেই মহা উৎসাহে দুজনের কাজের তারিফ করতে লাগলেন, পরস্পর পরস্পরকে ধন্যবাদ দিলেন।

কিন্তু ক'দিন! বন্ধুত্বের যেখানে গোড়া নেই, সেখানে আগায় জল ঢেলে তো লাভ হয় না।

এ্যাণ্টনি বুঝতে পারলেন, অক্টেভিয়ান প্রতি পদক্ষেপে এ্যাণ্টনির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আর প্রতিকাজেই তিনি এ্যাণ্টনির চাইতে এক ধাপ এগিয়ে থাকছেন···।

এ্যাণ্টনির এই চিন্তার ঝড়ে আবার কুটো যোগাতে লাগলেন এক মিশরীয় গণকঠাকুর। তিনি এ্যাণ্টনির কপাল গুণে বললেন, এ্যাণ্টনি যতদিন অক্টেভিয়ানের সংস্পর্শে থাকবেন, ততদিন তাঁর উন্নতি হবে না। তিনি সর্ববিষয়ে অক্টেভিয়ানের চাইতে পিছিয়ে থাকবেন···।

গণকঠাকুর কী আর এমন বেশী বলবেন! এ্যাণ্টনি নিজেই তো হাড়ে হাড়ে এ কথা বুঝতে পারছেন। দেখা যাক কি হয়।

একটা বিশ্রী অসোয়াস্তিতে এ্যাণ্টনির দিন কাটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, রোম থেকে চলে যাওয়াই স্থির করলেন। অক্টেভিয়ানের ওপর রোমের শাসন ভার ছেড়ে দিয়ে এ্যাণ্টনি অক্টেভিয়াকে সঙ্গে নিয়ে গ্রীসের দিকে পাড়ি দিলেন। সঙ্গে একটি ফুলের মতো শিশু, এ্যাণ্টনি-অক্টেভিয়ার প্রথম সন্তান—একটি মেয়ে।

গোটা শীতকালটা এ্যাণ্টনি এথেন্সে রইলেন। এখানে একটা ভালো খবর পাওয়া গেল যে, ভেন্টিডিয়স পার্থীয়দের পরাস্ত করেছে, এবং ঐ যুদ্ধে পার্থীয় অধিনায়ক লেবিনাস ও আরও কয়েকজন শত্রু-সেনাপতি মারা গেছেন।

এ্যাণ্টনি আনন্দে দু'হাত তুলে খানিকটা নেচে নিলেন, তারপর একটা বিরাট ভোজ দিলেন—শহর জুড়ে সমস্ত বন্ধুজনকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে সে এক তুলনাহীন ভোজ।

ইতিমধ্যে ভেন্টিডিয়াস পার্থীয়দের আবার একটা বিরাট যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন। সেই যুদ্ধে পার্থীয় যুবরাজ প্যাকোবাস মারা গেলেন। পার্থীয়দের এমনভাবে এর আগে কেউ হারাতে পারেনি।

এ্যাণ্টনি ভেন্টিডিয়সকে যথাসাধ্য পুরস্কার ও সম্মান দিলেন।

এদিকটা তো বেশ ভালোই হল, কিন্তু ওদিকে অক্টেভিযানের কাছ থেকে এ্যাণ্টনিবিরোধী বেশ কিছু কথা শোনা গেল। এ্যাণ্টনি অক্টেভিযাসের ওপর রেগে গেলেন, তাবপর তিন শ জাহাজ নিযে প্রথমে ইটালি, তারপর ট্যালেণ্টাসে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

স্ত্রী অক্টেভিযাও স্বামীর সঙ্গে ট্যালেণ্টাসে চলে এসেছিলেন। অক্টেভিয়া এর মধ্যে দ্বিতীয় মেযের জন্ম দিযেছেন। কিন্তু তাঁব মন অত্যন্ত খারাপ। এদিকে প্রিয় ভাই, অন্যদিকে প্রিযতম স্বামী—এই দুইযেব মধ্যে যে বিরোধেব ঘনঘটা ঘনিযে আসছিল, তার ভবিষ্যৎ ভেবে অক্টেভিয়ার রাতের ঘুম দিনেব খাওযা বন্ধ হযে গিযেছিল। এই বিবাদকে তিনি কি করে মেটাবেন? ভাই আর স্বামী—এই দুইযের মাঝখানে বোন বেচাবীর দুর্ভাগ্যই সব চাইতে বেশী!

অক্টেভিযা অবশেষে মন স্থির করলেন, মনে সাহস আনলেন। তিনি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে অনেক রকম বুঝিয়ে স্বামী ও ভাই দুজনের মধ্যে মধ্যস্থতা করে দুজনকে মিলিয়ে দিলেন।

অক্টেভিয়ান ও এ্যাণ্টনির মধ্যে পুনরায় বন্ধুত্বের স্বাক্ষর পড়ল।

অক্টেভিয়ান ও এ্যাণ্টনির মধ্যে চুক্তি হল যে, অক্টেভিয়ান কিছু সৈন্য দেবেন, প্রতিদানে এ্যাণ্টনি অক্টেভিয়ানকে দেবেন খানকতক যুদ্ধজাহাজ।

সব কিছু মিটমাট হয়ে যাওয়ার পর অক্টেভিয়ান তৈরি হলেন পম্পেয়াসের বিরুদ্ধে সিসিলি জয় করার জন্য, আর এ্যাণ্টনি প্রস্তুত হলেন পার্থিয়ার বিরুদ্ধে চরমভাবে জয়লাভের জন্য।

এ্যান্টনি ওখানে অক্টেভিয়া ও তাঁর বাচ্চা মেয়ে দুটিকে রেখে এশিয়ার দিকে রওনা হলেন। অক্টেভিয়ার ওপর আরও একটু দায়িত্ব পড়ল। সেটি হল, নিজের সন্তান দুটি ছাড়া এ্যান্টনি ফালভিয়ার সন্তান কটিরও ভার নেওয়া। এ্যান্টনি অক্টেভিয়ার ওপর অন্তঃপুরের সব কিছু ভার চাপিয়ে সংসার সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে এশিয়ার পথে সিরিয়ায় পাড়ি জমালেন।

এরপর আবার শুরু হল নাটক।

এশিয়ার মাটিতে পা দিয়েই এ্যান্টনি অস্থির হয়ে উঠলেন— ক্লিয়োপেট্রাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। ক্লিয়োপেট্রাকে তো তিনি ভোলেননি। উন্মাদনায় ভরা সে জীবন, মিশরের নানা রঙের সেই দিনগুলি আর যেই ভুলুক, এ্যান্টনি ভুলবেন না, ভুলতে পারেন না··· ক্লিয়োপেট্রা আবার তাঁর কাছে আসুন, আবার মেলে ধরুন তাঁর আদিম সুষমামণ্ডিত বিদ্যুৎ-ঝলোমলো দেহবল্লরী···অক্টেভিয়া মাটির প্রদীপ হয়ে থাকুন গৃহকোণে, স্নিগ্ধ করুন এ্যান্টনির গার্হস্থ্য জীবন। কিন্তু এই জীবনে আর কেউ নয়, শুধু অগ্নিময়ী ক্লিয়োপেট্রা।

এ্যান্টনি দূত পাঠালেন মিশরের দরবারে···'তুমি এস, ক্লিয়োপেট্রা, এ্যান্টনি তোমার অপেক্ষায় অস্থির হয়ে বসে আছে···তুমি এস···'

এ্যান্টনি মিশরকে কাছে টানার চেষ্টা করেছিলেন আরও একটি কারণে—শস্য চাই। পার্থীয় অভিযানে বহু সৈন্যের মুখে খাদ্য যোগাতে হবে। সে ভার মিশরের। মিশর শস্য যোগাবে।

ক্লিয়োপেট্রা এ্যান্টনির সাদর আহ্বানের প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। সেই কবে এ্যান্টনি দেশে ফিরে গিয়েছেন, তারপর অক্টেভিয়ানের সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব পাতিয়েছেন, অক্টেভিয়াকে বিয়ে করেছেন, তাঁকে দুটি সন্তান দিয়েছেন—এই সব খবর যথাসময়ে ক্লিয়োপেট্রা শুনেছেন। ক্লিয়োপেট্রা অভিমান করেছেন। আবার নিজের পরিণাম চিন্তা করে বিষণ্ণ হয়ে উঠেছেন। এ্যান্টনির মন থেকে যদি সিডনাস নদীর ছবি, আলেকজান্দ্রিয়ার রাতের স্মৃতি ফিকে হয়ে

আসে, তাহ'লে তাঁর কি উপায় হবে? নিজের সব কিছু দিয়েই তো ক্লিয়োপেট্রা এ্যাণ্টনিকে ভুলিয়েছিলেন, নিজের অদৃষ্ট সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন! কিন্তু তখন কি হবে? এ্যাণ্টনি ফিরে আসবেন তো?

তাই শেক্স্পীয়রের নাটকে রোম থেকে আগত দূতকে ক্লিয়োপেট্রা বার বার জিজ্ঞেস করেছেন, 'অক্টেভিয়াকে কেমন দেখতে, সে কি সুন্দরী? দীর্ঘাঙ্গী? মৃদুভাষিণী…?'

অভিমান হয়েছিল, ভয়ও পেয়েছিলেন, তবু রাণী ক্লিয়োপেট্রার মনের কোণে কেমন যেন এক বিশ্বাস ছিল, এ্যাণ্টনি ফিরে আসবেন।

স্থূল রসের রসিক এ্যাণ্টনি। তাঁর কাছে বুদ্ধিমতী ক্লিয়োপেট্রা নিজেকে স্থূলভাবেই লুটিয়ে দিয়েছিলেন, এ্যাণ্টনির লোভকে তিনি তীব্রতর করে তুলেছিলেন।

লোভী এ্যাণ্টনি, দুর্নিবার এ্যাণ্টনি ক্লিয়োপেট্রাকে কখনও ভুলতে পারেননি।

অক্টেভিয়াকে এ্যাণ্টনি সম্মান করেন, ক্লিয়োপেট্রাকে তিনি ভালোবাসেন—একজন লক্ষ্মী, আর একজন উর্বশী। তাই ক্লিয়োপেট্রাকে দেখলে এ্যাণ্টনি উদ্দাম হয়ে ওঠেন। সেই উদ্দাম-আবেগেই তিনি ক্লিয়োপেট্রাকে ডেকে পাঠালেন—'আমি ফিরে এসেছি, ক্লিয়োপেট্রা…তুমি এস…'

ক্লিয়োপেট্রা এলেন। কত দিন পরে দেখা! সেই চার বছর আগে খ্রীঃ পূঃ ৪০ অব্দে এ্যাণ্টনি ক্লিয়োপেট্রার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিশর ছেড়েছিলেন, আর এখন খ্রীঃ পূঃ ৩৬ অব্দ। খ্রীঃ পূঃ ৪০ অব্দে এ্যাণ্টনি চলে যাওয়ার পরেই ক্লিয়োপেট্রা জন্ম দিয়েছিলেন দুটি জমজ সন্তানের, একটি ছেলে একটি মেয়ে। বাপ এ্যাণ্টনি এই প্রথম সন্তানদুটিকে দেখলেন।

ক্লিয়োপেট্রা ছেলের নাম রেখেছিলেন আলেকজাণ্ডার হেলিয়স,

মেয়ের নাম ক্লিয়োপেট্রা সেলেন। ছেলে সূর্যের প্রতীক, মেয়েটি চন্দ্রের।

প্রথম ক'দিন দিন আর রাত কোথা দিয়ে কেটে গেল, তার কোন হিসেব এ্যান্টনি বা ক্লিয়োপেট্রা রাখলেন না। তাঁদের শুধু মনে হল, নীল আকাশের গায়ে উড়ে-যাওয়া বলাকার মতোই তাঁদের জীবন—ঝড় নেই, চিন্তা নেই ·

এ্যান্টনি মেতে উঠলেন ক্লিয়োপেট্রাকে নিয়ে—'বল, ক্লিয়োপেট্রা তোমার আর কি চাই···ফিনিসিয়া, কলিসিরিয়া, সাইপ্রাস—এই সব কটি রাজ্য তোমার। আরও দিচ্ছি—সিলিশিয়া ও জুডিয়ার এতটা, আর আরবের এই অংশটাও তোমার···এত বড় রাজ্যের অধীশ্বরী শুধু তুমি···আমার ক্লিয়োপেট্রা, আমার রাণী। বল তুমি খুশি হয়েছ? আর আমার ওপর তোমার কোন রাগ নেই, অভিমান নেই··· ?'

এ্যান্টনি পৌরুষ-আবেগে ক্লিয়োপেট্রাকে কাছে টেনে নিলেন। কে বলবে ক্লিয়োপেট্রার ত্রিশের ওপর বয়স! যেন সকালের শিশিরভেজা একমুঠো ফুল···সুরভি সৌন্দর্যে ফুটে উঠেছে।

ক্লিয়োপেট্রার মুখে হাসি, মনে আনন্দের করতালি। এতগুলি রাজ্য তাঁর হাতে! প্রাচ্য সাম্রাজ্যের স্বপ্ন তাহলে সফল হতে চলেছে··· !

ক্লিয়োপেট্রার মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠল। তাঁর জীবনের পরম আশ্বাস মার্ক এ্যান্টনি, সহস্র অক্টেভিয়াও পারবে না ক্লিয়োপেট্রার বন্ধন থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিতে।

ক্লিয়োপেট্রার হাসিমুখ দেখে এ্যান্টনিও ঝলমল করে ওঠেন··· 'আমার ভেনাস, আমার আফ্রোদিতি···'

রোমে খবর পৌছলো, এ্যান্টনি মুড়ি-মিছরির মতো ক্লিয়োপেট্রাকে রাজ্য বিলোচ্ছেন। শুধু তাই নয়, যে রাজাদের ওপর ক্লিয়োপেট্রার রাগ ছিল, এ্যান্টনিকে দিয়ে তিনি তাঁদের

কাউকে প্রাণদণ্ডের বিধান দিচ্ছেন, কাউকে বা তাড়িয়ে দিচ্ছেন। ক্লিয়োপেট্রার খেয়াল খুশিতে এ্যান্টনি চলেছেন—তাতে নিজের যতই ক্ষতি হোক না কেন।

ক্লিয়োপেট্রা আর একটি সন্তানের মা হলেন, পুত্র সন্তান- নাম রাখলেন টলেমি ফিলাডেলফস্।

ক্লিয়োপেট্রা-দহে এ্যান্টনি ভালো করেই ডুবলেন।

রোমবাসীরা এ্যান্টনিকে ধিক্কার দেবার আর কোন ভাষা খুঁজে পেল না।

এ্যান্টনি লজ্জা পাননি, হারকিউলিসের বংশ তো বাড়বেই। দেশবিদেশের ছেলেরা গর্ব করবে হারকিউলিসকে নিজেদের পূর্বপুরুষ বলে। তবেই না হারকিউলিসের জয়! হারকিউলিসের মতো বীর কখনও একটি মাত্র জায়গায় নিজেকে সঙ্কুচিত করে রাখতে পারেন? পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি যে তাহলে সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবেন। তাই তো এ্যান্টনির ফালভিয়া ছিলেন, অক্টেভিয়া আছেন, সবার ওপরে আছেন ক্লিয়োপেট্রা। বিভিন্ন জনপদে এ্যান্টনির বংশধরেরা হারকিউলিস-এ্যান্টনির জয়গান গাইবে। এতে রোমবাসীদের এত ধিক্কারের কি আছে, এ্যান্টনি ভেবে পান না। অবশ্য লোকের কথায়, লোকের নিন্দেতে এ্যান্টনি কান পাতেন না—ওসব তিনি গ্রাহ্য করেন না।

এর পর এ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রাকে সঙ্গে নিয়ে ইউফ্রেতিস নদী পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। তারপর সিরিয়ার ভেতর দিয়ে আরও কিছু দূর এগিয়ে ক্লিয়োপেট্রা এ্যান্টনির কাছ থেকে যে সব নতুন রাজ্যগুলি পেয়েছিলেন, সেগুলি দেখে আবার ফিরে এলেন।

ক্লিয়োপেট্রা ফিরে এলেন মিশরে। ক্লিয়োপেট্রার মনে এখন অনেক আশা, কাজে এখন অনেক উৎসাহ। মিশরের মুদ্রায় দেখা গেল খোদাই করা এ্যান্টনির মুখ—অবশ্য রাজা হিসেবে নয়, কল্যাণকৃৎ বন্ধু নায়ক হিসেবে।

ক্লিয়োপেট্রা এ্যান্টনিকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরলেন।

এবার আবার আরম্ভ হল পার্থীয় অভিযান। এ্যাণ্টনি এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আরব ও আর্মেনিয়ার ভেতর দিয়ে যাত্রা শুরু করলেন, অধীনস্থ রাজারা প্রচুর সৈন্য ও অন্যান্য সাহায্য পাঠালেন।

শীতকাল। ভীষণ ঠাণ্ডা। তার ওপর ঝড় আর বৃষ্টি। সাদা চাদরের মতো কুয়াশার আবরণ—এরই মধ্যে এ্যাণ্টনির মন অস্থির হয়ে উঠল—ক্লিয়োপেট্রা আসুন, সমস্ত শীতকালটা আবার তাঁরা একসঙ্গে কাটাবেন···।

ফল হল বিষময়। অভিযানের পেছনে যে নিষ্ঠাটুকু থাকা দরকার ছিল তাতে টান ধরল। যে সময় যুদ্ধ আরম্ভ করার কথা তার অনেক আগেই তাড়াহুড়ো করে এ্যাণ্টনি যুদ্ধ আরম্ভ করে দিলেন। নিজের বুদ্ধি বিশ্বাস সব কিছু হারিয়ে এ্যাণ্টনির তখন একমাত্র উদ্দেশ্য, কোনরকমে যুদ্ধ শেষ করে ক্লিয়োপেট্রার একান্ত সংগোপনে আশ্রয় নেওয়া।

পরিণতিতে যা স্বাভাবিক তাই হল।

মিডিয়া রাজ্যের রাজা ফ্রায়াটিসের প্রচণ্ড আক্রমণে এ্যাণ্টনির সৈন্য-সেনাপতি তছনছ হয়ে গেল। ফ্রায়াটিস আগেই খবর পেয়েছিলেন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যেভাবে গুছিয়ে আসা উচিত ছিল, এ্যাণ্টনি সেভাবে আসেননি, তাড়াহুড়ো করে অনেক কিছুই পেছনে ফেলে এসেছেন। ফ্রায়াটিস এই সুযোগে এ্যাণ্টনিকে একেবারে নাজেহাল করে দিলেন। এ্যাণ্টনির হাজার দশেক সৈন্য মারা গেল, আর অসংখ্য বন্দী হল।

এ্যাণ্টনি প্রমাদ গুণলেন।

বিপদ আরও ঘনিয়ে এল, যখন শীত আরও চেপে বসল। এরই সঙ্গে যোগ দিল দুর্ভিক্ষ ও অনাহার। এ্যাণ্টনি ধৈর্য বা সাহস হারালেন না। অনাহারে দুর্বল, রোগগ্রস্ত সৈন্যদের নিয়ে শৌর্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের ওপর এ্যাণ্টনি দেখালেন তাঁর

পরম-প্রীতি, অশেষ মমতা। মুমূর্ষু সৈন্যদের কাতরোক্তিতে এ্যান্টনির চোখ জলে ভরে উঠতে লাগল। আহত সৈন্যরা তাদের অতি প্রিয় সেনাপতির হাত জড়িয়ে ধরতে লাগল…। 'মহান এ্যান্টনি যতক্ষণ, আমরাও ততক্ষণ…এ্যান্টনি নিজেকে নিরাপদে রাখুন।'

যুদ্ধক্ষেত্রে কিন্তু আর দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব হল। ফ্রায়াটিসের নেতৃত্বে পার্থীয়রা চারদিক থেকে এ্যান্টনির সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাল। মুখোমুখি হাতাহাতি যুদ্ধ হল।

ওদিকে খাদ্যের অভাব দুর্নিবার হয়ে দেখা দিল। প্রচুর সৈন্য অনশনে মারা গেল, আবার যা তা খেয়েও অনেক সৈন্য শেষ শয্যা নিল। যুদ্ধক্ষেত্রে খাদ্যের অভাবের চাইতে ভয়াবহ আর কিছু নেই। আর সব চাইতে ভয়াবহ হল জলের অভাব…। এ্যান্টনি আর তাঁর সেনাবাহিনীকে পার্থীসবা এমনভাবে ঘিরে ধরল যে, এই ব্যূহ থেকে এ্যান্টনি শুধু একটু পালাবার পথ খুঁজতে লাগলেন—জল নেই, খাদ্য নেই—শুধু শত্রুর আক্রমণ, রোগ, মৃত্যু আর হতাশা।

এ্যান্টনি পার্থীয়দের সঙ্গে আর কিছুতেই এঁটে উঠতে পারলেন না, অশেষ বিপদ কষ্ট সহ্য করে অবশেষে এ্যান্টনি এসে পৌঁছলেন মিডিয়া ও আর্মেনিয়া রাজ্যের মাঝখানে আরেক্সেস নদীর ধারে।

এখানে এসে বিধ্বস্ত সৈন্যবাহিনী যেন একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

এ্যান্টনি খতিয়ে দেখলেন, তিনি বিশ হাজার পদাতিক আর চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য হারিয়েছেন।

এত হারানোর দুঃখেও এ্যান্টনি ভুলতে পারলেন না ক্লিয়োপেট্রাকে। ক্লিয়োপেট্রাকে দেখবার জন্যই তিনি এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন সমুদ্রের ধারে—সাইডন ও বেরিটাসের মধ্যবর্তী হোয়াইট ভিলেজ নামে একটি জায়গায়। কথা ছিল ক্লিয়োপেট্রা সেখানে আসবেন, এ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রার সাক্ষাৎ হবে।

এ্যান্টনি মনেপ্রাণে এতদূর অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যে, তীব্র শীত ও তুষার ঝড়কে উপেক্ষা করেই তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে হোয়াইট ভিলেজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

একেই পার্থীয়ার যুদ্ধে প্রচুর সৈন্য মারা গেছে, তার ওপর উপযুক্ত সময় আসার আগেই বেরিয়ে পড়াতে শীতে হিম হয়ে আরও আট হাজার সৈন্য মারা গেল।

এতগুলো লোকের প্রাণহানি একেবারে অনর্থক। ক্লিয়োপেট্রাকে দেখার তাড়াতেই এ্যান্টনি আট হাজার সৈন্যকে এইভাবে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলেন। শীতের তীব্রতা কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে এ্যান্টনিকে এই দুঃসময়ে এতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত না।

যাঁর জন্য এত তাড়াহুড়ো করে আসা, হোয়াইট ভিলেজে এসে কিন্তু দেখা গেল সেই ক্লিয়োপেট্রা তখনও এসে পৌঁছননি।

এ্যান্টনি হতাশ হয়ে পড়লেন। ক্লিয়োপেট্রা না আসা পর্যন্ত এ্যান্টনি খেতে বসতে শুতে কোন স্বস্তি পেলেন না। তিনি জানতেন ভারাক্রান্ত মন ক্লিয়োপেট্রার স্পর্শে নতুন করে উৎসাহ পাবে, জীবন পাবে।

অবশেষে ক্লিয়োপেট্রা এলেন। এ্যান্টনির স্বল্পসংখ্যক হৃতসর্বস্ব সৈন্যদের জন্য তিনি নিয়ে এলেন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপহার— অনেক পোষাক পরিচ্ছদ, অনেক টাকা।

সৈন্যদল সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল···ক্লিয়োপেট্রার জয় হোক, তিনি দীর্ঘজীবী হোন···তারা অভিভূত হয়ে ভাবল··· আমাদের জন্য রাণীর এত মমতা, এত প্রীতি!

অবিশ্যি অনেকের মতে টাকাটা নাকি ক্লিয়োপেট্রার নামে এ্যান্টনিই দিয়েছিলেন···ক্লিয়োপেট্রা জনপ্রিয় হবেন এই আশাতেই···।

নিরালা কক্ষে এ্যান্টনি তখন ক্লিয়োপেট্রাকে দুটি আকুল-হাতে টেনে নিয়েছেন নিজের ব্যূঢ়োরস্ক বক্ষে···'বল, তুমি আমাকে ভুলে যাওনি···বল, আমাকে ভালোবাস · আমার মতো সবকিছু বিসর্জন দিয়ে ভালোবাস?'

ক্লিয়োপেট্রা মধুর কটাক্ষে হাসেন, তাঁর নীলচোখে ভাষা ফুটে ওঠে···

এ্যান্টনি মুখের কাছে ক্লিয়োপেট্রা তুলে ধরেন মদিরোচ্ছ্বসিত পাত্র। এ্যান্টনি সুরাপাত্রে চুমুক দেন, এ্যান্টনির ভাগ্যে এত সুখ এত পূর্ণতাও ছিল !

নেশায় বিভোর হয়ে এ্যান্টনি নিজের মনেই মাথা নাড়েন··· তারিফ করেন নিজের ভাগ্যকে···

কয়েকদিন পরে একটা ভালো খবর এল।

মিডিয়ার রাজা ও পার্থিয়ার রাজার মধ্যে এতদিন যে বন্ধুত্ব ছিল, তাতে চিড় খেয়েছে। মিডিয়ার রাজা এ্যান্টনির সাহায্য প্রার্থী, মিত্রতাকাঙ্ক্ষী। পার্থীরাজ ফ্রাযাটিসের বিরুদ্ধে তিনি এ্যান্টনিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

এ্যান্টনি লাফিয়ে উঠলেন। এই তো ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন! তিনি মস্ত সুযোগ এনে দিয়েছেন! মিডিয়-রাজা যদি দুর্ধর্ষ ধনুর্ধারী ও অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেন তা হলে এ্যান্টনি, শুধু পার্থিয়া কেন, কাউকে পরোয়া করেন না।

এ্যান্টনি হৃতশক্তি ফিরে পেলেন। যোদ্ধার বেশে তৈরি হয়ে আর্মেনিযায় মিডিয়ার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করার সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। সৈন্যরা সব হতাশা ঝেড়ে ফেলে আবার নতুন শক্তিতে উঠে দাঁড়াল।

ঠিক এই সময়ে সব কিছু প্রস্তুতির মোড় ঘুরে গেল। হঠাৎ খবর এল, অক্টেভিয়া ভাইয়ের বিশেষ অনুমতি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন···

অক্টেভিয়া রওনা দিয়েছেন···

শান্ত সুশীলা অক্টেভিয়া অভিমান করতে জানেন না। শুধু নিজের মনেই বলেন…'কত দিন হয়ে গেল তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি…আর কতদিন তোমাকে ছেড়ে থাকব গো…'

বিরহবেদনার একটা ভারী পাথর যেন অক্টেভিয়ার বুকখানাকে চেপে রেখেছে।

অক্টেভিয়া কল্পনা করেন, তিনি যেন দুহাতের মুঠি দিয়ে এ্যাণ্টনির সুন্দর কোঁকড়ানো চুলগুলি টেনে টেনে দিচ্ছেন, এ্যাণ্টনি তাঁর একান্ত কাছে শুয়ে আছেন, বিশ্রামের সুখে তিনি বিভোর…

অক্টেভিয়ার মনে স্বামী সম্বন্ধে কোন অভিযোগ নেই, কোন অনুযোগ নেই, শুধু একবার দেখতে ইচ্ছে করে। এত বড় একটা যুদ্ধে এ্যাণ্টনির শরীর ভালো আছে তো?

কর্মব্যস্ত অক্টেভিয়ানের সামনে ধীর পায়ে অক্টেভিয়া গিয়ে দাঁড়ালেন।

অক্টেভিয়ান মুখ তুলে বোনের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন,…'হঠাৎ এখানে? কিছু বলবে?'

'আমি স্বামীর কাছে যাব…'

'স্বামীর কাছে? মানে এ্যাণ্টনির কাছে…?' অক্টেভিয়ান উত্তেজনায় চীৎকার করে উঠলেন, 'সে কোথায় আছে, কার সঙ্গে আছে, জান কিছু…?'

ভাইয়ের কথায় বোনের মাথা সামান্য নীচু হয়ে এল। অক্টেভিয়া সব জানেন বইকি। কিন্তু তবু তিনি স্বামীর কাছে একবার যাবেনই। কতদিন যে দেখা হয় না…

অক্টেভিয়ান হঠাৎ বলে উঠলেন, 'বেশ, সেই ভালো…' স্থির গলাতেই বললেন, 'তুমি একবার দেখা করে এস,…তোমার একবার যাওয়াই উচিত…'

অক্টেভিয়া বিস্মিত হলেন। স্বামীর সঙ্গে দেখা করার কথায়

যে-ভাই একটু আগে অতখানি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি হঠাৎ এতটা শান্ত হয়ে গেলেন কেন? সম্মতিই বা দিলেন কেন…?

অক্টেভিয়া সেদিন ভাই অক্টেভিয়ানের কথার এই হঠাৎ তারতম্য বুঝতে পারেননি।

অক্টেভিয়ানের মনের গভীরে তখন আরেকটি কৌশল জাল বুনতে শুরু করেছিল।

বুদ্ধিমান বাস্তবজ্ঞানী অক্টেভিয়ান খুব ভালো করেই জানতেন, অক্টেভিয়ার এই স্বামীসন্দর্শন যাত্রা মোটেই শুভ হবে না। ক্লিয়োপেট্রার বাহুবন্ধনে বন্দী এ্যান্টনি কখনও স্ত্রী অক্টেভিয়াকে স্বাগত জানাবেন না। বরঞ্চ অবজ্ঞা করে তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন, প্রকারান্তরে তাঁকে অপমান করবেন।

আর তখনই…

অক্টেভিয়ানের হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠল…

…তখনই অক্টেভিয়ানের কাছে পরম সুযোগ আসবে এ্যান্টনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার। বোনকে অপমান করা মানেই তো ভাইকে অসম্মান দেখানো। ভাই যদি তখন ভগ্নীপতির বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যায় তাহলে রোমের সেনেটও কিছু বলবে না, রোমের প্রজারাও কিছু করবে না…।

এ্যান্টনি যাতে অক্টেভিয়াকে অপমানিত করেন, অবজ্ঞা দেখান, নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তারই এক বিরাট পথ খুঁড়লেন মহাবুদ্ধিমান অক্টেভিয়ান…'দেখি, এ্যান্টনি,…তুমি কত বড় বুদ্ধিমান, কত বড় বীর…'

অক্টেভিয়ানের চোয়ালদুটি শক্ত হয়ে উঠল।

'স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী দেখা করবে এতে আর আপত্তির কি আছে? তুমি যাও, যা কিছু দরকার, সব কিছু গুছিয়ে নাও…' অক্টেভিয়ান অক্টেভিয়ার যাত্রা সুগম করতে সাহায্য করলেন।

অক্টেভিয়া রোম থেকে যাত্রা করলেন, সঙ্গে সামরিক পোষাক-পরিচ্ছদ, অর্থ, গবাদি পশু, নানারকম উপহার আর বাছাইকরা অস্ত্র ও বস্ত্রে সজ্জিত দু'হাজার সৈন্য।

স্বামী যুদ্ধ-অভিযানে লিপ্ত, তাঁকে সাহায্য না করলে চলবে কেন? স্ত্রী যুদ্ধ করতে না পারেন, যুদ্ধের উপকরণ জুগিয়ে স্বামীকে সাহায্য তো করতে পারেন!

অক্টেভিয়া যোদ্ধা স্বামী-সন্দর্শনে উপযুক্ত উপহার নিয়ে এগিয়ে গেলেন। কত দিন পরে স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে। এ্যাণ্টনির মতো স্বামী! শক্তি সৌন্দর্যের এক অনুপম সমন্বয়, এমন স্বামীর স্ত্রী হতে পারা কী কম সৌভাগ্যের?

গর্বে আনন্দে অক্টেভিয়ার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে ওঠে···

'তুমি আমাকে দেখে আমারই মতো খুশি হবে তো···?' অক্টেভিয়া নিজের মনে কত কি বলেন, কল্পনায় কত কি ভাবেন!

অক্টেভিয়া এথেন্সে পৌঁছলেন।

আর মাত্র ক'টা দিন। তার পরেই দেখা হবে স্বামীর সঙ্গে।

একটা ছোট্ট পাখী শিস দিয়ে উড়ে যায় আকাশের গায়। অক্টেভিয়ার কানে সুরের রেশ লেগে থাকে।

গাছের মাথা দুলিয়ে হাওয়া বয়ে যায়। তার দোলা লাগে অক্টেভিয়ার দেহে মনে।

আর মাত্র কটা দিন···

আর মাত্র কয়েকটা দিন পরেই অক্টেভিয়া একখানা চিঠি পেলেন···স্বামী এ্যাণ্টনির লেখা একখানা চিঠি···'তুমি আমার জন্য এত দূর ছুটে এসেছ···তোমাকে কি করে জানাব আমার কতখানি আনন্দ হয়েছে? কিন্তু আমার অক্টেভিয়া, আমাকে যে নতুন করে তৈরী হতে হচ্ছে। পার্থীয়দের বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধ হবে, যুদ্ধ পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব যে আমার—তোমার স্বামীর। তুমি

বুদ্ধিমতী। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে আমি কত ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার মধ্যে তুমি আমার কাছে এসে তো শান্তি পাবে না! অক্টেভিয়া, আমার এ কঠিন কাজ যতদিন না সাঙ্গ হয়, ততদিন তুমি এথেন্সেই থাকো। এতদিন যখন অদর্শনে গেছে, আরও কিছু দিন না হয় যাক···তোমাকে না দেখতে পেয়ে আমিই কি কম কষ্ট পাচ্ছি···?'

অক্টেভিয়া বার বার স্বামীর চিঠিখানা পড়লেন, উদ্‌গত দীর্ঘনিশ্বাসকে আটকে রাখলেন, জলে-ভরে-ওঠা-চোখ ছুটি মুছে ফেললেন···

ঠিক আছে, স্বামী যা বলেছেন, তাই হবে। অক্টেভিয়া আপাতত এথেন্সেই থাকবেন। কিন্তু এ্যাণ্টনি ও তাঁর সৈন্যদের জন্য তিনি যে সব উপহার নিয়ে এসেছেন সেগুলি কি করবেন, কোথায় পাঠাবেন?

অক্টেভিয়ার সংবাদবাহক নাইগারকে দিয়ে এ্যাণ্টনিকে জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন।

এ্যাণ্টনি তখন কি করছিলেন?

নাইগারের কাছ থেকে অক্টেভিয়ার পাঠানো সংবাদ শুনে এক মুহূর্তের জন্য মনের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল···

অক্টেভিয়া—শ্রীময়ী, স্নেহময়ী অক্টেভিয়া স্নিগ্ধতার প্রতিমূর্তি···

কিন্তু অসম্ভব, অক্টেভিয়ার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা তখন এ্যাণ্টনির পক্ষে অসম্ভব।

নাইগার এ্যাণ্টনির ভাবগতিক দেখে মনে মনে বললেন, তোমার পোড়া কপাল, এ্যাণ্টনি। নইলে হীরে ফেলে তুমি কাচকে ভালোবাস! অমন মেয়ে অক্টেভিয়া, কোন দিক দিয়ে যাঁর কোন তুলনা হয় না, তাঁকে কিনা তুমি মিথ্যে কথা বলে এড়াতে চাইছ! একটু চোখের দেখা পর্যন্ত দেখলে না? তোমার ললাটে অনেক, অনেক ছুঃখ আছে···

আমরা জানি নেপথ্যে তখন অন্য ইতিহাস তৈরি হচ্ছিল, তৈরি করছিলেন ক্লিয়োপেট্রা···

ক্লিয়োপেট্রা যেদিন থেকে শুনেছেন অক্টেভিয়া স্বামীদর্শনে এগিয়ে আসছেন, সেই দিন থেকেই তিনি নিজের জীবন সম্বন্ধে শুধু বিভীষিকা দেখছেন।

মিশর-রাণী ক্লিয়োপেট্রার যত ঐশ্বর্যই থাক না কেন, এ্যান্টনি তাঁর জন্য যতই উন্মত্ত হয়ে উঠুন না কেন, তিনি নিজে তো জানেন, তাঁর জোর কতটুকু, আর স্বামী-উপেক্ষিতা হলেও অক্টেভিয়ার জোর কতখানি! রোমীয় সমাজের সবটুকু সমর্থন রয়েছে এ্যান্টনির বিবাহিতা স্ত্রী অক্টেভিয়ার পেছনে, রোমীয় সমাজের সর্বশ্রেণীর বিরোধিতা রয়েছে এ্যান্টনির উপপত্নী ক্লিয়োপেট্রার বিরুদ্ধে।

মানুষের জীবনে সমাজের জোর বড় কম নয়।

ক্লিয়োপেট্রার ভরসা শুধু এ্যান্টনি। এ্যান্টনিকে আরও কঠিন বাঁধনে বাঁধতে হবে। নইলে যে সরু সুতোটুকুর ওপর ক্লিয়োপেট্রার চলাফেরা, সেটুকুনও কবে হঠাৎ ছিঁড়ে যাবে, কঠিন মাটির ঘায়ে ক্লিয়োপেট্রা আর্তনাদ করে উঠবেন······।

অতএব শুধু দেহ দিয়ে নয়, ক্লিয়োপেট্রা এবার এক নতুন কৌশল দেখিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চাইলেন। জীবনের রঙ্গমঞ্চে সার্থক হতে গেলে যে পথে যেতে হয়, ক্লিয়োপেট্রা সে পথ ধরেই এগিয়ে গেলেন···।

হঠাৎ দেখা গেল ক্লিয়োপেট্রার সুঠাম দেহে কোমল মুখে কেমন এক শীর্ণতা ফুটে উঠছে। ক্লিয়োপেট্রা দিন দিন জীর্ণ হতে জীর্ণতর হয়ে যাচ্ছেন।

'তোমার কি হয়েছে বল।' এ্যান্টনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

'কই, কিছু না তো!'

'কিছু না হলে তোমার অমন ফুলের মতো মুখখানা শুকিয়ে যাবে কেন?'

ক্লিয়োপেট্রা মাঝে মাঝে হাত-পা শিথিল হয়ে চেতনা হারাতে লাগালেন।

এ্যাণ্টনি ছুটে আসতেন শয্যাপার্শ্বে, দুহাত দিয়ে ক্লিয়োপেট্রাকে জড়িয়ে ধরতেন, আকুল কণ্ঠে বলতেন,…'চোখ মেল ক্লিয়োপেট্রা, চোখ মেল। এই দেখ আমি এসেছি…।'

ক্লিয়োপেট্রার কোন সাড়া না পেয়ে এ্যাণ্টনি অস্থির হয়ে চিকিৎসক ডেকে পাঠাতেন। চিকিৎসক আসবার আগেই ক্লিয়োপেট্রার চেতনা ফিরে আসত, তিনি চোখ মেলে তাকাতেন তার পর এ্যাণ্টনির ব্যাকুল চোখে চোখ মিলিয়ে বলতেন…'তোমার কত কাজ, এ্যাণ্টনি, তোমার কত কর্তব্য! তুমি যাও, আমার কিছু হয়নি, তুমি আমার জন্য এত ব্যস্ত হয়ো না…'

'তোমার জন্য ব্যস্ত হব না তো কার জন্য হব ক্লিয়োপেট্রা?' ক্লিয়োপেট্রার অসুস্থতায় এ্যাণ্টনির চোখে জল আসে।

এ্যাণ্টনি একদিন থমকে গেলেন, ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখলেন ক্লিয়োপেট্রার চোখে জল, দুটি গালে জলের ধারা। এ্যাণ্টনির পায়ের শব্দে ক্লিয়োপেট্রা তাড়াতাড়ি চোখ দুটি মুছে ফেললেন।

একদিন নয়, এ্যাণ্টনি আরও কয়েক দিন তাঁর এত আদরের ক্লিয়োপেট্রার চোখে জল দেখেছেন।

'তুমি কেন বুঝতে পার না ক্লিয়োপেট্রা, তোমার চোখে জল দেখলে আমার বুকে কতখানি যন্ত্রণা হয়। তোমার কোথায় এত ব্যথা, কোথায় এত দুঃখ?'

'আমার জন্য তুমি কেন এত চিন্তা কর এ্যাণ্টনি? বলছি তো আমার কিছুই হয়নি…' ক্লিয়োপেট্রা ক্ষীণকণ্ঠে এ্যাণ্টনিকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

'সব কিছুর ওপরে তোমার চিন্তা, সবার আগে তুমি…তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা…' এ্যাণ্টনির গলা বেদনার আবেগে বুজে এল।

এ্যান্টনি চিন্তা করে করে কোন কূলকিনারা পান না—কেন ক্লিয়োপেট্রা এমন হয়ে যাচ্ছেন।

'আচ্ছা' হঠাৎ এ্যান্টনির মনে হল, 'অক্টেভিয়া এগিয়ে এসেছে, এই ভেবে ক্লিয়োপেট্রার মনে কোন দুঃখ হচ্ছে না তো? রোগ ছাড়া শরীর রোগা হয়ে যাওয়ার মূলে তো মানসিক চিন্তাই···?'

এ্যান্টনি ভাবতে শুরু করলেন···ক্লিয়োপেট্রা কি অক্টেভিয়া সম্বন্ধে ঈর্ষাতুর, হিংসাপরায়ণ? না, সেও তো সম্ভব নয়। কারণ ক্লিয়োপেট্রা অক্টেভিয়ার রূপের প্রশংসা করেছেন, অক্টেভিয়ার বুদ্ধি বিবেচনা সম্পর্কে কত উচ্ছ্বাসোক্তি করেছেন! ক্লিয়োপেট্রার মুখে অক্টেভিয়ার প্রশংসা শুনে এ্যান্টনি মুগ্ধ হয়ে ভেবেছেন, কি আশ্চর্য মহৎপ্রাণ ক্লিয়োপেট্রা! অক্টেভিয়ার সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক, সেখানে তো হিংসার দাবানল জ্বলে ওঠাই স্বাভাবিক, কিন্তু ক্লিয়োপেট্রার মনে হিংসা দূরে থাক, অক্টেভিয়া সম্বন্ধে সে উচ্ছ্বসিত। এ্যান্টনির তখন মনে হয়েছে, ক্লিয়োপেট্রা এই পৃথিবীর মানবী নয়, ক্লিয়োপেট্রা স্বর্গের পারিজাত। নইলে মনের দিক থেকে এত উদারতা, এত মহত্ত্ব দেখানো যায়!

'ক্লিয়োপেট্রা, আমার বুকে কান পেতে শোন···শুনবে আমার প্রতিটি হৃদস্পন্দনে তোমার নামের ঝঙ্কার। আমার বাহুতে বাহু জড়াও, বুঝতে পারবে আমার নীলশিরায় বয়ে যাচ্ছে তোমারই সত্তা। আমার চোখে চোখ মিলিয়ে দাও, দেখবে সে চোখে তোমারই মুখের ছায়া······ক্লিয়োপেট্রা, আমাকে খুলে বল, কোথায় তোমার ব্যথা, কেন তুমি দিন দিন শীর্ণ হতে শীর্ণতর হচ্ছ···!'

ক্লিয়োপেট্রা এ্যান্টনির বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন··· 'আমি যে কিছুতেই ভাবতে পারছি না·····' কথা শেষ হল না, ক্লিয়োপেট্রা কান্নায় ভেঙে পড়লেন···

'কি ভাবতে পারছ না, বল, বল'—এ্যান্টনি মুখ নামিয়ে অস্থির কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি যে ভাবতে পারছি না তোমাকে ছেড়ে, তোমাকে না

দেখে আমি বাঁচব কি করে……' কান্নার ধমকে ক্লিয়োপেট্রার সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

কেঁপে কেঁপে উঠলেন এ্যান্টনিও। তাঁর জন্য ক্লিয়োপেট্রার এত প্রেম, এত ভালবাসা!

আগামী পার্থীয় অভিযানের প্রস্তুতি চলেছে। এ্যান্টনি প্রধান সেনাপতি, তিনিই সে অভিযান পরিচালনা করবেন। অনির্দিষ্ট কালের জন্য তাঁকে ঘরের মায়া ছাড়তে হবে…ছাড়তে হবে ক্লিয়োপেট্রার একান্ত সংগোপনে রচিত এই উষ্ণ শয্যার পরম রমণীয় আকর্ষণ…।

ক্লিয়োপেট্রা সেই ভাবনায় এত কাতর!

এ্যান্টনির অদর্শন তাঁর সহ্য হবে না!

এ্যান্টনি বিহনে ক্লিয়োপেট্রা বাঁচবেন না।

তাই ক্লিয়োপেট্রা দিন দিন ঝরে যাচ্ছেন, শুকিয়ে যাচ্ছেন!

'ক্লিয়োপেট্রা, আমার আফ্রোদিতি, তোমাকে ছেড়ে তো আমিও যেতে চাই না…'

'তবে কেন…'ক্লিয়োপেট্রার সারা মুখে অনুরাগের আবীর!

'আর আমি যদি না যাই…আমি যদি শুধু তোমার কাছে থাকি, তা হলে তুমি সুখী হবে তো। সুস্থ হবে!…' এ্যান্টনি অস্ফুট স্বরে ক্লিয়োপেট্রাকে জিজ্ঞেস করেন।

খুশির আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে ক্লিয়োপেট্রার মুখ। ক্লিয়োপেট্রা এ্যান্টনির চোখে চোখ মেলালেন।

এ্যান্টনির মনে হল তাঁর সমস্ত শরীরটি দুলছে, তিনি যেন সিডনাস নদীর বুকে আলোর মালা দিয়ে সাজানো নৌকোতে হতবাক্ দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সামনে অর্ধশায়িতা এক তনুদেহ, তার উদ্ধত ভঙ্গিমায় কামনার হাতছানি…

আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে এ্যান্টনি লুটিয়ে পড়লেন, অর্ধচেতন এ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রার কানে কানে বললেন,…'আমি যাব না ক্লিয়োপেট্রা… তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না। যুদ্ধ নয়, রাজ্য নয়—কেউ

নয়। শুধু তুমি থাকবে আমার কাছে—শুধু তুমি—আমার স্বর্গের ইন্দ্রাণী···।'

ক্লিয়োপেট্রার অভিনয় শেষ হল। নিজেই নিজের অভিনয়ে হাততালি দিলেন, তারিফ করলেন। কটা দিন কি কম কষ্ট গিয়েছে! পেট ভরে খান নি...জোর করে নিজেকে রুগ্ন করে তুলেছেন, চেতনা হারিয়ে মূর্ছিত হওয়ার নিপুণ অনুকরণ করেছেন, সর্বদা সতর্ক থেকেছেন, এ্যাণ্টনি কখন তাঁর ঘরে আসেন—এ্যাণ্টনি তাঁর কাছে আসার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে চোখে জল আনার সে কী কঠিন প্রয়াস! সর্বোপরি অক্টেভিয়ার অজস্র প্রশংসা করে এ্যাণ্টনির কাছে নিজেকে মহৎ প্রমাণ করার সযত্ন আয়াস।

এ কি কম মেহনত!

এতখানি কষ্ট না করলে, নিখুঁত অভিনয় সার্থক না হলে যে এ্যাণ্টনি চলে যেতেন।

আর অক্টেভিয়া?

তীব্র বিদ্বেষে ক্লিয়োপেট্রার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে উঠল।

ঐ অক্টেভিয়ার জন্যই তো ক্লিয়োপেট্রার যত অস্বাচ্ছন্দ্য, যত মেহনত।

এ্যাণ্টনির যুদ্ধ যাত্রা বন্ধ করার মূলেও তো ঐ অক্টেভিয়া! স্বামীকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসেছেন সহধর্মিণী! স্বামী যুদ্ধে যান, আর উনি পোষাক-পরিচ্ছদ-অর্থ আর সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন—আর বন্দী করুন স্বামীকে!

সে অঘটনটাই যদি ঘটে যেত! তাহলে ক্লিয়োপেট্রা কি করতেন! ভাবনায় আশঙ্কায় ক্লিয়োপেট্রার নিশ্বাস আটকে আসে।

এ্যাণ্টনি যাতে যুদ্ধে না যান, এ্যাণ্টনির সঙ্গে অক্টেভিয়ার যাতে দেখা না হয়, এ্যাণ্টনি যাতে ক্লিয়োপেট্রার প্রেমে বিভোর হয়ে তাঁকে নিয়েই মেতে থাকেন—এর জন্য ক্লিয়োপেট্রা যদি অভিনয়ের কৌশল নিয়েই থাকেন তা হলে কার কি বলার আছে?

ক্লিয়োপেট্রা লোকনিন্দাকে কখনও গ্রাহ্য করেন নি, কখনও করবেনও না…।

ক্লিয়োপেট্রার কুহকভরা অভিনয়ে এ্যাণ্টনির জীবনের পরম কাম্য যুদ্ধ জয়ের ইতিহাস আর এল না…এ্যাণ্টনির জীবন-সূর্য এবার পশ্চিম দিগন্তে পা রাখল।

এ্যাণ্টনির সৈন্যশিবিরে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে—চারদিকে সাজ-সাজ রব, সৈন্যেরা সব যুদ্ধের জন্য তৈরী…এ্যাণ্টনি হঠাৎ ঘোষণা করলেন, 'পার্থীয় অভিযান পরবর্তী গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত মুলতুবি থাকবে….।'

বিস্ময়ের ধাক্কায় সৈন্যেরা হতবাক্ হয়ে গেল। দলীয় সেনাপতিরা এ্যাণ্টনির কাছে ছুটে এলেন, তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন—নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করে পার্থীয়রা এখন হৃতবল। তাদের দুর্ধর্ষতা, স্বদেশ ভূমির জন্য তাদের যুদ্ধনিষ্ঠা এখন অনেক কমে গেছে। শত্রুপক্ষের এই দুর্বলতা, এই অবস্থাই তো এ্যাণ্টনির কাছে পরম সুযোগ এনে দিয়েছে পার্থীয়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার …পূর্ব পরাজয়ের চরম প্রতিশোধ নেবার! এখন কিনা এ্যাণ্টনির যুদ্ধ বন্ধ করার ঘোষণা!

সেনাপতিরা অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন এ্যাণ্টনির দিকে। কিন্তু তাঁদের সব কিছু অনুরোধ অগ্রাহ্য করে এ্যাণ্টনি মাথা নাড়লেন…'না, এখন আর কোন অভিযান নয়… গ্রীষ্মকাল আসুক, তারপর দেখা যাবে…।'

এ্যাণ্টনি ক্লিয়োপেট্রাকে নিয়ে চলে গেলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়।

এ্যাণ্টনির কোন ব্যবহারে ক্লিয়োপেট্রা যেন কখনও কোন দুঃখ না পান!

এ্যাণ্টনির জীবনে ক্লিয়োপেট্রা বেঁচে থাকুন, সুখে থাকুন…

অক্টেভিয়া স্বামীর চিঠি পেয়ে আবার ফিরে এলেন রোমে। এথেন্‌সে থাকতেই তিনি শুনেছিলেন, এ্যাণ্টনি পার্থীয় অভিযানের সঙ্কল্প ছেড়ে অস্ত্র ফেলে শুধু ক্লিয়োপেট্রার হাতখানা ধরে আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় চলে গেছেন···

কয়েক ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়েছিল, অক্টেভিয়া চেষ্টা করেও সে ক' ফোঁটা জলকে রোধ করতে পারেন নি।

না, অক্টেভিয়া কোন অসৌজন্য দেখান নি, স্বামী সম্পর্কে দেখান নি কোন অধৈর্য দুঃশীল ব্যবহার।

অক্টেভিয়া শান্ত পায়ে ফিরে এসেছিলেন রোমে। মাথা নীচু করে এসে দাঁড়িয়েছিলেন অক্টেভিয়ানের সামনে···

'আমি জানতাম, এ্যাণ্টনি তোমাকে এমনি করে অপমান করবে, তোমাকে ফিরিয়ে দেবে।'

অক্টেভিয়ানের মুখে ক্রোধের আগুন, চোখে কুটিল ছায়া। প্রিয় বোন অক্টেভিয়া—তাঁর লাঞ্ছনায় রাগ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পরম কাম্য সেই মুহূর্তটাও তো এসেছে···প্রকাশ্যভাবে এ্যাণ্টনির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মস্ত সুযোগ অক্টেভিয়া এনে দিয়েছেন।

অক্টেভিয়ান সিজার জীবনের কর্মকাণ্ডে উচ্চাকাঙ্ক্ষী। ক্ষমতা যশ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা—এই নিয়েই তো জীবনের সার্থকতা। অক্টেভিয়ান সিজারেরও তাই কাম্য।

রোমের ইতিহাসে তিনি প্রতিষ্ঠা করবেন তাঁর একক ক্ষমতা।

ত্রিনায়ক নয়, তিনি একনায়ক হয়ে থাকবেন রোমের শাসনতন্ত্রে।

রোম সাম্রাজ্যের তিনিই হবেন পরম ক্ষমতাশালী সর্বজয়ী অধীশ্বর—ভবিষ্যৎ-সম্রাট আগস্টাস সিজার।

ছাত্রজীবন ছেড়ে দিয়ে বন্ধুর কথায় যেদিন তিনি ছুটে এসেছিলেন রোমে, সেদিন থেকেই অটুট নিষ্ঠায় অক্লান্ত সাধনায় পা-পা করে এগিয়ে গেছেন অক্টেভিয়ান সিজার। তাই তিনি পম্পেয়াসকে পরাজিত করে সিসিলি জয় করেছেন, অন্যতম নায়ক

লেপিডাসকে সরিয়েছেন, আর সব শেষে শেষ বাধা এ্যান্টনির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেন...

এ্যান্টনির বিরুদ্ধে অভিযোগের পর অভিযোগ এনে, রোমের সেনেটকে, রোমের জনতাকে অক্টেভিয়ান উত্তেজিত করে তুললেন। অক্টেভিয়ানের অন্যতম হাতিয়ার হলেন বোন অক্টেভিয়া। এ্যান্টনি-প্রত্যাখ্যাত অক্টেভিয়াকে দেখিয়ে অক্টেভিয়ান চেঁচিয়ে উঠলেন···'এ্যান্টনি কত বড় দুরাত্মা দেখ, বোনের অপমানে ভাইয়েরও অপমান। ভাই যদি এর প্রতিশোধ নেয়, তা হলে কেউ দোষ দিয়ো না যেন···'

নতমুখী অক্টেভিয়াকে দেখে অক্টেভিয়ান দুঃখের রাগের অভিনয় করেছিলেন। এ্যান্টনির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার রাস্তা আরও সুগম হল বলে মনে মনে খুশি হয়েছিলেন।

অক্টেভিয়ানের মনের মধ্যে উল্লাসের ঢেউ। বাইরে তিনি স্থির, ধীর, গম্ভীর। স্থির মাথাতেই এখন বুদ্ধির ঢেউ খেলাতে হবে···

অক্টেভিয়ান অক্টেভিয়াকে ডেকে বললেন...'এ্যান্টনি তোমার মর্যাদা রাখে নি। এ্যান্টনির বাড়ি তুমি ছেড়ে দাও, আলাদা একটা বাড়িতে তুমি বাস কর, খারাপ লোকের সঙ্গ পুরোপুরি ত্যাগ করাই ভালো···'

অক্টেভিয়া রাজি হলেন না, উপরন্তু এ্যান্টনির বিরুদ্ধে ভাইয়ের উগ্র মনোভাব দেখে অনুরোধ জানালেন, অক্টেভিয়ান যদি এ্যান্টনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন—করবেন, কিন্তু সে যুদ্ধের কারণ যেন অক্টেভিয়া না হন···

তা না হোন, অক্টেভিয়ানের তাতে কিছু এসে যায় না। পতিপ্রাণা অক্টেভিয়া স্বামী সম্বন্ধে যত উদারতা বিশ্বস্ততাই দেখান না কেন, অক্টেভিয়ান যা করবার করে চলেছেন, করে চলবেন। তাই এ্যান্টনির বিরুদ্ধে সীমাহীন কুৎসায় রোমের বাতাস তিনি যথেষ্ট ভারী করে তুলেছেন।

আরেকটি খবর এসে পৌঁছলো রোমের দরবারে।

খবরটি এসেছে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে।

খবরটি শুনে অক্টেভিয়ান সকলের আগোচরে, নিজের ঘরে আনন্দের চোটে একবার কিরাতনৃত্য নেচে নিলেন, তারপর ধীর গম্ভীর মুখে ঢুকলেন সেনেটের সভায়।

অক্টেভিয়ান সেখানে উচ্চগ্রামে কণ্ঠস্বর তুলে ধরলেন, স্পষ্ট উচ্চারণে থেকে থেকে বলতে লাগলেন,…'বন্ধুগণ,…একবার ধৈর্য ধরে শুনুন। আলেকজান্দ্রিয়ায়—প্রকাশ্য দরবারে এ্যান্টনি—রোমের অন্যতম নায়ক, আমাদের প্রিয় এ্যান্টনি—কী নির্লজ্জ, কী সাংঘাতিক ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন…! সবাই শুনুন, তারপর বিচার করুন…'

ঘটনাটি সত্যিই উত্তেজক।

কয়েকদিন আগে আলেকজান্দ্রিয়ায় মহাসমারোহে এক রাজসিক দরবার অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। দরবারটি সাজানোর মধ্যে রাজনৈতিক কায়দা ছিল। আগাগোড়া রূপো দিয়ে এক বিরাট মঞ্চ তৈরি হয়েছিল, তার ওপর বসানো ছিল শিল্পকর্মের অপূর্ব নিদর্শন—মস্ত বড় দুটি স্বর্ণ সিংহাসন। এ দুটি ছাড়া আরও কয়েকখানা ছোট সিংহাসন। মঞ্চের সামনে পেছনে ডাইনে বামে আলেকজান্দ্রীয় জনতার ভিড়…

…আজকে ঐ মঞ্চের ওপর অনুষ্ঠিত হবে এক মহানাটক, ধ্বনিত হবে এক মহাঘোষণা…

সীমাহীন কৌতূহল নিয়ে জনতা অপেক্ষা করছিল। কিছুক্ষণ পরেই তারা জয়ধ্বনি করে উঠল, তাদের সোল্লাস চীৎকারে আলেকজান্দ্রিয়ার আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনি বেজে উঠল…

…মঞ্চের ওপর রাজকীয় মহিমায় একে একে এসে দাঁড়ালেন, এ্যান্টনি, ক্লিয়োপেট্রা আর ক্লিয়োপেট্রার তিন ছেলে—বড় সিজারিয়ান, পিতা জুলিয়াস সিজার। মেজ ও ছোট—আলেকজাণ্ডার ও টলেমি—পিতা মার্ক এ্যান্টনি।

বড় দুটি সিংহাসনে বসলেন এ্যান্টনি ও ক্লিয়োপেট্রা।

ছোট তিনটিতে তিন ছেলে।

এ্যান্টনি দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন 'রাণী ক্লিয়োপেট্রা শুধু মিশরের অধীশ্বরী নন, আজ থেকে তাঁর অধীনে থাকবে আরও তিনটি রাজ্য—সাইপ্রাস, আফ্রিকা এবং কলিসিরিয়া। তাঁর সঙ্গে যুগ্ম শাসক হবেন তাঁর বড় ছেলে। আলেকজাণ্ডার পাচ্ছেন আর্মেনিয়া, মিডিয়া আর—যদিও এখনও জয় করা হয় নি, তবু—পার্থিয়া। টলেমির অধীনে যাচ্ছে ফিনিশিয়া, সিরিয়া ও সিলিশিয়া। মেয়ে ক্লিয়োপেট্রা সেলেনও সেখানে ছিল—সে হল সাইরেনিকার রাণী।

আলেকজান্দ্রিয়ার প্রজারা আবার জয়ধ্বনি করে উঠল। মিডিয়ার জাতীয় পোষাকে সজ্জিত আলেকজাণ্ডার ও মাসিডনের শিরস্ত্রাণে অলঙ্কৃত টলেমি মা-বাবার নিকট-সান্নিধ্যে এসে তাঁদের অভিবাদন জানালেন। এর পর আলেকজাণ্ডারের কাছে এগিয়ে এল আর্মেনীয় শরীররক্ষী, আর টলেমির কাছে এল একজন ম্যাসিডনীয় শরীররক্ষী...।

ক্লিয়োপেট্রা সেদিন বসেছিলেন সাম্রাজ্ঞীর বেশে নয়—'নিউ-আইসিস' বা নব-আইসিস দেবীর পবিত্র সাজে।

প্রজারা ক্লিয়োপেট্রাকে অভিবাদন জানাল, দেবী আইসিসের জয় হোক···

এ্যান্টনির দিকেও সমগ্র জনতার মুগ্ধ দৃষ্টি পড়েছিল।

ক্লিয়োপেট্রা যদি হন দেবী আইসিস, পরমসুন্দর এ্যান্টনি তবে দেবতা ওসিরাস।

এ্যান্টনি মিশরের ইন্দ্র, ক্লিয়োপেট্রা ইন্দ্রাণী।

রোমীয় এ্যান্টনি একেবারে পাকাপোক্তভাবে মিশরীয় বনলেন।

ক্লিয়োপেট্রার আগুনে এ্যান্টনি কীভাবে পুড়েছিলেন, তারই এক লজ্জাহীন প্রমাণ এই রাজকীয় দরবার, এ্যান্টনির রাজ্যদান উৎসব—তাঁর মহা ঘোষণা।

এই ঘটনাটি পুষ্পিত ও পল্লবিত আকারে অর্থবহ হয়ে পৌঁছেছিল রোমে। এই ব্যাপারেই অক্টেভিয়ান সেনেটসভায় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন—এ্যান্টনির এতবড় ঔদ্ধত্যের বিচার চাই...

হৈহৈ করে উঠেছিল সেনেট সভা। ঘৃণায় দুঃখে সমস্ত রোমবাসী এ্যান্টনির নামটা পর্যন্ত ভুলে যেতে চেয়েছিল। স্বদেশের মর্যাদা, স্বদেশের আভিজাত্য ছেড়ে দিয়ে কিনা মিশরের বালিতে মুখ থুবড়ে পড়া! শৌর্যবীর্য ত্যাগ করে একটা মেয়ের পায়ে মাথা ঘষা! ছি-ছি-ছি! রোমের মুখে সেদিন ধিক্কার ছাড়া এ্যান্টনি সম্পর্কে আর কোন ভাষা যুগিয়ে ওঠে নি।

এর পর ইতিহাস দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল।

অক্টেভিয়ান ও এ্যান্টনির মধ্যে কয়েকদিন ধরে পরস্পরের বিরুদ্ধে শুধু অভিযোগ প্রতি-অভিযোগ চলল।

এ্যান্টনি অভিযোগ করলেন—আক্টেভিয়ান পম্পেয়াসকে হারিয়ে সিসিলি পেয়েছেন, কিন্তু তার এতটুকু অংশ এ্যান্টনিকে দেন নি।

দ্বিতীয়ত, ঐ যুদ্ধে এ্যান্টনি যে ক'খানা জাহাজ অক্টেভিয়ানকে ধার দিয়েছিলেন তা এখনও ফেরত পান নি।

তৃতীয়ত, অক্টেভিয়ান অত্যন্ত অন্যায়ভাবে লেপিডাসকে শাসন-ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করে তার প্রাপ্য যাবতীয় কর নিজে ভোগ করেছেন।

সব শেষে অক্টেভিয়ান সমস্ত ইটালি তাঁর নিজের সেনাপতিদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন—এ্যান্টনির সেনাপতিরা কি জলে ভেসে এসেছেন যে তাঁদের জন্য কিছু নেই...?

অক্টেভিয়ান উত্তর দেবার জন্য তৈরি ছিলেন।

এ্যান্টনি কি অক্টেভিয়ানকে তাঁর আর্মেনিয়ার ভাগ দিয়েছেন যে, তিনি সিসিলির ভাগ দেবেন?

তিনি লেপিডাসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন, বেশ করেছেন। বুড়ো মানুষ, কাজ করবার ক্ষমতা নেই, তাঁকে দায়িত্বপূর্ণ পদে বহাল রেখে কি উপকারটা হবে শুনি?

মিডিয়া ও আর্মেনিয়ার ওপর এ্যান্টনির সৈন্যদের যেমন ভোগ-স্বত্ব, তেমনি ইটালির ওপর অক্টেভিয়ানের সৈন্যদের! এতে আবার অত কথা চালাচালির কি আছে?

অর্থাৎ অক্টেভিয়ান এ্যান্টনিকে বললেন, 'চলে এস, দেখি কত মুরোদ!'

এ্যান্টনিও অক্টেভিয়ানকে বললেন, 'তুমিও চলে এস, দেখি তোমারই বা কত মুরোদ...?'

এ্যান্টনি বিরাট এক সেনাবাহিনীকে দিয়ে সেনাপতি ক্যানি-ডিয়াসকে পাঠালেন সমুদ্রে,—যুদ্ধের জন্য এখন থেকে পাঁয়তারা কষ গে,...। তিনি নিজে গেলেন এফিসিউসে। সঙ্গে গেলেন ক্লিয়োপেট্রা। এফিসিউসে যাবতীয় রণতরী এসে ভিড়বার কথা আছে। সবসুদ্ধ আটশ' জাহাজ, এর মধ্যে দু'শ জাহাজ দিয়েছেন ক্লিয়োপেট্রা।

শুধু দু'শ জাহাজই নয়, ক্লিয়োপেট্রা আরও দিয়েছেন—বিশ হাজার ট্যালেণ্ট মুদ্রা, আর নিয়েছেন সৈন্যদের যুদ্ধকালীন আহার্য যোগানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব।

যুদ্ধের সময় এ সাহায্য বড় কম নয়।

এ্যান্টনি ধন্যবাদের ভাষা খুঁজে পান না। কল্যাণী ক্লিয়োপেট্রা। তাঁর ভালোবাসার, এ্যান্টনি সম্বন্ধে তাঁর কল্যাণ কামনার সত্যি কোন সীমা নেই। এ্যান্টনির মতো ভাগ্য কার? এমন ক্লিয়োপেট্রা আর কার ঘরে আছে?

এ্যান্টনি ঘরে বসে ছিলেন। সহকারী ডোমিটিয়স এবং আরও কয়েকজন এলেন। তাঁরা এ্যান্টনিকে বললেন, একটু ইতস্তত করেই বললেন,—'যুদ্ধ আসন্ন, ক্লিয়োপেট্রাকে এই যুদ্ধের মাঝখানে

আর রাখা উচিত নয়। তাঁকে এখন মিশরে পাঠিয়ে দেওয়াই ভালো, এতে ক্লিয়োপেট্রার মঙ্গল, যুদ্ধেরও সুবিধে…।'

এ্যাণ্টনিও তাই চাইলেন। যুদ্ধের ডামাডোলে মেয়েদের না থাকাই ভালো।

এ্যাণ্টনি ক্লিয়োপেট্রাকে কাছে ডাকলেন, তারপর বললেন, 'তৈরী হয়ে নাও, তোমাকে মিশরে যেতে হবে…'

'কি বললে! আমাকে…চলে যেতে হবে! তোমাকে ছেড়ে, তোমাকে না দেখে আমাকে একা মিশরে থাকতে হবে! তুমি কোন্ প্রাণে একথা বললে এ্যাণ্টনি?' ক্লিয়োপেট্রা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। দুহাত দিয়ে এ্যাণ্টনিকে জড়িয়ে ধরে ক্লিয়োপেট্রা কান্নাভেজা গলায় বললেন, 'তোমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া, তোমাকে না দেখে দিন কাটানো অসম্ভব, আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, এ্যাণ্টনি…আমি কিছুতেই যেতে পারব না…'

ক্লিয়োপেট্রার চোখের জলে এ্যাণ্টনির বুক ভিজে উঠল, এ্যাণ্টনির বুকে দোলা লাগল…

কিন্তু ক্লিয়োপেট্রাকে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবার অনুমতি দেওয়া অসম্ভব। যুদ্ধ পরিচালক এ্যাণ্টনি, সৈনিক এ্যাণ্টনি এতটা অসঙ্গত কাজ করতে পারেন না।

ক্লিয়োপেট্রা অস্থির হয়ে উঠলেন। মনে অশান্তির বাতাস গুমরে গুমরে উঠল। যেমন করেই হোক, তাঁকে এ্যাণ্টনির কাছে থাকতেই হবে…।

ক্লিয়োপেট্রা বুঝলেন, এ্যাণ্টনিকে বলে কাজ হবে না, আর কাউকে ধরতে হবে। এই সময় অভিমান বা রাগ করে থাকলে চলবে না।

সেনাপতি ক্যানিডিয়াসকে ক্লিয়োপেট্রা ডেকে পাঠালেন।

ক্যানিডিয়াস এলেন। ক্লিয়োপেট্রা তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, তাঁকে কাছে এগিয়ে এসে বসতে বললেন, তারপর নীচু মধুক্ষরা কণ্ঠে অনেকক্ষণ ধরে তাঁকে কি যেন বললেন, হাতে করে

ক্যানিডিয়াসকে কি যেন দিলেন। ক্যানিডিয়াস হাসিমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

চলে যাওয়ার আগে ক্যানিডিয়াস ক্লিয়োপেট্রাকে বলে গেলেন, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি সব ঠিক করে দেব। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না...।'

ক্যানিডিয়াস এ্যান্টনিব কাছে গেলেন।

একটা যুদ্ধ করতে গেলে কি কম কথাবার্তা চালাতে হয়?

কম আলোচনা করতে হয়?

আসন্ন যুদ্ধের আয়োজনের তারিফ করলেন ক্যানিডিয়াস...। হঠাৎ যেন একটা শোনা কথা মনে পড়ে গেল। ক্যানিডিয়াস বললেন, 'ভালো কথা, শুনলাম আমাদের মাননীয়া ক্লিয়োপেট্রা নাকি চলে যাচ্ছেন মিশরে?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ঠিক এই সময়টাতে ওঁর চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'কেন বল তো? ঠিক হবে না কেন?' ক্যানিডিয়াসের কথায় এ্যান্টনি বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।

'এই যুদ্ধে যিনি প্রচুর দিয়েছেন—অর্থ, জাহাজ, খাদ্য—তিনিই এখানে থাকবেন না, চলে যাবেন? আর তা ছাড়া আমাদের নৌবাহিনীতে প্রচুর মিশরীয় সৈন্য রয়েছে। যুদ্ধের সময় তারা যদি তাদের রাণীকে না দেখতে পায় তাহলে তাদের উৎসাহ কমে যাবে না? তাতে কি আমাদেরই ক্ষতি হবে না?'

'তুমি কি করতে বল...?' চিন্তাভরা মুখে এ্যান্টনি জিজ্ঞেস করলেন।

পরম উৎসাহে ক্যানিডিয়াস বললেন—'আমি বলি, ক্লিয়োপেট্রা থাকুন—মিশরে গিয়ে ওঁর কাজ নেই। ওঁর বুদ্ধি, বিবেচনা, রাজ্য চালনার অভিজ্ঞতা—সবই আছে। উনি এখানে থাকলে আমাদের ক্ষতি তো হবেই না, বরঞ্চ লাভ হবে।...আপনিই ভেবে দেখুন না...'

ক্যানিডিয়াস আগ্রহের সঙ্গে এ্যাণ্টনির উত্তরের প্রত্যাশায় রইলেন।

কিছুক্ষণ ভেবে এ্যাণ্টনি উত্তর দিলেন, 'ঠিক আছে, যা বলছ তাই-ই হবে, ক্লিয়োপেট্রা এখানেই থাকবেন, মিশরে যাবেন না...'

ক্যানিডিয়াস লাফাতে লাফাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

তাঁর টাকার থলেটা তখনও ক্লিয়োপেট্রার দেওয়া টাকায় ফুলে আছে...!

মিশরে যাওয়ার নামে ক্লিয়োপেট্রা ভয় পেয়েছিলেন।

ভীষণ ভয় আর আতঙ্ক—অক্টেভিয়াব আতঙ্ক।

ক্লিয়োপেট্রার ধ্রুব বিশ্বাস হয়েছিল, তিনি যে মুহূর্তে মিশরে চলে যাবেন, এ্যাণ্টনির পাশে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করতে সেই মুহূর্তে ছুটে আসবেন অক্টেভিয়া।

আর তা যদি হয়, তা হলে ?

ক্লিয়োপেট্রা জানেন তা হলে তিনি এ্যাণ্টনিকে হারাবেন, অর্থাৎ সর্বহারা হবেন।

তিনি কত কৌশল করে এ্যাণ্টনিকে এথেন্সে অক্টেভিয়ার সঙ্গে মিলতে দেন নি, উপযুক্ত সময়ে এ্যাণ্টনিকে যুদ্ধে যেতে দেন নি, কত সতর্কতা, কত যত্নে তিনি এ্যাণ্টনিকে নিজের ছায়া দিয়ে ঢেকে রেখেছেন। সেই এ্যাণ্টনিকে যদি অক্টেভিয়া কোন সুযোগে অধিকার করে নেন—নিতেই পারেন, কারণ তাঁর সে জোর আছে—তাহলে ক্লিয়োপেট্রার শক্তি, গৌরব, খ্যাতি—সব যে বুদ্‌বুদের মতোই মিলিয়ে যাবে।

ব্যক্তিগতভাবে ক্লিয়োপেট্রা যে কত অসহায়, একথা তিনি কাউকে তো মুখ ফুটে বলতে পারেন না! বলতে পারেন না বলেই তো তিনি নিজের প্রজাদের দিকে না তাকিয়ে ক্ষমতার অতিরিক্ত সাহায্য করেন এ্যাণ্টনিকে, লজ্জাহীন অসামাজিক হৈ-হুল্লোড় দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চান আমোদপ্রিয় স্থূলরসের রসিক এ্যাণ্টনিকে...।

ক্লিয়োপেট্রার জীবনকাঠি আগে ছিলেন জুলিয়াস সিজার, এখন যে এ্যান্টনি। ক্লিয়োপেট্রার মনে এ্যান্টনি সম্পর্কে এই অতলান্তিক সমস্যার ভাবনা কে ভাবে?

· জানেই-বা কে?

তাই এ্যান্টনি যখন ক্লিয়োপেট্রার মুখখানি ধরে বললেন—'তোমাকে মিশরে যেতে হবে না, তুমি এখানে আমার কাছেই থাকো…'

ক্লিয়োপেট্রা চোখ তুলে শুধু বললেন—'আমি কৃতজ্ঞ, তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ এ্যান্টনি…'

'আর আমি! তোমার ভালোবাসায় আমি কৃতার্থ…চিরকৃতার্থ ক্লিয়োপেট্রা…'

এ্যান্টনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন গর্বে।

ক্লিয়োপেট্রা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন স্বস্তিতে…।

এ্যান্টনি-ক্লিয়োপেট্রা খ্রীঃ পূঃ ৩৩ থেকে ৩২ পর্যন্ত ছিলেন এফিসিউসে, খ্রীঃ পূঃ ৩২ অব্দে তাঁরা দুজনে সেখান থেকে চলে এলেন স্যামস দ্বীপে—সঙ্গে সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধোপকরণ।

এ্যান্টনি আর্মেনিয়া, সিরিয়া, ইলিরিয়া প্রভৃতি রাজ্যের যাবতীয় রাজা, রাজপুত্র ও শাসকদের আদেশ দিলেন, আসন্ন যুদ্ধের উপযুক্ত উপকরণ নিয়ে তাঁরা যেন অচিরেই স্যামস দ্বীপে উপস্থিত হন…

যুদ্ধে আরও কিছু জিনিস চাই…পানপাত্রে চুমুক দিয়ে এ্যান্টনি ঈষৎ রক্তিম চোখ তুলে আদেশ দিলেন, শুধু-অস্ত্র-শস্ত্রই নয়, তাঁদের মধ্যে যিনি যে ক'জন পারেন রঙ্গমঞ্চের নটনটী, সংগীতজ্ঞ, নৃত্য পটিয়সীদের নিয়ে আসবেন! যুদ্ধ হবে, তাই বলে জীবন থেকে আমোদ আহ্লাদ তো বিসর্জন দেওয়া যায় না।

তাই-ই হল—বিভিন্ন রাজ্যের রাজন্যবর্গ নানাবিধ উপহার

উপকরণ, গাইয়ে নাচিয়ে তো নিয়ে এলেনই—উপরন্তু নিয়ে এলেন একটি করে ষাঁড়···যুদ্ধের আগে এ্যান্টনি স্যামস দ্বীপে যে বিরাট উৎসবের আয়োজন করছেন, তাতে প্রত্যেকটি ষাঁড়কে মঙ্গলার্থে বলিদান করা হবে।

এত সব আয়োজনের পেছনে ছিল ক্লিয়োপেট্রার পরিকল্পনা, তাঁরই ইঙ্গিতে শুরু হল বিরাট উৎসব।

নাচ-গান, রঙ্গরস ও পানীয়ের খরস্রোতে কদিন ধরে স্যামসদ্বীপ এক তাণ্ডব আনন্দে মেতে রইল·· মেতে রইলেন এ্যান্টনি। পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে তিনি জীবনকে বিচিত্ররূপে দেখলেন···উদ্দাম-গতি বন্যার মতোই ক'দিন ধরে নিজের জীবনকে ভাসিয়ে দিলেন...।

ক্লিয়োপেট্রা খরদৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন এ্যান্টনিকে, উৎফুল্ল হলেন এ্যান্টনির জীবনে নগ্ন আনন্দের পরাকাষ্ঠা দেখে···।

এ্যান্টনির ব্যক্তিত্ব আরও তলিয়ে যাক, এ্যান্টনির সত্তার বিসর্জন হোক—নইলে ক্লিয়োপেট্রা বাঁচবেন কি করে?

কোন রাজনীতি নয়, কোন শাসননীতি নয়—নিছক মনের খেলা দেখিয়ে ক্লিয়োপেট্রা বেঁচে থাকবেন, তাঁকে যে বাঁচতেই হবে···।

স্যামসদ্বীপে আনন্দের ঘনঘটা একদিন শেষ হল, এ্যান্টনি-ক্লিয়োপেট্রা এবার জলপথে এথেন্‌সে এসে পৌঁছলেন।

ক্লিয়োপেট্রার বুকটা জ্বালা করে উঠল—এই তো সেই এথেন্‌স্! যেখানে অক্টেভিয়া এ্যান্টনিকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিলেন! ক্লিয়োপেট্রার প্রায় সর্বনাশ হতে বসেছিল!

ক্লিয়োপেট্রা একটি দরকারী জিনিস মনে করে রেখেছিলেন—তিনি মনে রেখেছিলেন, অক্টেভিয়া এথেন্‌সবাসীদের কাছ থেকে কতখানি সম্মান পেয়েছিলেন, শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। অক্টেভিয়ার শিষ্টাচারে এথেন্‌স্‌বাসীরা কতখানি সন্তুষ্ট হয়েছিল।

সুতরাং···।

ক্লিয়োপেট্রা খানিকক্ষণ ভেবে নিলেন...

না, এখানে স্যামসের হুল্লোড় নয়—এখানে অন্য নীতি, অন্য পথ—এখানে অক্টেভিয়ার নীতি অনুসরণ করতে হবে—

এথেন্‌স্‌বাসীরা ক্লিয়োপেট্রাকে দেখল, তাঁর সঙ্গে কথা বলল, তারা মুগ্ধ হল। এতবড় একজন রাণী ক্লিয়োপেট্রা, এ্যাণ্টনি যাঁর হাতের মুঠোয়, তাঁর এমন সুমিত ব্যবহার, এমন শিষ্টাচার! পোষাক পরিচ্ছদে এমন সুরুচি! চলাফেরায় এমন শালীনতা!

শুধু শুধুই কি জুলিয়াস সিজার ভুলেছিলেন, এ্যাণ্টনি মুগ্ধ হয়েছেন?

গুণ আছে বই কি! নইলে রূপ তো এমন কিছু আহা-মরি নয়। বিশেষ করে অক্টেভিয়াকে দেখে ক্লিয়োপেট্রার দিকে তাকাতে এমন কিছু ভালো লাগে না। কিন্তু কি মিষ্টি সুহাসিনী মেয়ে ক্লিয়োপেট্রা!

এথেন্‌সের জনসাধারণ অত্যন্ত খুশি হল। আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে তারা ক্লিয়োপেট্রাকে এক নাগরিক সংবর্ধনায় অভ্যর্থনা জানালো। গ্রীক নাগরিক হিসেবে এ্যাণ্টনি আবার বক্তৃতাও করলেন।

ক্লিয়োপেট্রার অভিনয় সার্থক হল।

রোমে এ্যাণ্টনির প্রাসাদে অক্টেভিয়ার চোখে জল ঝরে পড়ল।

এ্যাণ্টনির হুকুম এসেছে, অক্টেভিয়াকে স্বামীর ঘর ছেড়ে দিতে হবে।

রোমীয়েরা রাগে, দুঃখে অস্থির হয়ে ছটফট করতে লাগল, অক্টেভিয়ার মতো স্ত্রীকে এত অপমান। এ্যাণ্টনির এতদূর স্পর্ধা যে, তিনি অক্টেভিয়াকে একখানা চিঠি পাঠিয়েছেন—বিবাহ বিচ্ছেদের চিঠি। এ্যাণ্টনি অক্টেভিয়াকে আর স্ত্রী বলে মানতে রাজি নন!

অক্টেভিয়ার অপমানে রোমীয়দেরও তো অপমান! তারা ভেবে পায় না, অক্টেভিয়ার সঙ্গে ক্লিয়োপেট্রার কি করে কোন তুলনা হয়, তুলনা হয় অক্টেভিয়ার শ্রী আর সৌন্দর্যের, গুণ আর মহত্ত্বের!

কিন্তু এ্যান্টানিও বা কি করবেন? তিনি জানতেন, অক্টেভিয়া যতদিন তাঁর স্ত্রী থাকবেন, ক্লিয়োপেট্রা ততদিন কারও কোন শ্রদ্ধা পাবেন না, তিনি এ্যান্টনির বৈধ স্ত্রী হতে পারবেন না।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ পেকে উঠল। প্রথম দিকে এ্যান্টনি এত তাড়াতাড়ি যুদ্ধের জন্য তৈরী হলেন যে, অক্টেভিয়ান ভয়ই পেয়ে গেলেন। তিনিও দ্রুতগতিতে যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করলেন। অর্থের টান পড়ল—অতিরিক্ত হারে প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে অক্টেভিয়ান তাঁর আর্থিক সমস্যার সমাধান করলেন। তবুও তিনি ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলেন—ঐ বুঝি এ্যান্টনি আক্রমণ করলেন।

এই ভয়টা অবিশ্যি বেশী দিন থাকল না। অক্টেভিয়ান বেশ খুশি মনেই দেখলেন যে, এ্যান্টনি যত তাড়াহুড়ো করে প্রস্তুতি আরম্ভ করেছিলেন, ঠিক ঠিক যুদ্ধ আরম্ভ করতে সেই তুলনায় তিনি কিন্তু অনেক দেরি করে ফেললেন। স্যামস দ্বীপে, এথেন্সে আমোদ-প্রমোদে এ্যান্টনির যে সময়টা বৃথা নষ্ট হল, অক্টেভিয়ান সেই সময়ে নিজেকে সম্পূর্ণ তৈরি করে নিলেন।

অক্টেভিয়ানকে পরাজিত করার একটা মস্ত সুযোগ এ্যান্টনি হারালেন।

অক্টেভিয়ানের সব চাইতে সুবিধে হল, যখন এ্যান্টনির দলত্যাগী, এ্যান্টনি-বিরোধী দুজন অনুচর বিশ্বাসঘাতকতা করে অক্টেভিয়ানকে এ্যান্টনির উইলখানা হস্তগত করতে সাহায্য করল।

উইলখানা আদ্যোপান্ত পড়ে অক্টেভিয়ান মহাখুশি। এই তো! এই তো পাওয়া গেছে এ্যান্টনির মারণমন্ত্র। উইলে যা লেখা আছে, সেনেটের প্রকাশ্য সভায় যখন তা পড়া হবে, তখনই বেশ মজা করে দেখা যাবে—সমস্ত রোমবাসী এ্যান্টনির বিরুদ্ধে কেমন মার-মার করে ওঠে।

তাই-ই হল।

অক্টেভিয়ান যথাসময়ে রোমের সেনেটে এ্যান্টনির গোপন উইলখানা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন ··

বিশেষ জোর দিয়ে পড়লেন, এ্যান্টনি যেখানটায় লিখেছিলেন ···যদি রোমে তাঁর মৃত্যু হয়, তবুও যেন তাঁর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় আলেকজান্দ্রিয়ায়—ক্লিয়োপেট্রার কাছে···

এ্যান্টনির এতদূর অধঃপতন হয়েছে !

ক্লিয়োপেট্রা তাঁকে এমন জাদু করেছেন যে, এ্যান্টনি মৃত্যুর পরেও তাঁরই কাছে যেতে চাইছেন !

রোম সেদিন এ্যান্টনিকে ধিক্কার দেবার ভাষা ভুলে গিয়েছিল।

এ্যান্টনি সম্বন্ধে অক্টেভিয়ানের অভিযোগ এখানেই থেমে রইল না, সেনেটের সভাগৃহে, প্রতি দেয়ালে দেয়ালে অক্টেভিয়ানের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল...দেখ তোমরা, আরও ভাল করে দেখ... এ্যান্টনি আরও কি করেছেন শোন···পার্গেমাসের মতো অমন লাইব্রেরিখানা—যেখানে দু'লক্ষের ওপর দামী দামী বই আছে— এ্যান্টনি কিনা সে লাইব্রেরিখানা ক্লিয়োপেট্রাকে দান করে দিয়েছেন !

আরও এক লজ্জার কথা শোন ··এ্যান্টনি একটা বাজি ধরে এক বিরাট ভোজসভায় অগণিত অতিথিদের সামনে ক্লিয়োপেট্রার পা টিপে দিয়েছেন—একটা মেয়েমানুষের পা···

আবার আরো এক কাণ্ড শোন—এফিসিউসের অধিবাসীরা ক্লিয়োপেট্রাকে তাদের রাণী বলে অভিবাদন জানিয়েছে, ওদের নিয়ে এই কাজটি করানোর পেছনেও সেই এ্যান্টনি...

এ্যান্টনি আরও কি করেন জান না? বলতে গেলে রাগে দুঃখে গা জ্বলে যায়...এ্যান্টনি সভা বা দরবারে যেখানেই বসে থাকুন না কেন, তিনি যে কোন গুরুতর কাজেই ব্যস্ত থাকুন, যদি তারই মধ্যে ক্লিয়োপেট্রার একখানা চিঠি আসে, তবে সব কাজ ফেলে রেখে, সব কর্তব্যের অবসান ঘটিয়ে এ্যান্টনি তৎক্ষণাৎ সকলের সামনে সেই চিঠি খুলে পড়েন···সভাগৃহ ও সভার কাজে সামান্য শিষ্টতাটুকু পর্যন্ত তিনি ভুলে যান···

একদিন তো এক বিশ্রী কাণ্ডই করে বসলেন…ফারনিয়াসের মতো অত বড় একজন পণ্ডিত, আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় অমন একজন বাগ্মী, বক্তৃতা করছিলেন, আর সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনছিল, এ্যান্টনিও ছিলেন, নিবিষ্টচিত্তেই বসে ছিলেন। কিন্তু যেই শুনলেন ক্লিয়োপেট্রা খুব কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছেন, অমনি কোথায় বক্তৃতা শোনা, কোথায় কি—এ্যান্টনি পাগলের মতো লাফিয়ে উঠলেন, সভাগৃহ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন—কি? না, ক্লিয়োপেট্রাকে একটু দেখবেন, তাঁর কাছে যাবেন, কথা বলবেন!

সবাই বিচার কর, কোন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ এ রকম করতে পারে, না কোন বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে এমন আচরণ শোভন? এমন মানুষকে তোমরা সবাই বিচার কর…

এ্যান্টনির বিরুদ্ধে কুৎসার পাহাড় জমে উঠল। কুৎসা একবার রটতে শুরু করলে সত্যি আর মিথ্যার মধ্যে তো কোন তারতম্য থাকে না। শেষ পর্যন্ত এমন হল যে, রোমের অধিবাসীরা সমস্বরে বলতে লাগল…এ্যান্টনি চুলোয় যাক, এ্যান্টনি নিপাত যাক…

তখনও রোমে এ্যান্টনির কয়েকজন সহৃদয় বন্ধু ছিলেন। রোমের সঙ্গে এ্যান্টনির যোগসূত্রকে আবার টেনে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া যায় কিনা তাই তাঁরা ভেবে দেখতে লাগলেন…

জেমিনিয়স নামে এক বন্ধু এ্যান্টনিকে বুঝিয়ে, তার মতিগতি ফেরানোর জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

গেলেন তো, কিন্তু দেখা হয় কই? ক্লিয়োপেট্রা দুটি চোখ দিয়ে চার দিকে নজর রেখেছেন না! খবরদার…তাঁর হুকুম ছাড়া বাইরের কোন লোক যেন এ্যান্টনির ধারে কাছে যেতে না পারে।

জেমিনিয়সকে দেখে রাগে ক্লিয়োপেট্রার গা-মাথা জ্বলে উঠল… নিশ্চয়ই অক্টেভিয়ার লোক—এ্যান্টনিকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে… আচ্ছা, দেখা যাক।

জেমিনিয়সের সঙ্গে যতদূর খারাপ ব্যবহার করবার করা হল,

খারাপ জায়গায় থাকতে দেওয়া হল, খারাপ খেতে দেওয়া হল। তবু জেমিনিয়স কোন এক ফাঁকে এ্যান্টনির সঙ্গে দেখা করার জন্য থেকে গেলেন…

একদিন সুযোগ এল। একদিন রাত্রিবেলা খাবার সময় হঠাৎ এ্যান্টনির সঙ্গে জেমিনিয়সের চোখোচোখি হয়ে গেল।

এ্যান্টনি তো বন্ধুকে দেখে অবাক…'কি ব্যাপার বল তো, তুমি হঠাৎ এখানে?'

'সে অনেক ব্যাপার বন্ধু, আপাতত আমার একটি অনুরোধ, তুমি ক্লিয়োপেট্রাকে এক্ষুনি মিশরে পাঠিয়ে দাও…তুমি জান না তোমার কী সর্বনাশ হতে বসেছে…তুমি কি হারাচ্ছ…তুমি…' জেমিনিয়সের মুখ হঠাৎ সাদা বিবর্ণ হয়ে গেল। কখন যে ক্লিয়োপেট্রা চুপি চুপি পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, উত্তেজনায় জেমিনিয়স সেটা টের পাননি…ভদ্রমহিলা ওঁর বিরুদ্ধে সব কথাই শুনে ফেলেছেন!

'শাস্তি পাওয়ার আগেই মনের গোপন কথাগুলো বলে ফেলেছেন, ভালোই করেছেন…এতে আপনারই মঙ্গল…' ক্লিয়োপেট্রার চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলার কী ভঙ্গী!

জেমিনিয়স মনে মনে বললেন, 'মেয়েমানুষ না ছাই…এ্যান্টনির মতো পুরুষমানুষকে যে সাতঘাটের জল খাওয়ায়, সে আর যাই হোক, মেয়েমানুষ নয়…'

বলাবাহুল্য জেমিনিয়স আর থাকতে পারলেন না। ক্লিয়োপেট্রা নানা দিক থেকে তাঁকে এমন উদ্ব্যস্ত করে তুললেন যে, জেমিনিয়স একদিন কোনমতে প্রাণ হাতে নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

শুধু জেমিনিয়াস নয়, এর পর অনেকেই এ্যান্টনির দল ছেড়ে পালিয়ে গেলেন, পালিয়ে গিয়ে নাম লেখালেন অক্টেভিয়ানের দলে। কে থাকবে বাবা এ্যান্টনির দলে, আসলে ক্লিয়োপেট্রার খবরদারিতে! ভালো বুদ্ধি নেই, ভালো একটা কথা নেই—কেবল দাঁত খিঁচনো!

রোমে বসে অক্টেভিয়ান তখন সব কিছু লক্ষ্য করছিলেন, নিজের মনে হৃষ্টচিত্তে হাসছিলেন, আর দুহাত বাড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছিলেন এ্যান্টনির দলত্যাগী অনুচর-বন্ধুদের···

অক্টেভিয়ান যখন দেখলেন উপযুক্ত সময় এসেছে, তাঁর দল সম্পূর্ণ তৈরী, তখনই তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন—যুদ্ধ ঘোষণা এ্যান্টনির বিরুদ্ধে নয়, মিশরের রাণী ক্লিয়োপেট্রার বিরুদ্ধে··· 'নীলনদের ডাইনি, নীলনদের সর্পিণী'—দাঁতে দাঁত ঘষলেন অক্টেভিয়ান।

সমস্ত রোমে ক্লিয়োপেট্রার বিরুদ্ধে অক্টেভিয়ান অপার ঘৃণা, তীব্র বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুললেন।

আর এ্যান্টনি? অক্টেভিয়ান বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবলেন··· মনুষ্যত্বের কী অপমান, কী অধঃপতন! এ্যান্টনির মতো এমন একটি পুরুষ, সে কিনা একটা নচ্ছার মেয়েমানুষের কথায় ওঠবোস করছে···!

দুই পক্ষে যুদ্ধের বিরাট আয়োজন হল—জলযুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ—দুয়েরই প্রস্তুতি।

এ্যান্টনির জাহাজের সংখ্যা পাঁচশ'র কম নয়—প্রায় প্রত্যেকটি আট-দশ সারির দাঁড়বিশিষ্ট, প্রত্যেকটি সমরোপকরণে বোঝাই। জাহাজগুলির গায়ে বিচিত্র কারুকার্য। এমন নৌবহরে দৃষ্টি মুগ্ধ হয়, মন বিহ্বল হয়।

ওদিকে অক্টেভিয়ানের যুদ্ধ জাহাজের সংখ্যা মাত্র দুশো পঞ্চাশ—তাও এমন কিছু দেখতে নয়, ভেতরে যুদ্ধোপকরণও খুব বেশী ছিল না।

এ্যান্টনির নৌবহরের তুলনায় অক্টেভিয়ানের নৌবহর ছিল অতি তুচ্ছ, অতি নিষ্প্রভ।

কিন্তু এ্যান্টনির নৌবহরে আসলেই যে সব ফাঁকি ছিল…

যুদ্ধ করবার জন্য যারা ছিল তাদের বেশীর ভাগই ছিল অনভিজ্ঞ, সমরশিক্ষায় অত্যন্ত কাঁচা—এমন কি নৌ-সেনাপতিরা যখন দেখলেন, বাইরে যে আয়োজনের বহর দেখানো হয়েছে, সেই তুলনায় সৈন্যসংখ্যা অনেক কম—তখন তাঁরা গ্রাসে যাকে সামনে পেলেন, তাকেই জাহাজে টেনে তুললেন। তাদের হাতে কিছু অস্ত্র দিয়ে বললেন,—'হুকুম পেলে যুদ্ধ করবে, মুখে রা কেড়ো না, কোন লাভ হবে না…'

লাভ তো নেই, কিন্তু এমনি করে যাদের ধরে-বেঁধে জাহাজে এনে সৈন্য সাজানো হল তারা কারা?

এর আগে তাদের মধ্যে কেউ মাঠে গোরু-গাধা চরিয়েছে, কেউ-বা মাটি কুপিয়ে চাষ করেছে, কিছু আবার মুটেগিরি করেছে।

এদের ধরে নিয়ে আসা হল কেন? না, তারা জলযুদ্ধে অক্টেভিয়ানকে হারাবে।

এ যেন বেড়ালকে দিয়ে হাল চাষ করানো, নাটমঞ্চে মৃত-সৈনিকের সংখ্যা বাড়ানো!

এ্যান্টনির জলযুদ্ধের আয়োজনে ধাষ্টামো শুরু হল প্রথম থেকেই।

অথচ অক্টেভিয়ানের যে ক'টি রণতরী ছিল, তাতে যে ক'জন সৈন্য-সেনাপতি ছিলেন তারা প্রত্যেকেই ছিলেন দুর্ধর্ষ, শক্তিসম্পন্ন অভিজ্ঞ রণকৌশলী।

তবে অন্যদিকে এ্যান্টনির স্থলযুদ্ধের ব্যবস্থা ছিল অনেক ভালো। কারণ স্থলযুদ্ধেই ছিল এ্যান্টনির বেশী অভিজ্ঞতা, অধিকতর দক্ষতা—এতেই এ্যান্টনির হাত খুলত বেশী।

স্থলে এ্যান্টনির পদাতিকের সংখ্যা ছিল একলক্ষ, অশ্বারোহী ছিল বারো হাজার।

অক্টেভিয়ানের পদাতিকের সংখ্যা ছিল আশি হাজার, অশ্বারোহীর সংখ্যা তাঁরও ছিল প্রায় বারো হাজার।

দুজনের সৈন্যের মধ্যে সংখ্যার খুব একটা তফাত ছিল না, তবে এ্যান্টনির স্থলবাহিনী এত সুশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ছিল, এত রাজরাজড়ারা সৈন্য পাঠিয়ে কিংবা নিজেরা এসে তাঁর দল ভারী করেছিলেন যে, এ্যান্টনি অপরিমেয় স্থলশক্তির অধিকারী হলেন।

অক্টেভিয়ান তো এ্যান্টনির স্থলযুদ্ধের আয়োজন দেখে রীতিমত প্রমাদ গুণলেন।

কিন্তু 'নিযতিঃ কেন বাধ্যতে।' ক্লিয়োপেট্রার কাঁধে ভর করে নেমেসিস এ্যান্টনিকে যে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, এ্যান্টনি চোখকান বুজে পুতুলের মতো সেই নির্দেশ মানছিলেন, আর তলিয়ে যাবার পথ প্রশস্ত করছিলেন।

'আমার পছন্দমতো সাজানো জাহাজগুলি সমুদ্রের বুকে ভেসে ভেসে যাবে, তুমি তার ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে, যুদ্ধ চালাবে… আমি তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব…' একটা মনমাতানো সুরভি ভেসে আসে ক্লিয়োপেট্রার চুল থেকে। সোনার দেশ ভারতবর্ষ থেকে কত গন্ধনির্যাস আনিয়ে তবেই ক্লিয়োপেট্রার স্নানবিলাস! গন্ধমধুক্ষরা ক্লিয়োপেট্রা মোহিনী ক্লিয়োপেট্রা হয়ে এ্যান্টনির সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন।

এ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেন।

কত বয়স হল ক্লিয়োপেট্রার?

ত্রিশ তো কয়েক বছর আগেই পার হয়ে গেছে। তবু সতেজ সটান চেহারা, মুখে ব্যক্তিত্বের দীপ্তি।

আর?

আর দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে দেবী ভেনাসের অকুণ্ঠ অসঙ্কোচ আশীর্বাদ।

'কিন্তু ক্লিয়োপেট্রা, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধ চালানোতেই তো আমার জয়ের অভিজ্ঞতা…'

'তা হোক, তবু তুমি জলেই যুদ্ধ করবে, জলেই তোমার জয় হবে, আমার জাহাজের যশ বাড়বে…'

'তাই হবে, আমি জলযুদ্ধ দিয়েই অক্টেভিয়ানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করব। তোমার যা ভালো লাগে, তোমার যা ইচ্ছে করে, আমি তাই-ই করব ক্লিয়োপেট্রা…'

এই ইচ্ছে তো ক্লিয়োপেট্রার নয়—এই ইচ্ছে নেমেসিসের, এই আদেশ নিয়তির, এ্যান্টনির অদৃষ্ট। নইলে তিনি স্থির জানতেন স্থলযুদ্ধে তাঁর সঙ্গে কেউ এঁটে উঠতে পারবে না। তবু তিনি কেন স্থল ছেড়ে দিয়ে জলযুদ্ধের আয়োজন করলেন? যুদ্ধক্ষেত্র যে খামখেয়ালিপনার জায়গা নয়—এ কথা বহুযুদ্ধে অভিজ্ঞ বহুযুদ্ধ-জয়ী এ্যান্টনির চেয়ে কে বেশী জানতেন?

কিন্তু তবু…

এ্যান্টনির জীবনে এই 'তবু'র ট্র্যাজেডিটাই সব চাইতে বেদনাদায়ক ইতিহাস। সব কিছু জেনে শুনে, সব কিছু বুঝেও এ্যান্টনি কিছু করতে পারেননি, ক্লিয়োপেট্রার মুখের ওপর কোন কথা বলেননি।

অক্টেভিয়ান ট্যারেন্টামে তাঁর প্রধান শিবির ফেলেছিলেন। সেখান থেকে এ্যান্টনিকে বলে পাঠালেন, আর দেরি কেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাক্ষাৎ করা যাক…অক্টেভিয়ান এই সাক্ষাতের আশায় দিন গুণছেন।

এ্যান্টনি প্রত্যুত্তরে অক্টেভিয়ানকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করলেন—আগে একচোট মুখোমুখি হয়ে যাক না কেন…। তারপর লোক-লস্কর নিয়ে যুদ্ধ হবে!

অক্টেভিয়ান এই ছেলেমানুষি ব্যাপারে রাজি হলেন না। অরাজি দেখে এ্যান্টনি তাঁকে ফারসেলাসে যেতে বললেন। যেখানে একদিন জুলিয়াস সিজার ও পম্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল,

সেখানে অক্টেভিয়ান-ও এ্যান্টনি প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে নেমে পড়ুক।

অক্টেভিয়ান এতেও রাজি হলেন না।

এ্যান্টনি তখন তাঁর নৌবহর নিয়ে এ্যাক্টিয়ামের দিকে এগিয়ে চললেন। আর সেই সুযোগে অক্টেভিয়ান আইয়োনিয়া সমুদ্র পার হয়ে এপিরাসের অন্তর্গত লেড্ল নামে একটা জায়গা দখল করে নিলেন।

লেড্ল জায়গাটির ভৌগোলিক অবস্থানের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। লেড্ল জয় করে অক্টেভিয়ানের খুব সুবিধে হল।

শত্রুর এই ধরনের হঠাৎজয়ে এ্যান্টনি বেশ খানিকটা মুষড়ে পড়লেন। ক্লিয়োপেট্রা কিন্তু লেড্ল জয়ের ব্যাপারকে হেসেই উড়িয়ে দিলেন···

এ্যান্টনি কিন্তু অত সহজে ঘটনাটাকে গ্রহণ করতে পারলেন না। শত্রুপক্ষের কেউ না জানুক, তিনি তো জানেন তার জাহাজগুলি কিরকম ভুসিমালে ভর্তি! অক্টেভিয়ান যদি একবার সাহসে ভর করে এগিয়ে এসে এই জাহাজগুলির ওপর আক্রমণ চালান, তাহলে আর দেখতে হবে না। তখন কোথায় থাকবেন এ্যান্টনি, কোথায় বা থাকবেন ক্লিয়োপেট্রা—সব শেষ হয়ে যাবে।

গোটা রাতটা এ্যান্টনি না ঘুমিয়ে ছটফট করে কাটালেন। পরদিন খুব সকালে বিছানা ছেড়েই জাহাজের ডেকে চলে এলেন। তাঁর আদেশে প্রত্যেকখানা জাহাজের প্রত্যেকটি দাঁড়ি মাঝিকে সৈন্যের পোষাক পরিয়ে হাতে অস্ত্র দিয়ে সারবেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। জাহাজের দাঁড়গুলিকে দুপাশে এমনভাবে সোজা আর উঁচু করে সাজানো হল, যে মনে হল দুদিকে যেন সব তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রতিপক্ষকে আঘাত করবার জন্য তৈরি হয়ে যাচ্ছে···এ যেন শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানকে ভয় দেখানোর জন্য মাথাকাটা তালগাছ সাজিয়ে এ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফটের ভয় দেখানো।

এ্যান্টনির কিন্তু সাজানোর বাহাদুরি ছিল।

অক্টেভিয়ান হঠাৎ সভয়ে দেখলেন প্রতিপক্ষের অসংখ্য জাহাজ—প্রত্যেক জাহাজে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত অগুণতি সৈন্য, আবার এদিকেই মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে—ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে! কী সর্বনাশ! একটা জলযুদ্ধের জন্য এ্যান্টনির এত সৈন্য এত অস্ত্র! কই, এতটা তো জানা ছিল না। দরকার নেই বাবা এখন কিছু করে।

অক্টেভিয়ান এ্যান্টনির নৌবহর আক্রমণ করতে গিয়েও পিছিয়ে এলেন। আর সেই সুযোগে এ্যান্টনি তাঁর নৌবহর নিয়ে একেবারে ঢুকে গেলেন এ্যাক্‌টিয়ামে।

বুদ্ধির কৌশল দেখিয়ে এ্যান্টনি কত বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পেলেন...তবু সেই বুদ্ধিটাই একবার খেলিয়ে বুঝতে পারলেন না যে, এখনও তিনি জলযুদ্ধের পরিকল্পনা ছেড়ে দিয়ে স্থলযুদ্ধেই অক্টেভিয়ানকে একেবারে বসিয়ে দিতে পারেন, সেদিকে তাঁর চেষ্টা করা উচিত।

সেনাপতি-বন্ধুরা বার বার এ্যান্টনিকে বোঝাতে লাগলেন—'এখান থেকে বেরিয়ে চলুন থ্রেস অথবা ম্যাসিডনে,...সেখান থেকে স্থলযুদ্ধ চালালে আমাদের জয় সুনিশ্চিত...'

এ্যান্টনি চুপ করে থাকলেন, তখুনি কোন উত্তর দিলেন না। এ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন স্থলযুদ্ধের কথা...'তুমি একবার অনুমতি দাও ক্লিয়োপেট্রা, জল থেকে মাটিতেই নেমে আসি। মাটিই আমাকে আশীর্বাদ করবে, স্থলযুদ্ধেই আমি জয়লাভ করব, জলযুদ্ধে নয়...তুমি একবার অনুমতি দাও, একবার বল ক্লিয়োপেট্রা...'

ক্লিয়োপেট্রা মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনিও তো জানেন, এ্যান্টনির ক্ষমতা মাটির বুকেই, জলে নয়।

কিন্তু তবু তিনি অনুমতি দিতে পারেন না।

অসম্ভব! বুক ফেটে গেলেও যে তিনি অনুমতি না দেবার কারণ কাউকে বলতে পারবেন না—বিশেষ করে এ্যান্টনিকে তো নয়ই।

ক্লিয়োপেট্রার মনের মধ্যে চিন্তার ঝঞ্ঝা—এ্যাণ্টনি যেই স্থলযুদ্ধের আয়োজন করবেন, সঙ্গে সঙ্গে ক্লিয়োপেট্রাকে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতে হবে মিশরে।

ক্লিয়োপেট্রা চলে যাওয়ার পরেই যদি অক্টেভিয়ান একবারও এ্যাণ্টনির দেখা পান, তা হলে কি হবে সেকথা ক্লিয়োপেট্রার চাইতে আর কে বেশী জানে?

অক্টেভিয়ান এ্যাণ্টনিকে প্রাণে মারবেন না, বন্দী করবেন—বন্দী করবেন বোন অক্টেভিয়ার বাহুবন্ধনে।

এ্যাণ্টনি কি তখন আপত্তি করতে পারবেন?

শ্রীময়ী অক্টেভিয়ার আকর্ষণ তো বড় কম নয়!

ক্লিয়োপেট্রার চোখে জল এল। তাঁর বাইরের রূপটাই সবাই দেখে, কত সমালোচনা করে। কিন্তু তাঁর মনের মধ্যে যে কত বড় দুঃখ, কত বড় সমস্যা, এই খবর কি কেউ রাখে? কেউ না!

দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ক্লিয়োপেট্রা এ্যাণ্টনির দিকে বড় বড় দুটি চোখ মেলে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—'না এ্যাণ্টনি, স্থলে নয়, জলেই তুমি যুদ্ধ কর···আমি বলছি তোমার জয় হবেই···'

এ্যাণ্টনির জন্য কেমন যেন মায়া হয় ক্লিয়োপেট্রার। শুধু তাঁর কথাতেই এ্যাণ্টনি নিশ্চিত বিপদের মুখে পা বাড়াচ্ছেন।

কিন্তু ক্লিয়োপেট্রাই বা কি করবেন? তাঁকে তো নিজের স্বার্থটা দেখতে হবে—দেখতে হবে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ।

'আর'—ক্লিয়োপেট্রা আপন মনেই বললেন, 'জলে বিপদ ঘটলে জাহাজ নিয়ে পালাতে কতক্ষণ! সে পথটা এখন থেকেই তো দেখতে হবে···'

এবার ক্লিয়োপেট্রা পুরোপুরি নিজের স্বার্থ নিয়ে এ্যাণ্টনিকে চালাতে লাগলেন। এ্যাণ্টনির পৌরুষ, শক্তি, দম্ভ—সব যে কি করে জলে ভেজা বারুদের মতো এত মিইয়ে গেল—এটা ইতিহাসের বিস্ময়।

তবে আজকের ইতিহাসে তো মাদাম ন্যু-এর কাহিনীরও স্থান আছে। ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী একটি মহিলা কী দুর্নিবার ব্যক্তিত্ব দিয়ে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন গোটা দিয়েম পরিবারকে। দিয়েম ভাইদের মধ্যে কেউ অশিক্ষিত ছিলেন না। ওঁরা তো সবাই বুঝতে পেরেছিলেন পেট্রোলের আগুনে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আত্মাহুতি এক দিন আগুনে-ড্রাগন হয়ে পাল্টা ঝাপটা মারবে তাঁদের গায়ে। মাদাম ন্যু-এর নির্দিষ্ট পথে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তাঁরা থামেননি, থামতে পারেননি! দিয়েম পরিবারে নেমেসিস হয়ে এসেছিলেন মাদাম ন্যু—এ্যান্টনির নেমেসিস ছিলেন ক্লিয়োপেট্রা। তাই এ্যান্টনি সব কিছু জেনেও মাটি ছেড়ে জলে জাহাজ ভাসিয়েছিলেন। সব কিছু বুঝেও এ্যান্টনি একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন।

হ্যামলেট তবু একবার আপন মনে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'To be or not to be that is the question…'এ্যান্টনির মনে সেটুকুও আসেনি। এ্যান্টনি শুধু ক্লিয়োপেট্রার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাকিয়ে জগৎ সংসার ভুলেছিলেন, জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন নিজের যুক্তি, বুদ্ধি ও জ্ঞান।

যে সেনাপতি ক্যানিডিয়াস একদিন ক্লিয়োপেট্রার কাছ থেকে টাকা ঘুষ নিয়ে এ্যান্টনির কাছে দরবার করেছিলেন—ক্লিয়োপেট্রা থাকুন, উনি যুদ্ধক্ষেত্রে থাকলে তাঁর প্রজা-সৈন্যেরা উৎসাহ পাবে, ভালো করে যুদ্ধ করবে—আসন্ন অক্টেভিয়ান-এ্যান্টনি দ্বন্দ্বের অবস্থা বুঝে তিনিই আবার এ্যান্টনিকে অনুরোধ জানালেন—'জলযুদ্ধ নয়, স্থলযুদ্ধই আপনাকে জয়মাল্য পরিয়ে দেবে'—আর বলেছিলেন, 'ক্লিয়োপেট্রাকে পাঠিয়ে দিন মিশরে, তাঁকে আর এখানে রাখা অসমীচীন…'সেনাপতি ক্যানিডিয়াস এবার বুঝি এ্যান্টনির বিপদের কথাটাই বেশী ভাবছিলেন।

'সে আর সম্ভব নয়, ক্যানিডিয়াস…'এ্যান্টনি মাথা নাড়লেন।

'কিন্তু জলে যে নিশ্চিত বিপদ…'ক্যানিডিয়াস শেষ চেষ্টা করলেন।

'তা জানি…তবু আর সম্ভব নয়…' বিষণ্ণমুখ এ্যান্টনি আবার মাথা নাড়লেন।

ছুটে এলেন আর একজন সেনাপতি—বিশ্বস্ত বহুযুদ্ধে অভিজ্ঞ এ্যান্টনির কাছে এলেন, গায়ের জামা খুলে নিজের অনাবৃত বহু ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত অঙ্গ দেখিয়ে বললেন, 'দেখুন, বহু যুদ্ধের চিহ্ন আমার শরীরে…আপনি কেন তা হলে আমাদের বিশ্বাস না করে কতগুলো জীর্ণ কাঠে ভর করছেন! মিশরীয় ও ফিনিসীয়রা সমুদ্রে যুদ্ধ করুক, কিন্তু রোমীয়দের স্থান তো মাটিতে…মাটিতেই আমাদের জয়…সেখানেই আমাদের শেষ শয্যা…'

এ্যান্টনির মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না। সৈনিক বীরের উক্তি শুনে তাঁর দিকে শুধু সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

এ্যান্টনিকে স্থলযুদ্ধে মত করানো গেল না কিছুতেই। ক্লিয়োপেট্রা প্রাণপণে এ্যান্টনিকে জলযুদ্ধে উৎসাহিত করলেন, আর তারই সঙ্গে ভেবে রাখলেন যুদ্ধে প্রতিকূল হাওয়া বইতে শুরু করলেই তিনি কেমন করে কি করবেন…তাঁকে যে বেঁচে থাকতেই হবে…

এরই মধ্যে একদিন এ্যান্টনি অক্টেভিয়ানের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। এ্যান্টনির শিবির থেকে যেখানে তাঁর নৌবহর ছিল, সেই সমুদ্রতীর পর্যন্ত দুদিকে দেয়াল দেওয়া একটা সরু পায়ে চলা পথ ছিল। এ্যান্টনি এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন। কোনদিন কোন বিপদের আশঙ্কা করেননি।

অক্টেভিয়ান তাঁর এক ভৃত্যের মুখে এ্যান্টনির এই একান্ত ব্যক্তিগত গোপন পথটির খোঁজ পেলেন—অক্টেভিয়ান উৎসাহিত হলেন। বিনাযুদ্ধে, কৌশলে যদি এ্যান্টনিকে বন্দী করা যায়—তার চাইতে ভালো তো আর কিছুই হতে পারে না।

অক্টেভিয়ান ঐ পথে গোপনে লোক বসিয়ে রাখলেন—এ্যান্টনিকে দেখামাত্র যেন গাপ করা হয়।

সবই ঠিক করা হল—সব ব্যবস্থা হল। একটি লোক চুপ করে গোপনে গলিপথে বসে রইল। সেই পথে যেই এ্যান্টনিকে দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে-থাকা লোকটি এ্যান্টনির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাঁকে আটকে ফেলল, তাঁকে নিয়ে আসা হল অক্টেভিয়ানের শিবিরে। এবার তাঁকে ভালো করে দেখা হল—সবাই চমকে উঠল—সব হতাশায় ভেঙে পড়ল—এ যে অন্য লোক! ঐ পথে সে একটু আগে আগে যাচ্ছিল, তার একটু পেছনেই ছিলেন এ্যান্টনি।

অক্টেভিয়ানের কৌশল একেবারে ভেস্তে গেল।

এ্যান্টনি সেদিন একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছিলেন।

ক্লিয়োপেট্রার মোহিনী ইঙ্গিতে এ্যান্টনির মাটির দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করল না। তিনি সর্বতোভাবে জলযুদ্ধের আয়োজন করলেন।

বেছে বেছে ষাটখানা বড় ও মজবুত জাহাজ রেখে আর বাকি মিশরীয় জাহাজের সব ক'টিতে এ্যান্টনি আগুন ধরিয়ে দিলেন।

ষাট খানার মধ্যে যেগুলি ছিল তিনসারি থেকে দশসারি দাঁড় বিশিষ্ট, সেগুলি বিশ হাজার বাছাই করা সৈন্য আর দু হাজার নিপুণ ধনুর্ধারী দিয়ে ভরে দেওয়া হল।

যুদ্ধ আরম্ভ করার সব ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হল।

এ্যাক্টিয়াম প্রণালী।

সমুদ্রের একদিকে এ্যান্টনি, অন্যদিকে অক্টেভিয়ান। যে যাঁর নৌবহর সাজিয়ে তৈরি হয়ে আছেন। দুদিকেই মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে সৈনিকের হুঙ্কার, যুদ্ধের শিঙারব, ধনুকের টঙ্কার।

জীবনঘাতী নাটকের যবনিকা উঠল বলে···

একটু দেরি হয়ে গেল।

হঠাৎ ঝড় উঠল, চারদিন ধরে ঝড়ের তাণ্ডবে উদ্বেল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্র আর আকাশ এক হয়ে রইল। এ ক'টা দিন দুপক্ষের বহরই নোঙর দিয়ে মাটি কামড়ে নিশ্চল হয়ে থাকল।

পাঁচদিনের দিন আকাশ পরিষ্কার হল, সমুদ্র শান্ত হল, চঞ্চল হল দুদিকে অপেক্ষমান দুটি নৌবহর।

আর দেরি নয়, এবার শুরু কর···

একখানি ছোট নৌকো করে এ্যান্টনি প্রতিটি জাহাজে ঘুরে-ঘুরে বেড়ালেন, সৈন্যদের উৎসাহ দিলেন,···ধৈয হারিও না, সাহসে বুক বাঁধ, সমুদ্রকে মনে কর পায়ের নীচে মাটি, মাটি ভেবেই তোমরা যুদ্ধ কর, বন্দরের মুখ রক্ষা কর, শক্তি আর সামর্থ্য দিয়ে তোমরা জলের বুকে স্থলযুদ্ধের কৃতিত্ব দেখাও···

ওদিকে অক্টেভিয়ান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য কবছেন এ্যান্টনির নৌবহরের গতিবিধি···

কী বিরাট বিরাট জাহাজ এক একখানা!

চলছে, না নিশ্চল হয়ে আছে?

এ্যান্টনি তাঁর সৈন্য সেনাপতিদের সম্বোধন করে বললেন, 'ধীরে বন্ধু, ধীরে—অতি ধীরে আমাদের আক্রমণ চালাতে হবে। আগে অক্টেভিয়ানকে ভালো করে দেখতে দাও আমাদের কত বড় বড় জাহাজ, তাতে কত সৈন্য! তাড়াতাড়ি করো না··'

জাহাজের সারি অতি ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল···এত ভারী শরীর নিয়ে কি যাওয়া যায়···!

জলযুদ্ধে এ্যান্টনির নিপুণতা অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই তিনি বুঝতে পারেননি, জলের বুকে ক্ষিপ্রগতিতে সহজভাবে চলাফেরা করতে পারার ক্ষমতা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ। বিরাটদেহী জাহাজ তাড়াতাড়ি করে না পারে ঘুরতে, না পারে ফিরতে, না পারে চট করে পাশ কাটাতে।—যে কোন জলযুদ্ধে এটা যে

কতখানি অসুবিধে, কতখানি মারাত্মক সেকথা সেদিন এ্যান্টনি জানতেন না।

অপর দিকে অক্টেভিয়ান নিপুণ জলযোদ্ধার মতোই সব কিছু জানতেন, তাই তাঁর জাহাজের ওজন ছিল হালকা, গড়ন ছিল তরতর করে জল কাটবার উপযোগী।

এ্যান্টনির ভাগ্যে বিপদ তো ঝুলছিলই···উপরন্তু এত ধীর গতিতে এগিয়ে যাওয়া যখন সৈন্যদের পছন্দ হল না, তারা যখন ধৈর্য হারা হয়ে এ্যাণ্টনির আদেশের অপেক্ষা না করেই অক্টেভিয়ানের নৌবহরের একটি পাশ হটাৎ আক্রমণ করে বসল—বিপদ তখন চরমে উঠল! অক্টেভিয়ান তখনই বললেন, এ্যান্টনির নৌবহর একেবারে অকেজো, বিরাট শরীর নিয়ে চলতে ফিরতে পারছে না।

অক্টেভিয়ান সঙ্গে সঙ্গে এক নোতুন কৌশল খেললেন। তিনি নিজে ক্ষিপ্রগতি হালকা জাহাজগুলো নিয়ে এ্যান্টনির নৌবহরকে মুখোমুখি আক্রমণ না করে কৌশলে তাদের ঘিরে ফেলতে লাগলেন —এ্যান্টনির জাহাজগুলি ক্রমে বন্দরের আশ্রয় থেকে বাইরে চলে আসতে লাগল, নিজেদের ভারে নিজেরাই ক্রমে অচল হয়ে এল।

জাঁতাকলে পড়ার মতো শোচনীয় অবস্থা হল এ্যান্টনির নৌবহরের। তবু এ্যান্টনির সৈন্যেরা মনোবল হারাল না। তারা প্রাণ দিয়ে শত্রু সৈন্যের তীব্র আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে লাগল।

কিন্তু তারা চেষ্টা করলে কি হবে, অন্যদিকে যে এক চরম কলঙ্কের নাটক হয়ে গেল।

'এ্যান্টনিয়াস' জাহাজে বসে ছিলেন ক্লিয়োপেট্রা। তাঁর ভয়ব্যাকুল দৃষ্টির সামনে এ্যাক্টিয়ামের যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা চলছিল, কানে ভেসে আসছিল শত্রুপক্ষের নিষ্ঠুর উল্লাসধ্বনি, কাতর আর্তনাদে লুটিয়ে পড়ছিল এ্যান্টনির সৈন্যেরা। ···সরবরাহের পথ বন্ধ করে দিয়েছে শত্রু-জাহাজ, আহার ও পানীয়ে টান ধরেছে···

আরও কী সাংঘাতিক দৃশ্য···

ক্লিয়োপেট্রা বিহ্বল অস্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, এপক্ষের সেনাপতি, সহকর্মী, মিত্ররাজা, রাজপুত্রেরা পিঁপড়ের সারের মতো চলে যাচ্ছে ওপক্ষে। যুদ্ধের ফলাফল প্রায় নিশ্চিত।

এবার…

এবার সেই মুহূর্তটি এসেছে…

ক্লিয়োপেট্রা যে নাটকের মহড়া অনেক দিন আগের থেকে মনে মনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই নাটককে এবার বাস্তবে রূপায়িত করার সময় এসে গেছে…

ক্লিয়োপেট্রা সভয়ে দেখলেন এ্যাণ্টনির জাহাজগুলি একেবারেই নড়তে পারছে না—অক্টেভিয়ানের জাহাজ মাছের মতো খেলে বেড়াচ্ছে…খেলিয়ে খেলিয়ে ওরা এ্যাণ্টনির জাহাজগুলিকে বন্দর ছাড়া করল, মাঝ দরিয়ায় ঘিরে ধরল, এখন তরী ডুবতে শুরু করল।

এখানে আর অপেক্ষা করলে মিশরের রাণীকে সমুদ্রের জল খাতির করবে না…

সমুদ্রের জল খাতির করলেও, খাতির করবেন না অক্টেভিয়ান।

'আমার মিষ্টি বোন অক্টেভিয়া, অমন সুন্দরী অক্টেভিয়ার দুর্ভাগ্য, অসম্মান আর অপমানের মূলে তুমি—তুমি ক্লিয়োপেট্রা! সে অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবই…' রাগে দুঃখে অক্টেভিয়ানের হাত মুঠি পাকিয়ে আসে।

ক্লিয়োপেট্রা অক্টেভিয়ানের মনের এই খবর খুব ভালো করেই জানেন।

অক্টেভিয়ান প্রতিশোধ নেবেনই।

তাঁর রাগের আরও কারণ আছে।

ক্লিয়োপেট্রার নির্দেশেই এ্যাণ্টনি পুতুলের মতো নেচে উঠেছেন, তিনি অক্টেভিয়াকে বিবাহ-বিচ্ছেদের চিঠি পাঠিয়েছেন। ক্লিয়োপেট্রা স্বপ্ন দেখছেন, এ্যাণ্টনি জয়লাভ করেছেন, জয়লাভের পর এ্যাণ্টনির সঙ্গে ক্লিয়োপেট্রার বিধিমতো বিয়ে হয়েছে, ভূমধ্য সাগরকে বাড়ীর

পুকুর বানিয়ে রোম আর মিশর মিলে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে, এ্যান্টনি সম্রাটপদে অভিষিক্ত হয়েছেন, আর সম্রাজ্ঞীর আসনে বসেছেন তিনি নিজে …।

অক্টেভিয়ানের হাত আবার মুষ্টিবদ্ধ হল, তাঁর অসি ঝন ঝন করে উঠল। তিনি নিজের মনেই বললেন…'তোমার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্পর্ধাকে, তোমার এই দুরাকাঙ্ক্ষার স্বপ্নকে আমি চুরচুর করে ভাঙব…

ক্লিয়োপেট্রা অস্থির হয়ে ডেকে পাঠালেন মিশরীয় জাহাজগুলির প্রধান অধ্যক্ষকে…'শীগ্‌গির, শীগ্‌গির জাহাজের মুখ ফিরিয়ে নিন…'

প্রধান অধ্যক্ষ শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ক্লিয়োপেট্রার দিকে। তাঁর বিস্ময়ের ঝুলিতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই…

'মিশরের জাহাজগুলি ফিরে যাবে তাদের নিজের রাজ্যে…যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাহাজের মুখ ফিরিয়ে নিন।'

অন্যান্য নৌ-অধ্যক্ষেরা অস্ফুট চীৎকারে তাঁদের বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তাঁদের পরস্পরের সঙ্গে বাক্যহারা দৃষ্টি বিনিময় হল।

'আমাদের জাহাজগুলি হঠাৎ চলে যেতে আরম্ভ করলে, যারা থাকবে তারা কি ভগ্নোৎসাহ হবে না? তারা কি শেষ হয়ে যাবে না?' প্রধান অধ্যক্ষ প্রশ্ন না করে পারলেন না।

'সে ভাবনা আপনার—আমার নয়। অক্টেভিয়ানের জাহাজ সামনের জাহাজগুলিকে ঘিরে ধরেছে, আমাদেরও ধরল বলে… শীগগির ফিরে চলুন…'

'কিন্তু…' অধ্যক্ষ আরও যেন কি বলার চেষ্টা করলেন।

'আর কিন্তু নয়, আপনি আমার জাহাজগুলির মুখ ফেরান', ক্লিয়োপেট্রার হাতে হাতীর দাঁতের তৈরি একটি দণ্ড, তার অগ্রভাগে একটি স্বর্ণ-ঈগল। মিশরের রাজদণ্ড। আদেশ না মেনে উপায় নেই।

রক্তাক্ত যুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ্যাণ্টনি তখনও তাঁর স্বভাব-সুলভ অদম্য মনোবলে সমানে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর সৈনিকদের, তাঁর যুদ্ধকর্মীদের।

ও পক্ষের সেনাপতি এগ্রিপ্পা, পাব্লিকোলা, এরাণ্টাস হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন এ্যাণ্টনির আক্রমণের তোড় সামলাতে গিয়ে।

ঝাঁকে ঝাঁকে আগুনে তীর বর্ষিত হচ্ছে···তীক্ষ্মমুখ বর্শা ছুটে আসছে মৃত্যুর রক্তচক্ষু মেলে। মৃতের সংখ্যা দুপক্ষেরই গণনাতীত, স্থির করা কঠিন কোন্ পক্ষ জিতবে, কোন্ দল পালিয়ে যাবে।

···এ্যাণ্টনি একটু ক্লান্তি বোধ করেন। মুখ ফিরিয়ে দেখতে ইচ্ছে করল 'এ্যাণ্টনিয়ান' জাহাজটিকে, তার আশেপাশে মিশরীয় জাহাজগুলিকে। ঐখানে ক্লিয়োপেট্রা আছেন, আছেন তাঁর জীবনের অনুপ্রেরণা, তাঁর জীবনের সোনার কাঠি। ক্লিয়োপেট্রা সঙ্গে থাকলে এ্যাণ্টনি কখনও উৎসাহ হারাবেন না, এ্যাণ্টনি কখনও ভয় পাবেন না।

এ্যাণ্টনি মুখ ফেরালেন·· বড় ক্লান্ত, ক্লিয়োপেট্রা, তোমাকে একটু দেখতে ইচ্ছে করছে···

হঠাৎ বিস্ময়ে দুঃখে এ্যাণ্টনির মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠল, ক্লিয়োপেট্রার জাহাজ কেন উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়েছে! পাল উঠিয়েছে! তাতে হাওয়া লেগেছে!

ক্লিয়োপেট্রার জাহাজ কি চলে যাচ্ছে! তারই সঙ্গে চলেছে মিশরের আরও উনষাটখানা জাহাজ!

'ক্লিয়োপেট্রা, তুমি কি চলে যাচ্ছ!' এ্যাণ্টনির প্রতিটি নিশ্বাসে কী অবর্ণনীয় বেদনা, প্রতিটি প্রাণস্পন্দনে কী অব্যক্ত ব্যথা!

এ্যাণ্টনির চোখের সামনে থেকে মুছে গেল আরও এগিয়ে-আসা শত্রুপক্ষের জাহাজ, চারদিকে আগুনের নৃত্যচটুল শিখা, সঙ্গীসৈন্যদের অন্তিম আর্তনাদ, আসন্ন মৃত্যুর ভয়াল থাবা।

মৃত্যু যদি আসে আসুক, ধ্বংসের লাভাস্রোতে যদি সব কিছু

পুড়ে ছাই হয়ে যায় যাক, এ্যান্টনি আর হুঙ্কার দিয়ে লাফিয়ে উঠবেন না, শত্রুকে আর আঘাত করবেন না, হারকিউলিসের রক্তবাহী এ্যান্টনি এখন নীরব নিশ্চল।

'ক্লিয়োপেট্রা, তুমি কি চলে যাচ্ছ?'

বুকের মধ্যে কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল, এ্যান্টনিকে ক্লিয়োপেট্রা এত ব্যথা দিতে পারে! সে ব্যথা সহ্য করা যায়!

'ক্লিয়োপেট্রা, তুমি আমায় ফেলে চলে যাচ্ছ!'

এ্যান্টনি ছুটে গেলেন, ঝুঁকে দেখলেন চারদিকে। একটা ছোট জাহাজ—আর কিছু নয়। যুদ্ধ নয়, জয় নয়, ভবিষ্যৎ নয়—শুধু একখানা জাহাজ।

কিছুক্ষণ পরে।

একটা জাহাজ পাগলের মতো ছুটে চলল ক্লিয়োপেট্রাকে অনুসরণ করে।

ক্লিয়োপেট্রা তাঁর জাহাজ থেকে দেখলেন, উন্মাদের মতো ছুটে আসছেন এ্যান্টনি, পেছনের জীবন পেছনে ফেলে দিয়ে এ্যান্টনি ছুটে আসছেন।

ক্লিয়োপেট্রার ইঙ্গিতে এ্যান্টনিকে ক্লিয়োপেট্রার জাহাজে তুলে নেওয়া হল—এ্যান্টনি হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলেন জাহাজে। জাহাজের পাটাতনে পা দিয়ে একবার তাকিয়ে দেখলেন পেছনের দিকে···ফেলে-আসা জাহাজ, সেনাপতি, বন্ধু, সৈনিকদের দিকে।

যে-এ্যান্টনি একদিন সৈনিকদের নিয়ে পর্বতে, কন্দরে, বনে জঙ্গলে, কত অনিদ্রা অনাহারে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাদের সঙ্গে একসারে বসে অখাদ্য খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছেন, তাদের আহত দেহের পাশে পাশে দেবতার মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন, তাদের দুঃখে কেঁদেছেন তাদের উল্লাসে সুখী হয়েছেন—সেই সেনাপতি, হারকিউলিসের বংশধর, এ্যাক্টিয়াম যুদ্ধের কত বড় ভরসা, মার্ক এ্যান্টনি ভাগ্যের মূর্তিমান পরিহাসের মতোই ছুটে এসে উঠলেন কিনা পালিয়ে-যাওয়া ক্লিয়োপেট্রার জাহাজে!

'নেমেসিস' ডাক দিয়েছে এ্যাণ্টনিকে, এ্যাণ্টনির সাধ্য কি সর্বনাশের হাত এড়ান ?

এ্যাণ্টনির নৌবহর মোচার খোলার মতো তছনছ হয়ে গেল এ্যাক্‌টিয়ামের নৌযুদ্ধে।

এ্যাণ্টনির প্রায় পাঁচহাজার সৈন্য মারা গেল, প্রায় তিন শ' জাহাজ শত্রুপক্ষ দখল করে নিল।

এ্যাণ্টনির পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি কয়েকদিন চাপা থাকলেও পরে জানাজানি হয়ে গেল। এ্যাণ্টনির বিপর্যস্ত সৈনিক বন্ধুরা বিরক্ত হয়ে দল ত্যাগ করে চলে যেতে লাগল অক্টেভিয়ানের শিবিরে। তাঁদের অধিনায়কই যখন লজ্জার কোন সীমা রাখলেন না, তাদেরই বা তাহলে বিশ্বস্ত থাকার দরকার কি ? আর সব চাইতে বড় কথা, তাদেরও তো প্রাণে বাঁচতে হবে ! অক্টেভিয়ানের হাতে বন্দী হয়ে প্রাণ দেবার আগে ধরা দেওয়াই ভালো।

বিজয়-উল্লাসের হাসি খেলে গেল অক্টেভিয়ানের মুখে, আপন মনেই হাসলেন, 'যে দ'য়ে পড়েছ এ্যাণ্টনি, তোমার কপালে দুর্গতির এই তো সবে শুরু !'

এ্যাণ্টনি ক্লিয়োপেট্রার জাহাজে উঠেই বুঝতে পেরেছিলেন, এত বড় লজ্জা, এত বড় ধিক্কার বোধ হয় কোন সৈনিকের জীবনে কখনও ঘটেনি।

এ্যাণ্টনি দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে জাহাজের অগ্রভাগে বসে পড়লেন। অবসাদ, ক্লান্তি আর হতাশা কালো ছায়ার মতো এ্যাণ্টনিকে জড়িয়ে ধরল।

এ্যাণ্টনি তিনদিন ক্লিয়োপেট্রার মুখ দেখলেন না, তাঁর সঙ্গে কথা বললেন না। কোথা দিয়ে সূর্য উঠল, দিন কাটল, এ্যাণ্টনি জানতে চাইলেন না। তিনি দিনের আলোয় চোখ বুজে থাকতেন, রাত যখন গভীর হত, অন্ধকারের পর্দা নামত, শুধু তখনই এ্যাণ্টনি

চোখ মেলে তাকাতেন। সমস্ত দেহ-মন লজ্জা ও গ্লানিতে ক্লেদাক্ত হয়ে উঠত...

কিন্তু আশ্চর্য, এতটা বুঝেও এ্যান্টনি তাঁর মনুষ্যত্বকে ফিরিয়ে আনলেন না, আনতে পারলেন না।

তাই তিন দিন পর জাহাজ যখন টেনারাসে পৌঁছল, তখন ক্লিয়োপেট্রার সহচরীরা নানা কৌশলে এ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রাকে আবার মিলিয়ে দিতে চাইল—তারা সফল হল। এ্যান্টনি আবার মোহান্ধের মতো এগিয়ে গেলেন ক্লিযোপেট্রার দিকে, আবার তাঁর সঙ্গে নিভৃত আলাপে উল্লসিত হলেন, আবার দেখলেন ক্লিয়োপেট্রা চিরবাসন্তী ভেনাসের প্রতিমূর্তি।

এ্যান্টনি আবার স্থূল জীবনরসের সন্ধানী হলেন।

একটি ভালো খবর এল। এ্যাক্টিয়ামের জলে সর্বনাশ হলেও মাটির বুকে এ্যান্টনি এখনও শক্তিমান। তাঁর বিপুল স্থলবাহিনী এখনও দৃঢ়, এ্যান্টনির অভ্যুদয়ে তারা এখনও আশাবাদী।

এ্যান্টনি একটু উৎসাহ পেলেন। সেনাপতি ক্যানিডিয়াসকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন সৈন্য নিয়ে ম্যাসিডনের ভেতর দিয়ে এশিয়ায় অভিযান চালানোর ব্যবস্থা করেন।

এ্যান্টনি জলপথে লিবিয়াতে পৌঁছলেন, এখান থেকেই ক্লিয়োপেট্রাকে পাঠিয়ে দিলেন মিশরে...

এ্যারিস্টোক্রেটিস আর লুসিয়াস নামে দুটি মাত্র সঙ্গী নিয়ে এ্যান্টনি আফ্রিকার শুকনো মরুভূমিতে পা দিলেন। সেখানে যখন-মাত্র কয়েকদিন নির্জনবাস অতিবাহিত হয়েছে, তখনই কানে এল একটা দুঃসংবাদ—যে-লিবিয়ার ওপর নির্ভর করে তিনি আফ্রিকায় এসেছেন, যে-লিবিয়া এতদিন তাঁর অধীন আর অনুগত ছিল, যে সৈন্যাধ্যক্ষের ওপর যাবতীয় সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব ছিল, সেই লিবিয়া, সেই সৈন্যাধ্যক্ষ সসৈন্যে যোগ দিয়েছে শত্রুপক্ষে।

এ্যাণ্টনি বুঝলেন, স্থলবাহিনীতেও কীট ঢুকেছে। স্থলযুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধেও আর কোন আশা নেই।

এ্যাণ্টনি এতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন, এত হতাশা মনের মধ্যে জমা হয়েছিল যে, তিনি আত্মহত্যা করে সব কিছু গ্লানি আর আত্মপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে চাইলেন। কিন্তু নিজেকে চরম আঘাত করবার আগেই দুই সঙ্গী জানতে পেরে বাধা দিলেন— এ্যাণ্টনি মরতে পারলেন না।

এ্যাণ্টনি চলে গেলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছেই দেখলেন ক্লিয়োপেট্রা বাস্তবজ্ঞানরহিত এক সাধনায় মেতে উঠেছেন…

একটা কথা ক্লিয়োপেট্রা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি যতই পালিয়ে আসুন না কেন, এ্যাণ্টনির ধ্বংসের মানেই তাঁর ধ্বংস…

কিন্তু ক্লিয়োপেট্রা যে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে চান— যেমন আসক্তি নিজের জীবনের ওপর তেমনি আসক্তি সন্তানদের ওপর। সন্তানরা বড় হবে, তারা ক্ষমতার আসনে বসবে, তাদের কর্মে তাদের নামে ক্লিয়োপেট্রার নাম হবে চিরস্মরণীয়…

ক্লিয়োপেট্রা দেখলেন, এ্যাক্‌টিয়ামের যুদ্ধে ভূমধ্যসাগরে জীবনের নিরাপত্তা দূর হয়ে গেছে। অতএব মিশরের রাণীর নিরাপদ আসন আর মিশরে নয়, এবার অন্য কোথা, অন্য কোনখানে। এবার আরেকটি সাগরের আশ্রয় চাই, যেখানে ভূমধ্যসাগরের ঢেউ ধাক্কা মারবে না, যেখানে ভূমধ্যসাগরের হাওয়া বয়ে যাবে না।

সেই সাগরের নাম লোহিত সাগর—সেখান থেকে আরব সাগর।

আনন্দে আশায় ক্লিয়োপেট্রা বাচ্চা মেয়ের মতোই লাফিয়ে উঠলেন।

প্রধান রাজকর্মচারীরা ক্লিয়োপেট্রার আনন্দ দেখে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর সামনে-মেলেধরা পরিকল্পনা-নক্‌শাটার এক জায়গায় একজন আঙুল দিয়ে বললেন 'এখানটার কি ব্যবস্থা করবেন··· ?'

ক্লিয়োপেট্রা খানিকটা থমকে গেলেন, একটু চিন্তা করলেন, তার পর বললেন, 'এতে ভাবনার কি আছে? ঐ টুকুন তো মাটি, তার ওপর দিয়ে জাহাজ টেনে নেওয়া যাবে না? আমার এত প্রজা এত ক্রীতদাস কি সব মরে গেছে?'

কর্মচারীরা আর কিছু বললেন না। নক্‌শা গুটিয়ে ফেললেন, 'তাই হবে, ভূমধ্যসাগরের মিশরীয় জাহাজগুলি সুয়েজ যোজকের ওপর দিয়েই টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আবার লোহিতসাগরে ফেলা হবে···'

কি সাংঘাতিক পরিকল্পনা!

ফার্দিনান্দ্‌ ড্য লেসেপ্‌স্‌ তখন কোন্‌ সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে!

আজকের সুয়েজ খাল, তখন সুয়েজ যোজক—বিরাট একফালি ভূখণ্ড, যার সঙ্কীর্ণতম জায়গাটি ছিল ছত্রিশ মাইলেরও কিছু বেশী!

বেঁচে থাকবার তাগিদে ক্লিয়োপেট্রা তাঁর বিরাট জাহাজ গুলিকে ওর ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার অবাস্তবতাকে স্বীকার করলেন না। অভাবনীয় অর্থব্যয়ে সহস্র লোকের রক্ত ঝরিয়ে একখানা জাহাজ কোনমতে এক সাগর থেকে উঠে মাটি ডিঙিয়ে আর এক সাগরে পড়ল।

ক্লিয়োপেট্রা বেঁচে থাকবেন—এই আনন্দে হাততালি দিলেন। এর পরেই খবর এল পেত্রা নিবাসী আরবীয় দস্যুরা জাহাজ খানাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

অজানা নির্বান্ধব পরিবেশে কতখানি অভ্যর্থনা পাওয়া যাবে—পাওয়া সম্ভব কিনা, এই চিন্তা ক্লিয়োপেট্রার মাথায় আগে কখনও আসেনি। কিছুদিনের জন্য ক্লিয়োপেট্রা তাই মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন। তারপর উপলব্ধি করলেন, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য

নিজের রাজ্যকেই সুরক্ষিত করা সবচাইতে বুদ্ধির কাজ—সেটাই বাস্তব, সেটাই সম্ভব।

এদিকে এ্যাণ্টনি স্থির হতে পারছেন না কিছুতেই। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে তিনি চলে গেলেন ফ্যারসের কাছে একটি অতি নির্জন স্থানে—জলের ওপর যে সুন্দর বাড়ীটি তৈরি করেছিলেন, সেখানে। কিছুদিন কলকোলাহলের বাইরে নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েও এ্যাণ্টনি সেখানে কোন শান্তি পেলেন না, স্বস্তি পেলেন না। যাঁদের এত বিশ্বাস করতেন যাঁদের ওপরে এতখনি নির্ভর করেছিলেন—সেই সব দলত্যাগী বন্ধু সৈনিক সেনাপতিদের কথা ভাবতেন। আর ভাবতেন, মানুষ এত অকৃতজ্ঞ হয়! এত কৃতঘ্ন হয়!

এরই মধ্যে একদিন ক্যানিডিয়াস এলেন, বললেন, এ্যাণ্টনির স্থলবাহিনীও বিধ্বস্ত।

এ্যাণ্টনি কোন কথা বললেন না। কিছুদিন ধরে তিনি এত ধ্বংস, আর বিশ্বাসের মৃত্যু দেখেছেন যে, এবার আর তিনি দুঃখের আবেগে উদ্বেল হলেন না, পাগলের মতো ছুটোছুটি করলেন না—নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন।

এ্যাণ্টনি আরও শুনলেন যে, তাঁর একদা-অনুগত অবশিষ্ট সঙ্গীরাও চলে যাচ্ছে অক্টেভিয়ানের দলে। অক্টেভিয়ান যেন একটি অদৃশ্য সরু সুতো দিয়ে সবাইকে টেনে নিচ্ছেন।

এ্যাণ্টনি আবার ফিরে এলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়।

এবার নিজেদের অবস্থাকে ভুলে থাকার জন্যই যেন এ্যাণ্টনি-ক্লিয়োপেট্রা একটু লোকদেখানো আমোদে মেতে উঠলেন। শহরবাসীরা ঘন ঘন রাণীর প্রাসাদে নেমন্তন্ন পেতে লাগলেন। ভোজনে আদরে আপ্যায়িত হয়ে তাঁরা বাড়ী ফিরে এলেন।

কয়েক বছর আগে এ্যাণ্টনি ক্লিয়োপেট্রা তাঁদের কয়েকজন

অন্তরঙ্গ বন্ধুদের নিয়ে একটি সমিতি করেছিলেন। তার নাম দিয়েছিলেন 'Inimitable Livers'—অননুকরণীয় সমিতি।

এবারে আর একটি সমিতি তৈরি করলেন, তার নাম দিলেন 'The Companions in Death'—

মৃত্যুসজ্ঘ, না মরণসঙ্গীর দল?

এ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রা দুজনেই কি শুনতে পেয়েছিলেন মহাকালের মৃদু গম্ভীর পদধ্বনি? দেখেছিলেন মৃত্যুভয়ঙ্করীর কালো ছায়া!

নইলে সমিতির অমন নাম কেন?

আর কেনই বা এই সময়টিতে ক্লিয়োপেট্রা গোপনে গোপনে অনুসন্ধান করতে লাগলেন—মৃত্যুর কত রূপ!

কত বিচিত্র পথে মৃত্যুর আগমন!

প্রকাশ্যে আনন্দ হুল্লোড়ের স্থূল আবরণ—অন্তরালে ক্লিয়োপেট্রা নানাশ্রেণীর প্রাণনাশক উদ্ভিজ্জ সংগ্রহ করতে লাগলেন, রাজ্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের ওপর সেগুলি একে একে প্রয়োগ করে দেখতে লাগলেন—কীভাবে মৃত্যু আসে, কতটা যন্ত্রণা, কতখানি অসহ্য, কতক্ষণ ভোগ করতে হয়!

এমন কিছু নেই যা খেলে মরণ আসবে সুন্দরের বেশে? মরণ আসবে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি এক গভীর নিদ্রার মতো?

সুকুমারী ক্লিয়োপেট্রা যে এতটুকু যন্ত্রণা আর ব্যথা সহ্য করতে পারেন না…!

ইতিমধ্যে অক্টেভিয়ান এ্যান্টনির বিরুদ্ধে আবার এক ব্যাপক আয়োজন করেছেন, এ্যান্টনিকে তিনি কিছুতেই বেঁচে থাকতে দেবেন না। এ্যান্টনির ওপর বিষদৃষ্টি, শুধু তো রোমের জন্য নয়, এ্যান্টনি নিধনের আশু প্রয়োজন নিজের পরম স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। অক্টেভিয়ান একনায়কত্বে বিশ্বাসী। তিনি সম্রাট পদাকাঙ্ক্ষী—

আজকের অক্টেভিয়ান সিজার একদিন হবেন সম্রাট অগাস্টাস সিজার। সে পথ তো ক্রমেই প্রশস্ত হচ্ছে, মসৃণ হচ্ছে!

অক্টেভিয়ান যখন একান্ত নিরালায় থাকেন, অজস্র ধন্যবাদ দেন ক্লিয়োপেট্রাকে…'তোমার যাদুদণ্ড না থাকলে আমার কতটুকু সাধ্য ছিল এ্যান্টনির রূপান্তর ঘটানোর। এ্যান্টনিকে এই অবস্থায় টেনে নামানোর…! তোমাকে আমি বাঁচিয়ে রাখব ক্লিয়োপেট্রা, …তোমার কোন ভয় নেই…'

কিন্তু এ্যান্টনি?

'না, তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না…তোমাকে দিয়ে আমার কোন প্রয়োজন মিটবে না…তুমি থাকলেই আমার অসুবিধে…'

অক্টেভিয়ান বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগলেন ক্লিয়োপেট্রাকে।

এ্যান্টনি অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, কত সহজে বিশ্বাসের সূত্রটুকু ছিঁড়ে যায়। মিত্ররাজারা একে একে চলে যাচ্ছে ওদিকে, একটি একটি করে খসে যাচ্ছে তাঁর অধীনস্থ রাজ্যগুলি!

এ্যান্টনির ক্ষয়, অক্টেভিয়ানের পূরণ!

অক্টেভিয়ান তখন এশিয়ায়। ক্লিযোপেট্রা ও এ্যান্টনি ইউফ্রনিসাস নামে সন্তানদের একজন শিক্ষককে দূত করে পাঠালেন অক্টেভিয়ানের কাছে।

ক্লিয়োপেট্রা প্রার্থনা জানালেন—'আর কিছু আমার চাইবার নেই, শুধু মিশর রাজ্যটুকু—আমার সন্তানদের যেন ভোগে লাগে…'

এ্যান্টনির প্রার্থনা বড় করুণ, 'মিশরে আমাকে শুধু একজন সাধারণ মানুষের মতো থাকতে দাও, আর কিছু না। আর যদি তোমার ইচ্ছে হয়, তা হলে না হয় আমি চলে যাব এথেন্সে। যে কটা দিন বাঁচব, একটু শান্তিতে, একটু নিরাপদে থাকব…'

অক্টেভিয়ান দূতের কাছ থেকে সব কথা শুনলেন, এ্যাণ্টনির কথা শুনতেই চাইলেন না। ক্লিয়োপেট্রাকে বলে পাঠালেন—তাঁকে অক্টেভিয়ান সব রকম অনুগ্রহ দেখাবেন, তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবেন, কিন্তু একটি সর্তে—তিনি যেন অচিরেই এ্যাণ্টনিকে হত্যা করেন, অথবা মিশর থেকে তাকে দূর করে তাড়িয়ে দেন···

অক্টেভিয়ান নিজের মনে কত কি চিন্তা করেন—ভবিষ্যতের চিন্তা, খুব কাছের ভবিষ্যৎ···

এ্যাণ্টনির পরাজয় ঘটেছে, অবসানটুকুই যা বাকি। পরাজিত হয়েছেন ক্লিয়োপেট্রাও। কিন্তু তাঁকে এখন নিধন নয়,···আরও কিছু দিন পরে।

অক্টেভিয়ান খুব ভালো করেই জানেন, রাজ্য হিসাবে মিশর রোমের তুলনায় উপলখণ্ড মাত্র। কিন্তু মিশরের সম্পদ! তার রত্নরাজি!

যুগযুগান্ত ধরে মিশরের রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়েছে সাতরাজ্যের ঐশ্বর্য—যেমন মণি-মুক্তা মাণিক্যের ছটা, তেমনি সোনারূপো আর হাতীর দাঁতের তৈরি বিচিত্র গড়নের অসংখ্য জিনিসপত্র।

মিশরীয় ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার হাতের মুঠোয়—এই কল্পনা করে অক্টেভিয়ান উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠেন।

অক্টেভিয়ান আর স্থির থাকতে পারলেন না। ব্যাকুল হয়ে ক্লিয়োপেট্রার কাছে দূত পাঠান। দূতের নাম থিরসাস, বয়সে নবীন, দৌত্য কার্যে উৎসাহী।

অক্টেভিয়ান থিরসাসের কানে কানে অনেক কথা বলে দিলেন। থিরসাস হাসিমুখে মাথা নাড়লেন। তারপর আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে যাত্রা করলেন।

থিরসাস সসম্মানে অভিবাদন জানালেন মিশরের রাণী ক্লিয়োপেট্রাকে—'আপনাকে আমাদের মান্যবর অক্টেভিয়ান বহু সম্মান নিবেদনান্তে আন্তরিক অভিবাদন জানিয়েছেন···'

'কী তাঁর বক্তব্য?' ক্লিয়োপেট্রার মুখে হাসি, মনে ভীতি-মিশ্রিত কৌতূহল।

'আপনার রূপ আর গুণের খ্যাতিতে তিনি মুগ্ধ। আপনার সঙ্গ লাভের প্রত্যাশায় তিনি অধীর···তাঁর আশ্রয়ে আপনি সম্মানিত হবেন। অধিক ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন···'

অতি কৌশলে অতি নৈপুণ্যে থিরসাস ক্লিয়োপেট্রার মনের গভীরে দাগ কাটতে শুরু করলেন।

জুলিয়াস সিজার যখন চলে গেলেন, এ্যাণ্টনি সামনে এসেছিলেন, এ্যাণ্টনিকে সম্বল করে ক্লিয়োপেট্রা আলোকলতার মতো বেড়ে উঠেছিলেন। এখন এ্যাণ্টনির পতনে তাঁর শূন্য স্থান পূরণ করে যদি সামনে এসে দাঁড়ান বিজয়ী নায়ক অক্টেভিয়ান, তা হলে কি ক্লিয়োপেট্রা আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবেন না? দেহসুষমায় তো ক্লিয়োপেট্রা এখনও বীরভোগ্যা!

ক্লিয়োপেট্রা তো বেঁচে থাকতেই চান। জীবনসম্ভোগেই তাঁর প্রাণশক্তির পরিচয়।

থিরসাস-ক্লিয়োপেট্রার বড় ঘন ঘন সাক্ষাৎ হতে লাগল। বহুক্ষণ ধরে তাঁদের কথাবার্তা চলত।

এ্যাণ্টনির বিষাদভরা দৃষ্টি বিদ্বেষে ভরে গেল। বুকের মধ্যে যেন কিসের আগুন জ্বলে উঠল। এই ক্লিয়োপেট্রার জন্যই তো তিনি ত্যাগ করেছেন নিজের মনুষ্যত্বকে! শৌর্যবীর্য ও পৌরুষকে!

রাগে দুঃখে এ্যাণ্টনি হিস্‌হিস্‌ করে উঠলেন। থিরসাসকে একবার কৌশলে নিজের সামনে নিয়ে এলেন, তারপর তাঁকে চাবুকের ঘায়ে জর্জরিত করলেন। এরপর থিরসাসকে অক্টেভিয়ানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন, তার সঙ্গে অক্টেভিয়ানকে সম্বোধন করে একখানা চিঠি পাঠালেন…

'নানা কারণে আমার মন বিক্ষিপ্ত চঞ্চল। তাই তোমার দূতের ঔদ্ধত্য সহ্য করতে পারিনি…তবে তুমি যদি কিছু মনে করে থাক, তবে হিপ্‌পারকাস নামে আমার একজন লোক তোমার এক্তিয়ারে আছে। তুমি তাকে চাবুক মেরে প্রতিশোধ নিও…'

অর্থাৎ অক্টেভিয়ান বনাম এ্যাণ্টনি—আর একটা যুদ্ধের মাটি তৈরি হল…।

শীত কেটে যেতে দুপক্ষের দামামা বেজে উঠল।

অক্টেভিয়ান নিজে সিরিয়ার পথে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। অন্যান্য সেনাপতিরা এগিয়ে গেলেন আফ্রিকার ভেতর দিয়ে।

পেলুসিয়াম ছিল এ্যাণ্টনির অধীনস্থ একটি রাজ্য—সেলুকাস ছিলেন সেখানকার রাষ্ট্রপাল।

অক্টেভিয়ান পেলুসিয়ামের কাছে যাওয়া মাত্রই সেলুকাস রাজ্যটি পাকা ফলের মতোই অক্টেভিয়ানের হাতে তুলে দিলেন।

…একটা বিশ্রী গুজবে এ্যাণ্টনির মন ভারাক্রান্ত হল। ক্লিয়োপেট্রার ইঙ্গিতেই নাকি সেলুকাস এই জঘন্য কাজ করেছেন…

ক্লিয়োপেট্রা কিন্তু এ্যাণ্টনিকে দেখেই বলে উঠলেন, 'বেইমান সেলুকাসের স্ত্রী আর সন্তানদের বন্দী করে রেখেছি, ওদের তুমি মেরে ফেল, কেটে ফেল, কেউ কিছু বলবে না। সেলুকসের শাস্তি হোক…'

এ্যাণ্টনি শুধু খানিকটা শূন্যদৃষ্টিতে ক্লিয়োপেট্রার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

এ্যান্টনি তাঁর অবশিষ্ট সামান্য সৈন্য নিয়ে শেষ চেষ্টার উদ্যোগ করলেন।

ওদিকে ক্লিয়োপেট্রা তাঁর সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে জমা করলেন আইসিস দেবীর মন্দিরের কাছে নবনির্মিত কয়েকটি স্মৃতিস্তম্ভ ও সমাধিভবনে। ভবিষ্যৎ ভেবে, উচ্চতা, আয়তন ও শিল্প-ভাস্কর্যে সকলের আকর্ষণীয় এই স্মৃতিস্তম্ভ ও সমাধিভবন ক্লিয়োপেট্রাই তৈরি করিয়েছিলেন। এখন কাজে লাগল।

সঞ্চিত ধনরাশির চারদিকে স্তূপীকৃত করে সাজানো হল দড়ি, পাট ও মশাল জ্বালানোর কাঠ···

অক্টেভিয়ানের কানে এই কথা পৌঁছনো মাত্র তিনি পাগলের মতো অস্থির হয়ে উঠলেন—কী সর্বনাশ! যে সাতরাজ্যের ঐশ্বর্যের লোভে অক্টেভিয়ান ক্লিয়োপেট্রার কাছে বার বার দূত পাঠিয়েছেন, মিষ্টি কথার বারতা পেস করেছেন, যাঁকে কখনও দেখেননি তাঁর রূপে মুগ্ধ হওয়ার নিপুণ অভিনয় করেছেন—সেই ক্লিয়োপেট্রা কিনা তার ধনভাণ্ডারে দরকার বুঝে আগুন লাগাবার ব্যবস্থা করছেন! এর চাইতে অক্টেভিয়ানের নিজেরই যে আগুনে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে করছে! কী সর্বনাশ!

···কে আছ, শীগগির যাও···দূতের পর দূত যাও···। ক্লিয়োপেট্রার কাছে গিয়ে বল, অক্টেভিয়ান তোমার,—শুধু তোমারই জন্য—এতদূর ছুটে এসেছেন। তোমার নামই এখন তাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান তপ জপ। তিনি এলে তুমি যে কোন্ গগনে বিহার করবে তা তুমি এখন এ অবস্থায় কল্পনাও করতে পারবে না···যাও ···যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, এই কথাগুলি বেশ ভালো করে ক্লিয়োপেট্রার কানে ঢুকিয়ে দাও···

অক্টেভিয়ানের বুক ধুকপুক করে উঠল···অত ঐশ্বর্য, অত

মণি-মুক্তো, অত সোনা-রূপো···একি ছাড়া যায়, না ছেড়ে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ!

অক্টেভিয়ান দ্রুত গতিতে হিপোড্রোমে পৌঁছে যুদ্ধের তাঁবু খাটালেন।

এদিকে রোম থেকে ঘন ঘন খবর পাঠাচ্ছেন অক্টেভিয়ান-পত্নী এগ্রিপ্পা—'শীগগির রোমে চলে এস। এখানে যাসব কাণ্ড হচ্ছে সে আর বলবার নয়। চারদিকে ভীষণ গোলমাল, বিশৃঙ্খলা··· শীগগির তুমি ওখান থেকে চলে এস···'

অক্টেভিয়ান মনে মনে হাসলেন—'হায় এগ্রিপ্পা, তুমি ভয় পাচ্ছ, তোমার স্বামীকে পাছে ক্লিয়োপেট্রা নিয়ে নেয়—যেমন সে নিয়েছে কালপুর্নিয়ার স্বামীকে, অক্টেভিয়ার স্বামীকে। কিন্তু তুমি তো তোমার স্বামীকে চেন, তার ক্ষমতার লোভের কাছে আর সব কিছু যে অতি তুচ্ছ, অতি অবজ্ঞেয়—এ তো জান। কিছু ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক···'

এ্যান্টনি হঠাৎ আক্রমণ করলেন অক্টেভিয়ানকে। অক্টেভিয়ানের অশ্বারোহী বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আক্রমণের তোড় সামলাতে না পেরে অক্টেভিয়ানের বাকি সৈন্যেরা পরিখার মধ্যে ঢুকে পড়ে কোন রকমে মাথা বাঁচাল···

এ্যান্টনি মহাখুশি, এত খুশি যে সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে এলেন, ক্লিয়োপেট্রার সঙ্গে দেখা করলেন, দেহ মনের আবেগ দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন—'ক্লিয়োপেট্রা, আমার ক্লিয়োপেট্রা···'

আসলে অনেক পরাজয়, অনেক দুর্বিপাকের পর বলেই এই জয়ে এ্যান্টনি এতখানি উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। নইলে ঐটুকু জয়ে

এ্যাণ্টনির বিশেষ লাভ হয়নি, যেমন বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি অক্টেভিয়ানের।

অক্টেভিয়ান পূর্ণোদ্যমে সৈন্য সাজাতে লাগলেন।

এদিকে এ্যাণ্টনির তো ভাঙা হাট, প্রায় সবাই তো ওদলে নাম লিখিয়েছে। কাউকে তো বিশ্বাসই করতে পারছেন না। আজকে যার ওপর সব দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন, কালকেই দেখা গেল সে চলে গেছে অক্টেভিয়ানের পক্ষে।

সব কিছু ভেবেচিন্তে এ্যাণ্টনি একটা প্রস্তাব করে পাঠালেন অক্টেভিয়ানের কাছে। এত সৈন্য অনর্থক ক্ষয় না করে দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হোক না কেন! সৈন্যরা সাক্ষী থাক, যা ফল হবে সেই অনুযায়ী সাম্রাজ্যের বিলি ব্যবস্থা হবে।

অক্টেভিয়ান ঠোঁট বাঁকিয়ে মুচকি হেসে উত্তর পাঠালেন, দ্বন্দ্বযুদ্ধ কেন, এ্যাণ্টনিকে মেরে ফেলার তো আরও অনেক উপায় আছে…!

এই উক্তিতে এ্যাণ্টনির বুকে কতটা শেল বিঁধেছিল, কতখানি অপমানের বোঝা তাঁকে চেপে ধরেছিল—ঐতিহাসিকেরা তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। তবে এ্যাণ্টনি আর কোন প্রস্তাব করে অক্টেভিয়ানের কাছে লোক পাঠাননি। শুধু জলে স্থলে দুদিক থেকে অক্টেভিয়ানকে শেষ আঘাত দেবার জন্য এ্যাণ্টনি তৈরী হলেন।

সাগরের জলে নৌবহর, ধরণীর মাটিতে অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনী।

এ্যাণ্টনি বড় আশায় বার বার তাকিয়ে দেখলেন সৈন্যদের মুখের দিকে, সেনাপতিদের দিকে। মনে মনে তাদের কাছে আবেদন জানালেন—'আমার শেষ সম্বল তোমরা, তোমাদের অস্ত্র, তোমাদের শক্তি। আর…' আপন মনে বললেও এ্যাণ্টনির ঠোঁট

হৃটি কেঁপে কেঁপে উঠল, চোখে জল এল···'আর সকলের ওপরে তোমাদের বিশ্বাস। আমাকে তোমরা ত্যাগ করো না···'

আগামীকাল অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হবে।

এ্যান্টনির চোখের সামনে দিনের আলো কমে এল, সন্ধ্যা হল, রাত বাড়ল।

শুধু আজকের রাত। কালকে এমন সময় কার ভাগ্যে দেবতার আশীর্বাদ ঝরে পড়বে এ্যান্টনি জানেন না।

আকাশের গায়ে চাঁদ উঠল, একটি দুটি করে কত তারা ফুটল। হঠাৎ এ্যান্টনি নীরবতা ভেঙে পরিচারকদের ডাকলেন—'আজকের রাতে বিরাট করে খাওয়ার আয়োজন কর, সব চাইতে ভালো খাবার, ভালো রান্না, আর তার সঙ্গে সব চাইতে ভালো পানীয়—সেরা পানীয়ের যোগাড় কর। আমি জানি, আজকের রাত আর আসবে না, কালকে আর আমি তোমাদের ডাকব না···' এ্যান্টনির কথায় ভৃত্য-পরিচারকদের চোখে জল এল। ভয়ে বিষণ্ণতায় শুধু তাদের মুখ নয়, সমস্ত শহরটাই অন্ধকারে ডুবে রইল। চারদিকেই নেমে এল এক অনিশ্চয়তার আশঙ্কা।

রাত্রির নির্জন আকাশে এ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রা ঘনিষ্ঠ হলেন, নিরুদ্ধ আবেগ এ্যান্টনির হৃদয়ের দু'কূল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইল। সমস্ত সত্তা দিয়ে এ্যান্টনি নীরব আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ক্লিয়োপেট্রা, আমার ক্লিয়োপেট্রা···'

মধ্যরাত্রিতে হঠাৎ সকলে জেগে উঠল—এত কিসের কোলাহল! এত রাতে কারা আয়োজন করেছে নৃত্য, গীত আর বাদ্যের?

একটি উৎসবমুখর আনন্দমিছিল চলে গেল রাস্তা দিয়ে, চলে গেল শত্রুপক্ষের শিবির পর্যন্ত, তারপরেই হঠাৎ সব কিছু থেমে গেল—চারদিকে আবার নীরবতা নেমে এল!

এই বিপদ-রাত্রিতে কিসের এ উৎসব, কারা উদ্যোক্তা—কেউ কোন সঠিক কারণ খুঁজে পেল না। বিজ্ঞজনেরা বললেন—এতদিন ধরে এ্যাণ্টনিকে শুধু তাঁর সঙ্গীসাথীরা ত্যাগ করেছেন, এবার ত্যাগ করলেন স্বয়ং ব্যাকাস দেবতা। তিনিও যোগ দিয়েছেন শত্রুশিবিরে !

ভোর হল। সূর্যের লাল ছটায় আকাশের গায়ে রঙিন ছবি ফুটে উঠল।

এ্যাণ্টনি পদাতিক সৈন্যবাহিনী নিয়ে নগরের বাইরে এলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে অধিকার করে নিলেন শত্রুপক্ষীয় একটি উঁচু টিলা। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন জলযুদ্ধের গতিবিধি।

এ্যাণ্টনি দেখলেন একদিকে অক্টেভিয়ানের রণতরীর দুর্ভেদ্য ব্যূহ, অন্যদিকে তাঁর নিজের নৌবহর। এ্যাণ্টনি উল্লসিত হলেন, তাঁর নৌবহর সার বেঁধে দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছে অক্টেভিয়ানের জাহাজের দিকে।

'আর ওদের রক্ষা নেই। আমার জাহাজগুলো যেভাবে মারমুখী হয়ে ছুটেছে, এদের এক ধাক্কাতেই ওপক্ষ চুরমার হয়ে যাবে…' এ্যাণ্টনি তারিফ করতে লাগলেন তাঁর নৌসৈনিকদের। জলের বুকে ওরা কী সাহসটাই না দেখাচ্ছে !

কিন্তু…একী ! এ্যাণ্টনি বেঁচে আছেন তো ! যে জাহাজগুলো তীরের মতো ছুটে গেল অক্টেভিয়ানের নৌবহরকে লক্ষ্য করে, তারা হঠাৎ থেমে গেল কেন ?

এ্যাণ্টনির চোখে আবার হতাশার ব্যথা ফুটে উঠল।

এবারেও এ্যাণ্টনি ঠকে গেলেন।

তিনি নীরব নিশ্চল দৃষ্টিতে দেখলেন তাঁরই নৌবহর, তাঁরই অধীনস্থ নৌ-সৈনিকেরা অক্টেভিয়ানের নৌবহরের সামনে গিয়ে কেমন স্থির শান্ত হয়ে গেল। হাতের অস্ত্র নামিয়ে রেখে তারা অক্টেভিয়ানকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাল।

এত দুঃখ, এত হতাশার মধ্যেও এমন-করে-গড়ে-তোলা এ্যাণ্টনির নৌবহর সম্পূর্ণভাবে চলে গেল অক্টেভিয়ানের হাতে।

দুটি দল এখন এক হয়ে এগিয়ে আসছে শহরের দিকে! এ্যাণ্টনিকে তারা আক্রমণ করবে! তারা এ্যাণ্টনির কিছুই বাকি রাখবে না!

এ্যাণ্টনি ম্লান দৃষ্টি ফেরালেন তাঁর স্থলবাহিনীর দিকে। এবার এ্যাণ্টনি যে দৃশ্য দেখলেন তাতে আর আশ্চর্য হলেন না। দেখলেন যাদের নিয়ে তিনি এত গর্ব করতেন, এত ভরসা পেতেন, সেই অশ্বারোহী বাহিনীও কেমন কদমে কদমে চলে গেল শত্রুপক্ষে।

এ্যাণ্টনিকে তারা চেনে না? জানে শুধু অক্টেভিয়ানকে!

বাকি রইল শুধু পদাতিক বাহিনী। ঝাপসা দৃষ্টিতে এ্যাণ্টনি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। না, তারা আর গেল না! তারা যুদ্ধ করল, এ্যাণ্টনির হয়েই যুদ্ধ করল। কিছুক্ষণের মধ্যে মৃতদেহের স্তূপ গড়ে উঠল। ঐ ক'টি লোক কখনও অক্টেভিয়ানের বিরাট বাহিনীর সঙ্গে পারে?

এ্যাণ্টনির জীবনে পরাজয়ের শেষ অধ্যায়টুকু ঘটে গেল। এর পরে আর কিছু করবার নেই, সব শেষ।

কিন্তু এমনভাবে সব শেষ হল কি করে?

এ যেন আগের থেকে ছবির মতো সাজানো ছিল—বিশ্বাস-ঘাতকতা করে কার পরে কে যাবে—কোন্ দলের পর কোন্ দল!

এ্যাণ্টনির মতো লোককে এমন অনাথ করে দেওয়া তো সামান্য ব্যাপার নয়। অনেক দিন ধরে অনেক সলাপরামর্শ করলে, অনেক যোগসাজস থাকলে তবেই এমনটি হয়। ইতিহাসে এমন নজির বহু আছে।

কিন্তু অক্টেভিয়ানকে দেখলাম, আর এ্যাণ্টনিকে বোকা বানিয়ে তরতর করে ওদিকে চলে গেলাম, এমন ম্যাজিক ইতিহাসে ঘটে না।

ক্লিয়োপেট্রার আগুনে এ্যাণ্টনি পুড়েছেন। উন্মাদের মত তাঁকে

ভালোবেসেছেন, ক্লিয়োপেট্রার পায়ে নিজের সবকিছু বিকিয়েছেন—তবু এই মুহূর্তে উঁচু টিলার ওপর দাঁড়িয়ে এ্যান্টনি ক্রোধে অভিমানে চীৎকার করে উঠলেন···'ক্লিয়োপেট্রা, তুমি—তুমি, আর কেউ নয়—এ কাজ তোমার···অক্টেভিয়ানের দূত বার বার আনাগোনা করেছে তোমার কাছে। তুমি বহুক্ষণ ধরে নির্জনে তার সঙ্গে আলাপ করেছ···তোমার সুন্দর দেহ দিয়ে আমাকে অন্ধ করে রেখেছ, আমাকে তুমি ঠকিয়েছ···'

শেক্সপীয়রের এ্যান্টনি ক্রোধে ক্ষোভে বলে উঠলেন,

All is lost !

This foul Egyptian hath betrayed me...

তোমার যাদুরূপে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তোমার চোখের ইঙ্গিতে আমি যুদ্ধ করেছি, রণস্থল ত্যাগ করেছি, তোমার ভালোবাসাকে জীবনের সর্বস্ব বলে গ্রহণ করেছি,·· আর তুমি কিনা আমাকে সর্বস্বান্ত করলে···আমাকে প্রতারিত করলে··· !

সূর্যদেবের দিকে তাকিয়ে এ্যান্টনি বললেন, 'তোমায় আমায় এই শেষ সাক্ষাৎ দিনদেব, আর কোনদিন তোমার উদয়যাত্রা দেখব না। ভাগ্যদেবী আর এ্যান্টনির মধ্যে এখন চিরবিচ্ছেদ···'

এ্যান্টনি দ্রুতবেগে টিলা থেকে নীচে নেমে এলেন···'কোথায় ক্লিয়োপেট্রা, আমি প্রতিশোধ চাই···প্রতারণার প্রতিশোধ আমি নেবই···' এ্যান্টনি প্রাসাদের দিকে ছুটে চললেন।

ক্লিয়োপেট্রা খবর পেলেন, সর্বপরিত্যক্ত এ্যান্টনি ছুটে আসছেন ক্লিয়োপেট্রার কাছে···

ক্লিয়োপেট্রা যে এবার এ্যান্টনির কাছ থেকে কোন মধুর সম্ভাষণ পাবেন না, পাবেন মারাত্মক আঘাত, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন···জীবনের ওপর যাঁর এত মমতা, জীবন-ভোগে এত আসক্তি, সেই ক্লিয়োপেট্রা এখন অস্থির হয়ে উঠলেন।

এখন তিনি কী করবেন? এ্যান্টনি যে বন্যবরাহের মতো ছুটে আসছেন! ক্লিয়োপেট্রা তাঁকে প্রতিহত করবেন কোন ক্ষমতায়…!

ক্ষমতা নেই, কিন্তু ক্লিয়োপেট্রার মাথায় বুদ্ধি তো আছে। ক্লিয়োপেট্রা বুদ্ধির আশ্রয় নিলেন। তিনি ত্বরিত গতিতে বেরিয়ে পড়লেন প্রাসাদ থেকে, সঙ্গে দুই প্রিয় সখী—চারমিয়ন আর ইরাস।

প্রথমটির দক্ষতা ছিল নখরঞ্জনে, দ্বিতীয়টির ক্লিয়োপেট্রার কেশরচনায়।

ক্লিয়োপেট্রা আশ্রয় নিলেন যেখানে সমস্ত ঐশ্বর্য গোপনে জমা করে রেখেছিলেন, সেই কীর্তিস্তম্ভে…

প্রাসাদে তাঁকে খুঁজে না পেয়ে পাছে এ্যান্টনি এখানেও হানা দেন, ক্লিয়োপেট্রা সেই আশ্রয়ভবনের সব কটা দরজা ভালো করে অর্গলবদ্ধ করলেন—বাইরের কোন লোক যেন ভেতরে না আসতে পারে—খুব সাবধান!

প্রাণের মায়া অত সহজে ছাড়া যায়?

শুধু পালিয়ে এলেই তো সব বিপদ কাটবে না!

ক্লিয়োপেট্রা তাই আর এক কৌশল খেললেন। এক বিশ্বস্ত অনুচরকে ডেকে পাঠালেন—'শীগগির চলে যাও ক্ষিপ্ত এ্যান্টনির কাছে। তাঁকে গিয়ে বল—ক্লিয়োপেট্রা আত্মহত্যা করেছে, ক্লিয়োপেট্রা মৃত…তাঁকে বলো—'এ্যান্টনি' নামটি ছিল আমার মুখের শেষ কথা, নামটি কিন্তু উচ্চারণ করো খুব করুণ সুরে…'

অভিনয় কৌশলে, মিথ্যাচারে ক্লিয়োপেট্রা মৃত্যুর আঘাত এড়াতে চাইলেন।

এ্যান্টনির কাছে দূত এই সংবাদ অতি নিপুণতার সঙ্গে পরিবেশন করল। অনুতাপের কান্নায় এ্যান্টনি ভেঙে পড়লেন। প্রেমিক এ্যান্টনি, বিশ্বস্ত এ্যান্টনি ক্লিয়োপেট্রাকে না দেখে, তাঁর স্পর্শলাভে

বঞ্চিত হয়ে আর কোন্ সম্পদ নিয়ে পরাজিত লাঞ্ছিত জীবনের জের টেনে চলবেন ?

ক্লিয়োপেট্রা চলে গেছেন, এ্যান্টনিই বা কেন থাকবেন? ক্লিয়োপেট্রা যখন নেই, তখন এ্যান্টনিরও কাজ শেষ…'The long day's task is done…'

ক্লিয়োপেট্রার দূত জ্বল্‌জ্বলে দুটি চোখ দিয়ে নীরবে তার অভিনয়ের সীমাহীন সার্থকতা দেখল, সে যে এত বড় অভিনেতা এতদিন সে কি তা জানত ছাই !

এ্যান্টনি তাঁর বিশ্বস্ত পরিচারক ইরসকে কাছে ডাকলেন, বিষণ্ণ গম্ভীর গলায় তাকে বললেন, 'ইরস, তুমি তো আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, যখন প্রয়োজন হবে তুমি আমার জীবনের অবসান ঘটাবে! আজ সেই প্রতিজ্ঞা পালনের দিন। তুমি তোমার কর্তব্য কর…'

ইরস অত্যন্ত বাধ্য, অতি অনুগত, নইলে সে সঙ্গে সঙ্গে হাতে তরবারি নিয়ে তৈরি হবে কেন ?

এ্যান্টনি চোখ বুজে মুহূর্ত গুণতে লাগলেন, কখন নেমে আসে চরম আঘাত !

হঠাৎ ইরস লুটিয়ে পড়ল, তার রক্তাক্ত দেহে প্রাণের চিহ্ন মাত্রও দেখা গেল না…

ইরসের পক্ষে প্রভুকে হত্যা করার চাইতে আত্মহত্যা করাটা অনেক সহজ বলে মনে হয়েছিল।

ইরসের মৃতদেহ দেখে এ্যান্টনির সুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল। কিছুদিন ধরে তো শুধু অবিশ্বাসের বিষে তিনি জর্জরিত ছিলেন। ইরসের প্রাণদানে দেখলেন, পৃথিবীতে শুধু গরলই নেই, অমৃতও আছে—আছে অনুরাগ ও স্বর্গীয় বিশ্বস্ততা।

চোখের জল মুছে এ্যান্টনি বললেন, 'ভালোই করেছ ইরস,

তুমি আমাকে দেখিয়ে গেলে মৃত্যুকে কি করে অভ্যর্থনা করতে হয়...'

এ্যান্টনি আর কিছু ভাবলেন না...একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি গেঁথে দিলেন নিজের অন্ত্রে।

দুর্ভাগ্য এ্যান্টনির—আঘাত মারাত্মক হলেও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুর আরাম তিনি পেলেন না। আঘাত থেকে তীব্র প্রস্রবণের মতো রক্তের ধারা ছুটে এল। মরণাতীত যন্ত্রণায়, সহনাতীত ব্যথায় তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন।

পরিচারকেরা ছুটে এল এ্যান্টনির কক্ষে, প্রভুর রক্তাক্ত যন্ত্রণায় তাদের চোখে জল এল। সেবা, শুশ্রূষা—কিছু দিয়েই কি বাঁচানো যাবে না তাদের ভাগ্যহত প্রভুকে, বীর মার্ক এ্যান্টনিকে?

আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনছেন এ্যান্টনি। অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ে সাদা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর অপূর্ব মুখমণ্ডল। তাঁর পেশীবহুল হাতে, পৌরুষ-বক্ষে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে হৃদস্পন্দন।

এ্যান্টনি ক্লিষ্ট মৃদু কণ্ঠে পরিচারকদের বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আছ...আমাকে মৃত্যু ভিক্ষা দাও, আমাকে আবার আঘাত কর...'

মৃত্যুপথযাত্রীকে আঘাত দিতে অনুগত পরিচারকদের মধ্যে কে-ই বা পারবে? সবাই ঘর ছেড়ে চলে গেল। শুধু নিঃসঙ্গ এ্যান্টনি মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন।

কিছুটা সময় অতিবাহিত হল। ঘরে এসে ঢুকলেন ডাইয়োমিড—ক্লিয়োপেট্রার সেক্রেটারী। খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে থেকে এ্যান্টনির কাছে গিয়ে তিনি বললেন, 'আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি...'

'কোথায়...?' মুমূর্ষু এ্যান্টনি অবাক হয়ে অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'ক্লিয়োপেট্রা যেখানে আছেন সেখানে...তিনিই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন আপনাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবার জন্য...'

মৃত্যুর অন্তহীন যন্ত্রণা ব্যথা বেদনা ভুলে গিয়ে এ্যান্টনি চীৎকার করে উঠলেন, 'ক্লিয়োপেট্রা! সে—বেঁচে আছে...!'

আনন্দে উত্তেজনায় রক্তাক্ত এ্যান্টনি মুখের ভাষা ভুলে গেলেন। 'ক্লিয়োপেট্রা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে, আমি কি না গিয়ে থাকতে পারি? আমাকে এক্ষুনি নিয়ে চল। সময় যে ফুরিয়ে আসছে...'

এ্যান্টনিকে বয়ে আনা হল কীর্তিস্তম্ভের দ্বারপ্রান্তে। ভেতরে ক্লিয়োপেট্রা।

ক্লিয়োপেট্রা দরজা খুলবেন না...কি করে খুলবেন? বলা যায় না, কে কোথা থেকে ঢুকে পড়বে, ক্লিয়োপেট্রার অত আদরের, অত আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তৈরি প্রাণটুকুর ওপর যদি কারও বিষদৃষ্টি পড়ে! ক্লিয়োপেট্রা যে জীবনকে বড় ভালোবাসেন! মরণে তাঁর বড় ভয়। দরজা কিছুতেই খোলা যেতে পারে না...।

এ্যান্টনি তখন মৃত্যুর দরজায় এসে গেছেন। শুধু ক্লিয়োপেট্রার দরজাটুকু খোলার অপেক্ষা। ক্লিয়োপেট্রাকে একবার দেখেই তিনি জীবনের শেষ দরজাটি পার হবেন...।

অনেক উঁচু এক গবাক্ষ থেকে ক্লিয়োপেট্রা একগাছা দড়ি ফেলে দিলেন নীচে..., 'এ্যান্টনিকে বেঁধে দাও, তাঁকে ঐ পথেই টেনে তোলা হবে...'

ক্লিয়োপেট্রা দরজা কিছুতেই খুলবেন না। ক্লিয়োপেট্রা জীবনকে বড় ভালোবাসেন।

ওপরের গবাক্ষে দেখা গেল ক্লিয়োপেট্রা আর তাঁর দুই সখীকে। তাদেরই সাহায্যে ক্লিয়োপেট্রা টেনে তুলতে লাগলেন দড়ির অপর-প্রান্তে আবদ্ধ আহত অন্তিম-পথযাত্রী এ্যাণ্টনিকে।

কোন কালের কোন নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই বোধ হয় তুলনা হয় না এ্যাণ্টনিকে তুলে নেবার এই অমানুষিক রীতির। উপস্থিত যারা ছিল, সজল চোখে যারা এই দৃশ্য দেখেছিল তারা সকলেই বলেছিল, এর চাইতে শোকাবহ হৃদয়হীন দৃশ্য আর কিছুই হতে পারে না।

…এ্যাণ্টনি একটু করে উঠছেন, আর ঝলকে ঝলকে রক্ত গড়িয়ে ধরণীর ধূলিকে ভিজিয়ে দিচ্ছে—রক্তের আলপনা এঁকে যাচ্ছে ঘাস আর মাটির বুকে…

অমানুষিক যন্ত্রণায় এ্যাণ্টনি তিলে তিলে উপলব্ধি করতে লাগলেন মৃত্যুর বিভীষিকা…কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু!

দড়ির সজোর আকর্ষণে এ্যাণ্টনি এসে পৌঁছলেন গবাক্ষ প্রান্তে। ক্লিয়োপেট্রা সখীদের সাহায্যে তাঁকে তুলে নিলেন ঘরের মধ্যে।

'কেন এমন কাজ করলে এ্যাণ্টনি'—চীৎকার করে বুক চাপড়ে কেঁদে উঠলেন ক্লিয়োপেট্রা, নিজের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে ঢেকে দিলেন এ্যাণ্টনির সর্বশরীর, এ্যাণ্টনির ক্ষতস্থান থেকে রক্ত নিয়ে নিজের মুখে মাখলেন—মুখে চোখে ফুটে উঠল এক অস্বাভাবিক চেহারা।

এ্যাণ্টনি ক্ষীণকণ্ঠে সান্ত্বনা দিলেন, 'শোক করো না…আমি তো সারাজীবনই শক্তি সম্পদ সব ভোগ করেছি। এখন আমি পরাজিত, রোমীয়ের কাছে রোমীয় পরাজিত—এতে তো লজ্জার কিছু নেই…'

এ্যাণ্টনি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললেন, 'একটু মদ—বড় তেষ্টা…'

সুরা পাত্র ধরা হল এ্যাণ্টনির মুখের কাছে—শেষ সুরাবিন্দুতে শেষবারের মতো জীবনপাত্র উচ্ছলিত হল—ধীরে ধীরে এ্যাণ্টনির চোখের দৃষ্টি আঁধারে ঢেকে গেল, সামনে বসে-থাকা ক্লিয়োপেট্রার

মুখ ঝাপসা হয়ে এল, পৃথিবীর বাতাসে টান ধরল, এ্যান্টনির মাথাটি একপাশে হেলে গেল।

এ্যান্টনির কাব্য শেষ হল।

অক্টেভিয়ান বসে ছিলেন। এমন সময় একটি লোক হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকল, তার হাতে একখানা রক্তরঞ্জিত তরবারি···

'আমার নাম ডার্কিটিয়স। এতদিন মহামান্যবর এ্যান্টনির শরীর-রক্ষী ছিলাম। মার্ক এ্যান্টনি আত্মহত্যা করেছেন—এই তরবারির আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে···'

অক্টেভিয়ান বজ্রাহতের মতো খানিকটা বসে রইলেন। মার্ক এ্যান্টনি আত্মহত্যা করেছেন! রক্ষা করেছেন আত্মসম্মান! আত্মমর্যাদা!

অক্টেভিয়ান ধীরে ধীরে উঠে চলে গেলেন অন্তঃপুরে, নিজের ঘরে।

চোখে দুফোটা জল জমেছিল বই কি। রোমীয় শাসনতন্ত্রের অন্যতম নায়ক, আত্মীয়, কত ঘটনার সঙ্গী, কত কাহিনীর সাক্ষী, রোমীয় বীর মার্ক এ্যান্টনি আত্মহত্যা করে পরাজয়ের গ্লানি থেকে নিজেকে মুক্তি দিয়েছেন।

কিন্তু শোক করার তো বেশী সময় নেই অক্টেভিয়ানের!

তিনি ভাবের ঘরে বাস করেন না।

অক্টেভিয়ান ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, একজন কাউকে পাঠাতে হবে ক্লিয়োপেট্রার কাছে। এ্যান্টনির মৃত্যুতে ক্লিয়োপেট্রা কী করে বসবেন বলা যায় না···

মিশরের ভাণ্ডারে আছে সাত রাজ্যের ধন। অক্টেভিয়ানের সমস্ত মনের টান তো ওদিকেই! ঐ ঐশ্বর্যের লোভে এতদূর এগিয়ে আসা, এতদিন অপেক্ষা করা—আরও কত কি!

আর একটা জিনিস বাকি আছে।

অক্টেভিয়ানের মুখে কুটিল হাসি খেলে যায়। নিজের মনেই মাথা নাড়েন…

ক্লিয়োপেট্রা, মিশরের রাণী ক্লিয়োপেট্রা।

জুলিয়াস সিজার ও মার্ক এ্যাণ্টনি একদিন যাঁকে মাথার মণি করে রেখেছিলেন, যাঁকে ধ্যানজ্ঞানের দেবী করেছিলেন, সেই রাণী ক্লিয়োপেট্রা!

অক্টেভিয়ান ভেবেই পান না, জুলিয়াস সিজার ও এ্যাণ্টনির মতো লোক নিজেদের স্বার্থকে সমাধি দিয়ে নিজেদের সর্বনাশ করে কি করে মেয়েমানুষকে ভালোবাসেন। পুরুষমানুষের জীবনে মেয়েমানুষ আসবে বই কি, রাজারাজড়াদের জীবনে একটা কেন, হাজরাটা মেয়েমানুষের হল্লা বয়ে যাক ক্ষতি নেই! কিন্তু তাই বলে রাজ্যপাট তুলে দিয়ে ভালোবাসার পাগলামি করা! বোকামির একটা সীমা আছে তো! এই তো অক্টেভিয়ান নিজে, তাঁর জীবনে কি কম মেয়েছেলে এসেছে? উনি কি মাঝেমাঝে গা ঢেলে দেন না? কিন্তু কখন? সব দিক সামলে নিয়ে নিজের স্বার্থটি সম্পূর্ণ বজায় রেখে—তারপর। এত বড় বীর এ্যাণ্টনি—দুর্বুদ্ধি হল, তাই তো এইভাবে জীবনটা গেল। কাজের কাজ কিছু করলেন না, কেবল ক্লিয়োপেট্রা আর ক্লিয়োপেট্রা!

এহেন ক্লিয়োপেট্রাকে যদি একবার রোমের রাজপথে…থাক সে কথা পরে। আগে তো এদিককার ব্যবস্থাটা করা যাক। তারপর রোম—তারপর কাকে দিয়ে কি করবেন সে ব্যবস্থা পরে…

আরও কিছুদিন পরে…

অক্টেভিয়ান চিন্তা করে আর সময় নষ্ট করলেন না। অনুচর প্রোক্যুলিয়সকে ডেকে পাঠালেন, 'শীগগির চলে যাও…ক্লিয়োপেট্রাকে আগলে রাখ গিয়ে…আমাদের পক্ষে তাঁর বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত দরকার… শীগগির যাও…আর দেরি করো না…'

প্রোক্যুলিয়স ছুটে গেলেন মনুমেণ্টের দরজায়।

ক্লিয়োপেট্রা জানতেন, তাঁর বুদ্ধির চাতুরী দিয়ে আগের থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন—এবার আসবেন অক্টেভিয়ান সিজার। প্রথমে অনুচর পাঠাবেন, তারপর নিজে আসবেন। ঠিক তাই-ই হল।

প্রোক্যুলিয়স দরজায় করাঘাত করা মাত্রই ক্লিয়োপেট্রা মন স্থির করলেন। বন্ধ দরজা কিছুতেই খোলা হবে না। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকুন প্রোক্যুলিয়স—দরজার এদিকে থাকবেন ক্লিয়োপেট্রা। কথা শুনতে কোন অসুবিধে হবে না। এ্যান্টনি মৃত, তিনি পরাজিত, অক্টেভিয়ান বিজয়ী। তিনি এখন যে কোন শাস্তিদানে পরাজিত রাণীকে লাঞ্ছিত করতে পারেন। তবু যতক্ষণ সম্ভব ক্লিয়োপেট্রা তাঁর মান বাঁচাবেন।

দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই প্রোক্যুলিয়স বললেন, 'আপনার কোন ভয় নেই, আপনি হতাশ হবেন না! অক্টেভিয়ান সিজার কখনই আপনার অবিশ্বাসের কারণ হবেন না…'

ভেতর থেকে ক্লিয়োপেট্রা উত্তর দিলেন, 'আর কিছু না, শুধু আমার সন্তানরা যেন তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় —তারা যেন নিজের রাজ্য লাভে সমর্থ হয়…'

প্রোক্যুলিয়স আর একবার বললেন, 'আপনার কোন ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন…'

প্রোক্যুলিয়স বেশ টেনে টেনেই কথাগুলি বলতে লাগলেন, আর তারই সঙ্গে মনুমেণ্টের চারদিকটা বেশ ভালো করে দেখে নিলেন। দরজা বন্ধ থাক, কিছু এসে যায় না। ওপরে জানলা তো আছে—ঐ-ই যথেষ্ট।

প্রোক্যুলিয়স অক্টেভিয়ানের কাছে ফিরে গেলেন, আবার এলেন। এবার আর একা নয়, সঙ্গে আরও কয়েকজন আছেন। তাঁর মধ্যে যিনি প্রধান তাঁর নাম গ্যেলাস।

ক্লিয়োপেট্রার দরজায় আবার করাঘাত পড়ল। অর্গলবদ্ধ দরজার পেছনে আবার এসে দাঁড়ালেন ক্লিয়োপেট্রা।

এবার গ্যেলাসের সঙ্গে কথাবার্তা চলল। গ্যেলাসের সঙ্গে কথা বলে সত্যি ক্লিয়োপেট্রা মুগ্ধ হলেন—যেমন ভদ্র তেমনি আন্তরিক। ক্লিয়োপেট্রার রাজ্য ও রাজনীতি নিয়ে কত না গভীর আলোচনা।

অক্টেভিয়ান সত্যিই মহৎ। নইলে এমন সহৃদয় সব অনুচর পাঠান! তাঁরা এমন আপনার জনের মতো সব আলোচনা করেন! এমন করে সান্ত্বনা দেন!

হঠাৎ ভূমিকম্পের মতো মাটি কেঁপে উঠল। একজন পরিচারিকার চীৎকারে ক্লিয়োপেট্রা চমকে উঠলেন…'হায় ক্লিয়োপেট্রা—আপনি বন্দী!'

বিদ্যুৎবেগে ক্লিয়োপেট্রা ফিরে দাঁড়ালেন—ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন প্রোক্যুলিয়স আর তাঁর দুটি পরিচারক।

গ্যেলাস যখন ক্লিয়োপেট্রাকে কথায় ব্যস্ত রেখেছিলেন, তখনই প্রোক্যুলিয়স আর দুজনকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। আগের দিনই লক্ষ্য করে গিয়েছিলেন সেই গবাক্ষ পথটি—যে পথে তুলে নেওয়া হয়েছিল এ্যান্টনিকে…।

একটা মইয়ের সাহায্যে ওখান থেকে ভেতরে যেতে প্রোক্যুলিয়স ও তাঁর সঙ্গীদের কোনই অসুবিধা হয়নি…।

ক্লিয়োপেট্রা হঠাৎ বন্দী হতে পারেন—এই ধারণা ক্লিয়োপেট্রার মনে আগের থেকেই জেগেছিল। তাই প্রোক্যুলিয়সকে দেখা মাত্র ক্লিয়োপেট্রা বস্ত্রের অভ্যন্তরে লুকনো একটি ছোরা বার করে আত্মহত্যায় উদ্যত হলেন—বন্দী হবার অপমান অপেক্ষা নিজে হাতে মৃত্যু বরণ করার যে সম্মান—সে বিষয়ে ক্লিয়োপেট্রা যথেষ্টই সচেতন ছিলেন…।

কিন্তু ক্লিয়োপেট্রা তাঁর কাজে সফল হতে পারলেন না। প্রোক্যুলিয়স হাত ধরে ফেললেন, তারপর ক্লিয়োপেট্রাকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, 'আপনি শুধু নিজের ওপরেই অন্যায় করছিলেন না,

দয়ালু অক্টেভিয়ান ও তাঁর মহত্ত্বকেও আপনি সমস্ত জগতের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে যাচ্ছিলেন…'

প্রোক্যুলিয়স পরিধেয় বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করে দেখলেন, আর কোন মারণ বস্তু আছে কিনা।

এই ঘটনার পরে অক্টেভিয়ান ইপাফ্রোডাইটস নামে একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে ক্লিয়োপেট্রার কাছে পাঠালেন।

ইপাফ্রোডাইটসের প্রধান কর্তব্য ছিল ক্লিয়োপেট্রার সঙ্গে অতি সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করা এবং অতি শিষ্টাচার ও ভদ্রতার সঙ্গে কথাবার্তা বলা—আর এরই ফাঁকে তীক্ষ্ণতম দৃষ্টি রাখা, ক্লিয়োপেট্রা যেন কোনমতেই নিজের হাতে নিজের জীবন শেষ না করেন। ক্লিয়োপেট্রাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে…নইলে?

নইলে অক্টেভিয়ান রাজপথে কি করে দেখাবেন তাঁর বিজয়মিছিলের সর্বশ্রেষ্ঠ অহঙ্কার!

মনুমেণ্ট ঘিরে কঠিন প্রহরা বসল…।

এতদিন অক্টেভিয়ান আলেকজান্দ্রিয়ার বাইরে একটি শিবিরে বাস করছিলেন। এখন সব কিছুর ব্যবস্থা করে অক্টেভিয়ান আলেকজান্দ্রিয়ায় প্রবেশ করলেন।

পাশে এরিয়স—আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ দার্শনিক, অক্টেভিয়ানের অত্যন্ত অনুগত এক প্রিয়বন্ধু। তাঁর একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে, অক্টেভিয়ান ও এরিয়স ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপথ দিয়ে চলতে লাগলেন…। শহরবাসীরা সকলে দেখুক অক্টেভিয়ান কত মহৎ, কত হৃদয়বান। বিজয়ী হয়েও সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে তিনিও কতখানি সম্মান করেন!

অক্টেভিয়ান শহরের ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে আগের থেকেই একটি উঁচু মঞ্চ তৈরি করা ছিল। অক্টেভিয়ান সেই মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। চারদিকে আলেকজান্দ্রিয়ার

ভীত বিবর্ণ জনতা অক্টেভিয়ানের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল, একটু দয়া, প্রাণটা যেন রক্ষা পায়…।

অক্টেভিয়ান উদাত্ত কণ্ঠে উদার ভাষায় নগরবাসীদের সম্বোধন করলেন, তাদের আশ্বাস দিলেন, জীবন সম্বন্ধে তাদের নিশ্চিন্ত করলেন—বললেন, 'এই নগরের স্থাপয়িতা আলেকজাণ্ডারের কথা স্মরণ করে, নগরের আয়তন ও সৌন্দর্যের কথা মনে করে এবং বন্ধুবর এরিয়সের মনস্তুষ্টির জন্য আমি তোমাদের সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্তি দিলাম…তোমরা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাক, তোমরা শান্তিলাভ কর…'

কৃতজ্ঞ কৃতার্থ জনতার কণ্ঠ চিরে উল্লাসধ্বনি বেরিয়ে এল… 'মহান নায়ক অক্টেভিয়ানের জয় হোক…তিনি দীর্ঘজীবী হোন…'

ক্লিয়োপেট্রা ইতিমধ্যে আরও অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—অস্থির হয়েছিলেন সন্তানদের জন্য।

বড় ছেলে সিজারিয়নকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

সিজারিয়নের গৃহশিক্ষক ছিলেন রোডন। প্রচুর টাকা দিয়ে ক্লিয়োপেট্রা রোডনকে অনুরোধ করলেন তিনি যেন অতি সত্বর সিজারিয়নকে নিয়ে ইথিওপিয়ার ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষের দিকে চলে যান।

বড় ছেলে সিজারিয়নের জন্য যেন একটু বেশী ভাবনা হয়। কোথায় মা আর ছেলে একসঙ্গে রাজত্ব করবেন—তা নয়, কোথা থেকে কী হয়ে গেল!

রোডন যথাসময়ে সিজারিয়নকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—তারপরেই তাঁকে ভুলিয়েভালিয়ে অন্য পথ ধরে সোজা উপস্থিত হলেন অক্টেভিয়ানের দরবারে—আর কিছু না হোক, একটা পুরস্কার তো পাওয়া যাবে!

বন্ধু এরিয়সকে অক্টেভিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, সিজারিয়ন সম্বন্ধে কোন্ নীতি গ্রহণ করলে সব চাইতে ভালো হয়?

এরিয়স ভাবতে লাগলেন। মহাকবি হোমর বলেছিলেন—'Too many leaders are not well'—তারই অনুকরণে একটু পরিবর্তন করে এরিয়স বললেন—'Too many Ceasers are not well'—

ধুরন্ধর রাজনীতিক অক্টেভিয়ান বন্ধুর ইঙ্গিত বুঝতে পারলেন, তাঁর পরামর্শকেই শিরোধার্য করলেন।

'ঠিক আছে, তাই হবে। তবে এখন নয়···আরও কিছুদিন পরে—আগে ক্লিয়োপেট্রার ব্যবস্থা, তারপর।'

অক্টেভিয়ান মৃত এ্যাণ্টনির প্রতি কোন অসম্মান দেখাননি। ক্লিয়োপেট্রার ইচ্ছে অনুযায়ী মিশরের রাজকীয় সমাধিস্থানে রাজার মতোই এ্যাণ্টনিকে সমাহিত করা হয়েছিল···

কিছুদিন পরে একটা খবর শুনে কিন্তু অক্টেভিয়ান ক্লিয়োপেট্রা সম্বন্ধে গভীর সন্দেহপরায়ণ হয়ে উঠলেন···

নিজেকে শাণিত আঘাত দিয়ে ক্লিয়োপেট্রা একবার নিজের জীবনের অবসান চেয়েছিলেন। প্রোকুলিয়সের ত্বরিত চেষ্টায় সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। শোনা গেল এবার নাকি ক্লিয়োপেট্রা খাওয়া-দাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছেন, অজুহাত—শরীরে সামান্য তাপ বৃদ্ধি—জ্বর।

অক্টেভিয়ান ঠিকই বুঝেছিলেন। ক্লিয়োপেট্রা তাঁর গৃহ চিকিৎসক অলিম্পাসের কাছে অনাহারে তিলে তিলে আত্মহত্যা করার ইচ্ছেটা খুলেই বলেছিলেন—এই ব্যাপারে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করেছিলেন।

অক্টেভিয়ান কড়া আদেশ দিয়ে পাঠালেন, ক্লিয়োপেট্রা যদি সত্যি তাঁর সন্তানদের মঙ্গল চান, তবে যেন তিনি না খাওয়ায় অভিপ্রায়টি ত্যাগ করেন···

ক্লিয়োপেট্রা সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার স্বাভাবিক হলেন।

ক্লিয়োপেট্রার কাছে খবর এল, অক্টেভিয়ান ক্লিয়োপেট্রার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

ক্লিয়োপেট্রা অনেকক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন। তারপর ভাবতে লাগলেন···

কত বয়স হল তাঁর? প্রায় চল্লিশ। কিন্তু তবু কি তিনি তাঁর দেহসম্পদ এতটুকু হারিয়েছেন?

লাস্যময়ী দীপ্তি রাণী ক্লিয়োপেট্রা কি একবার জাতিস্মর হয়ে স্মরণ করবেন সিডনাস নদীর বক্ষে ভেসে যাওয়া ময়ূরপঙ্খীর কথা?

তারও আগে মহানায়কের সামনে ভেনাসের আত্মপ্রকাশের দুঃসাহসিকতা!

মন্দ কি!

জীবনের খেলায় তো ক্লিয়োপেট্রা কখনও ক্লান্ত হননি। জীবনকে তিনি চিরকাল আঁকড়ে ধরেই থাকতে চেয়েছেন। তাঁর মতো এমন জীবনপ্রেমিক কে?

ক্লিয়োপেট্রা আবার নতুন করে তৈরি হলেন···

জুলিয়াস সিজার চলে গেছেন, মার্ক এ্যান্টনিও চলে গেছেন। এবার আসছেন বয়সে অনেক ছোট যুবক বীর অক্টেভিয়ান সিজার।

ক্লিয়োপেট্রা প্রস্তুত হলেন! এবারের প্রস্তুতি একটু অন্য রকম। এবারের প্রস্তুতিতে প্রথম বারের অনাস্বাদিত চমক নেই, দ্বিতীয় বারের ঐশ্বর্যের জৌলুস নেই—এবারে আছে শুধু নতি স্বীকারের নম্রতা, সব হারানোর দীনতা, অগৌরবের ম্লানতা!

···অক্টেভিয়ানের আসবার সময় হল, ক্লিয়োপেট্রা মনস্থির করলেন, মন স্থির করে ঠিক হয়ে বসলেন। সামান্য খড়ের বিছানা বিস্রস্ত কেশপাশ, আয়ত চোখে ম্লান ছায়া। সমস্ত দেহে একটি

মাত্র বস্ত্র শিশিরের জলকণার মতো স্বচ্ছ, মাকড়সার জালের মত সূক্ষ্ম···।

অক্টেভিয়ান নির্দিষ্ট মুহূর্তে ঘরে ঢুকলেন। ক্লিয়োপেট্রা ছুটে গেলেন কাছে, পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

অক্টেভিয়ান তাড়াতাড়ি ক্লিয়োপেট্রাকে হাত ধরে ওঠালেন, তাঁকে বসতে বললেন, তাঁর পাশে নিজে বসলেন।

ক্লিয়োপেট্রা বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন অক্টেভিয়ান সিজার, আমি নিজের থেকে কোন অপরাধ করিনি···যা কিছু করেছি সব এ্যাণ্টনির ভয়ে—বাধ্য হয়ে। আপনার বিরোধিতা করার কোন দিন কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না···'

অক্টেভিয়ান অতি শান্ত ও ভদ্রভাবে ক্লিয়োপেট্রার কথা শুনলেন, শিষ্টাচার বজায় রেখে মৃদুকণ্ঠে তার প্রতিবাদও করলেন!

ক্লিয়োপেট্রা নিজের পক্ষে আর কোন যুক্তি খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কেবল প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলেন···অক্টেভিয়ান যেন তাঁকে বাঁচিয়ে রাখেন।

ক্লিয়োপেট্রার দেহে আবরণের শুধু একটু আভাস। দেহ-লাবণ্যের প্রতিটি সম্পদ স্পষ্ট দৃশ্যমান। বেগবতী জীবনীশক্তিতে ক্লিয়োপেট্রা এখনও ভেনাসের জীবন্ত প্রতিকৃতি। ক্লিয়োপেট্রার যৌবন-ভাণ্ডারে এখনও টান ধরেনি···

কিন্তু অক্টেভিয়ান তো আবেশে বিভোর হচ্ছেন না! সর্পিণীর কটাক্ষে মাথা নীচু করছেন না! কী চান তিনি ক্লিয়োপেট্রার কাছে?

ক্লিয়োপেট্রা একটু চিন্তা করলেন, তারপর অক্টেভিয়ানের হাতে তুলে দিলেন তাঁর ধনৈশ্বর্যের দীর্ঘ তালিকা।

এতক্ষণে যথার্থ খুশিতে অক্টেভিয়ানের মুখ উজ্জ্বল হল।

এই তো—এই তো সাতরাজ্যের ঐশ্বর্য। বাস্তবপন্থী অক্টেভিয়ান

এই ঐশ্বর্যকেই বেশী ভালোবাসেন। অন্য ঐশ্বর্যে বিনা প্রয়োজনে তাঁর কোন আসক্তি নেই···

অক্টেভিয়ান সিজার অক্টেভিয়ান সিজারই—তিনি জুলিয়াস সিজার নন, মার্ক এ্যান্টনি তো ননই।

অক্টেভিয়ান মহা উৎসাহে পরম আগ্রহে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখতে লাগলেন তালিকাটি।

কাছে দাঁড়িয়েছিল সেলুকাস—ক্লিয়োপেট্রার অন্যতম ভৃত্য।

সেলুকাস অনেকক্ষণ ধরেই তালিকাটির দিকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখছিল। দেখতে দেখতে সেলুকাসের চোখ দুটি চক্‌চক্ করে উঠল···'এটাতে কিন্তু কর্ত্রীঠাকরুণ সব লেখেননি—অনেক বাদ দিয়েছেন। ওনার কাছে আরও অনেক কিছু লুকনো আছে··· !'

কি সাংঘাতিক !

অবস্থার গতিকে আজ ক্লিয়োপেট্রার কি দুর্দশা ! পায়ের তলার চাকর—চিরকাল যে লাথিঝাঁটা খেয়ে মানুষ, তার এত দূর স্পর্ধা ! মনিবের অপরাধ দেখায় !

ক্লিয়োপেট্রা অসহ্য ক্রোধে ছুটে এলেন, সেলুকাসের মুখে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগলেন···

অক্টেভিয়ান এই দৃশ্যে শুধু একটু মুখ টিপে হাসলেন, তার পর ক্লিয়োপেট্রার হাত ধরে তাঁকে নিরস্ত করলেন।

লজ্জায় অপমানে ক্লিয়োপেট্রা কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'আপনি বিশ্বাস করুন, আমার নিজের জন্য সেগুলি রাখিনি, আপনাকে সামান্য উপহার দিয়ে যদি আপনার কৃপা লাভ করতে পারি—তার জন্যই সামান্য জিনিস আমার কাছে রেখে দিয়েছি···'

অক্টেভিয়ান ক্লিয়োপেট্রাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিলেন, বললেন তাঁর কোন ভয় নেই, এতদিন তিনি যে সম্মান পেয়ে এসেছেন, এখন থেকে তার চাইতেও বেশী সম্মান তিনি পাবেন···

অক্টেভিয়ান নিশ্চিন্ত হলেন, বুঝতে পারলেন—আপাতত

ক্লিয়োপেট্রার আর মৃত্যু বরণ করার ইচ্ছে নেই। অক্টেভিয়ান সম্বন্ধে তাঁর ভীতি দূর হয়ে বরঞ্চ ভালো ধারণাই হয়েছে···।

অক্টেভিয়ানের সঙ্গীদলের মধ্যে একজন অল্পবয়সের পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাঁর নাম কর্নেলিয়স ডোলাবেলা।

ডোলাবেলাকে কয়েকবার ক্লিয়োপেট্রার কাছে আসা যাওয়া করতে হয়েছে। ক্লিয়োপেট্রা তাঁর অভিজ্ঞ চতুর দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন—ডোলাবেলা তাঁর প্রতি আসক্ত। ক্লিয়োপেট্রার প্রায় চল্লিশ বছরের জীবনীশক্তিতেও সে আকৃষ্ট!

ক্লিয়োপেট্রা ডোলাবেলার এই প্রেমিকভাবের সম্পূর্ণ সুযোগ নিলেন···অক্টেভিয়ানের শিবিরে তাঁর সম্বন্ধে কি আলোচনা হয়, ক্লিয়োপেট্রা সম্বন্ধে অক্টেভিয়ানের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী কি, এই সব কিছু গোপন সংবাদ সরবরাহের জন্য ডোলাবেলাকে ক্লিয়োপেট্রা গুপ্তচরের কাজে লাগালেন।

ডোলাবেলা অনেক খবরই অত্যন্ত আনুগত্যের সঙ্গে ক্লিয়োপেট্রাকে দিয়ে যেতে লাগলেন, আর এরই মধ্যে সেই খবরটি এল···ডোলাবেলা থেমে থেমে ক্লিয়োপেট্রাকে খবরটি দিলেন···

ক্লিযোপেট্রার সমস্ত শরীর বেতস পাতার মতো একবার শিরশির করে কেঁপে উঠল, তারপরে তিনি একেবারে শান্ত হয়ে গেলেন।

এ তো তিনি জানতেন। তিনি যেদিন থেকে অক্টেভিয়ানের নজরবন্দী হলেন—সেদিন থেকেই জানতেন।

ডোলাবেলা খবর দিলেন, অক্টেভিয়ান সিরিয়া হয়ে শীগগির রোমে ফিরে যাচ্ছেন। ক্লিয়োপেট্রা ও তাঁর সন্তানদের দিন তিনেকেব মধ্যেই সেখানে পাঠাবার ব্যবস্থা হচ্ছে···তারপর···

এ হবেই···অক্টেভিয়ান তাই ক্লিয়োপেট্রাকে এত সান্ত্বনা দিয়ে, এত মিষ্টিমধুর কথা বলে ভুলিয়ে রাখছেন···

ক্লিয়োপেট্রার চোখের ওপর ভেসে উঠল অনেক দিন আগের একটা দৃশ্য···

রোম।

রোমের রাজপথ···রাজপথে বিজয়মিছিল···বিজয়ী জুলিয়াস সিজার।

প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে সিজার-প্রেয়সী গরবিণী ক্লিয়োপেট্রা। তাঁর সদ্যফোটা ফুলের মতো পেলব মুখখানা ঝুঁকিয়ে দেখছিলেন, প্রশস্ত রাজপথের দু'পাশে জনতার প্রচণ্ড ভিড়, কোলাহল—কোলাহলকে ছাপিয়ে বাদ্যধ্বনি, তারই সঙ্গে সারি দিয়ে চলমান রথের চাকার শব্দ। রথের পেছনে চাকার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে পরাজিত রাজা, রাণী, রাজপুত্র ও রাজকন্যাদের। তাঁদের লাঞ্ছিত মুখ, ছিন্ন বেশ, আহত দেহ। তাঁদের মৃত পশুর মতো টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—উল্লাসে চারদিকের আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠছে···

ক্লিয়োপেট্রা আরও ঝুঁকে দেখতে লাগলেন···ক্লিয়োপেট্রার শ্বাস বন্ধ হয়ে এল···এক পলকের জন্য তাঁর মুখ রক্তশূন্য বিবর্ণ হয়ে উঠল···একটি মেয়ে···তখনও তার কৈশোর কাটেনি, রথের চাকার সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে সেও স্খলিত পদে চলেছে···

ছোট বোন অরসিনো! আলেকজান্দ্রিয়ায় ক্লিয়োপেট্রার বিরোধীদলে যোগদান করার এই শাস্তি। প্রায় নগ্নদেহে, নিখুঁত সৌন্দর্যের বন্যা, ত্রুটিহীন উপচারে প্রতি অঙ্গে নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ। ধূলায় লুণ্ঠিত, ধর্ষিত অরসিনোকে দেখে জনতার সে কী পৈশাচিক উল্লাস!

বিজয়মিছিল বটে!

ক্লিয়োপেট্রার ঝাপসা চোখে অরসিনোর ক্লান্ত লাঞ্ছিত মূর্তি বার বার ভেসে উঠতে লাগল···

ক্লিয়োপেটার শিরদাঁড়া বেয়ে যেন একটা বরফগলা জলের স্রোত নেমে গেল।

রোমের রাজপথে আবার বিজয়মিছিলের প্রস্তুতি চলছে। জুলিয়াস সিজার নন, এবারকার বিজয়ী অক্টেভিয়ান সিজার···

রথের চাকায় এবার জুড়ে দেওয়া হবে প্রায়-নগ্ন···কাকে···?

···অরসিনোর প্রেতাত্মা কি এতদিন পরে প্রতিশোধ নিতে এসেছে!

তাই অক্টেভিয়ান সিজার রোমে ফিরে মহাগর্বে সবাইকে দেখাবেন···ঐ দেখ···জুলিয়াস সিজার একদিন যাকে বুকে করে রেখেছিলেন, মার্ক এ্যান্টনি যাকে মাথায় বসিয়েছিলেন···তাকে কোথায় টেনে নামিয়েছি দেখ···মিশরের রাণী ক্লিয়োপেট্রা, রূপসী ক্লিয়োপেট্রা—ঐ যে রথের চাকায় আবদ্ধ বন্দী···

ক্লিয়োপেট্রা চীৎকার করে উঠলেন···

চারমিয়ন, ইরাস ছুটে এল, দেখল—ক্লিয়োপেট্রা অতি শান্ত সমাহিত হয়ে বসে আছেন, ক্লিয়োপেট্রার মুখ ভাবলেশহীন স্থির···

ক্লিয়োপেট্রা অক্টেভিয়ানের কাছে বিনীত অনুমতি চেয়ে পাঠালেন, রোমে যাওয়ার আগে একবার এ্যান্টনির সমাধিস্থানে শেষ প্রণাম জানিয়ে আসবেন।

অক্টেভিয়ান কোন আপত্তি করলেন না।

দুই সঙ্গিনীকে নিয়ে ক্লিয়োপেট্রা এ্যান্টনির সমাধি স্থানে গেলেন।

সমাধির ওপর মাথা রেখে ক্লিয়োপেট্রা সেদিন বড় কান্না কাঁদলেন···

···তাঁকে স্বদেশভূমি, স্বরাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে···বিগত জীবনের সব সুখস্মৃতি তাঁকে ভুলতে হবে···ভুলে যেতে হবে তাঁর রাণীর মহিমা, রাণীর সম্মান···

সেদিন এ্যান্টনির সমাধিতে কান্নার জলে কি ক্লিয়োপেট্রার কোন

অনুতাপ, কোন অপরাধের যন্ত্রণা মিশিয়ে ছিল? তাঁর কি মনে পড়েছিল, এ্যাক্‌টিয়ামের জলযুদ্ধে শুধু তাঁরই জন্য এ্যাণ্টনির পরাজয় বরণের কথা? তারও আগে যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাঁর চলে না আসা, এ্যাণ্টনির নানা অসুবিধের কথা? প্রধানত তাঁরই জন্য এ্যাণ্টনিকে সঙ্কট মুহূর্তে একে একে বন্ধু-সেনাপতিদের ত্যাগ করে চলে যাওয়া?

ক্লিয়োপেট্রার কি আরও কোন কথা মনে পড়ছিল? তাঁরই জন্য এ্যাণ্টনির হাতে অক্টেভিয়ার লাঞ্ছনা, অপমান? রোমের শাসনতন্ত্রে এ্যাণ্টনির সমস্ত ক্ষমতা প্রভাব নষ্ট হয়ে যাওয়া? বীর এ্যাণ্টনির মারাত্মক রূপান্তর ঘটা?

এই সব কিছুর মূলে তো ক্লিয়োপেট্রা!

এ্যাণ্টনিকে ক্লিয়োপেট্রা নিজের স্বার্থপূরণের কাজে লাগিযেছেন আর এ্যাণ্টনি প্রতিদানে তাঁকে পাগলের মতো ভালোবেসেছেন! ভালোবেসেই নিজের দেহে আঘাত করেছেন, ক্লিয়োপেট্রার মিথ্যা সংবাদে বিশ্বাস করেছেন!

ক্লিযোপেট্রা কাঁদলেন, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন···'আমার প্রিয় এ্যাণ্টনি, আজ আর আমি মিশরের রাণী নই, টলেমি বংশের সেই ক্লিয়োপেট্রাও নই, আমি এখন বন্দী। তোমার কাছে আমি শেষ বিদায় নিতে এসেছি। রোমের বিজয়মিছিলে আমাকে রথের চাকার সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যাবে—আমাকে দেখানো হবে অক্টেভিয়ানের বিজয়প্রতীক হিসেবে···যখন তুমি ছিলে, তখন আমাদের কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, এখন মৃত্যু এসে বিচ্ছেদের ভয় দেখাচ্ছে। তুমি রোমীয়—তোমার সমাধি হয়েছে মিশরে, আমি মিশরীয়—আমার সমাধি হবে রোমে!·· ঊর্ধ্বের দেবতারা আমাদের প্রতারিত করেছেন, নিম্নের দেবতারা—যাঁদের সঙ্গে তুমি এখন আছ—তাঁরা যদি আমাদের অনুগ্রহ করতে বিমুখ না হন—তা হলে তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না, তা হলে তুমি দেখো —আমাকে নিয়ে বিজয়মিছিলের গৌরব বাড়িয়ে যেন তোমাকে না

অগৌরবের ধিক্কার সহ্য করতে হয়। আমাকে তুমি এখানে লুকিয়ে রেখে দাও, তোমার সঙ্গেই আমাকে সমাধিস্থ কর…'

ক্লিয়োপেট্রার চোখের জলে সেদিন ছিল দুঃখ, বেদনা আর এ্যান্টনির প্রতি প্রথম বিশ্বস্ত, নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক প্রেমের প্রকাশ। প্রকৃত প্রেমের মর্যাদা তিনি এ্যান্টনির কাছ থেকেই পেয়েছিলেন—স্থূল রসের রসিক এ্যান্টনি অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে ভালোবেসেছিলেন ক্লিয়োপেট্রার প্রতি রক্তকণিকাটিকে…ক্লিয়োপেট্রা তাঁর জীবনে এই প্রথম সেই প্রেমের মহিমা উপলব্ধি করলেন!

ক্লিয়োপেট্রা ফুল দিয়ে এ্যান্টনির সমাধিকে সাজালেন। ওষ্ঠ দিয়ে তাকে স্পর্শ করলেন, তারপর যে প্রহরাধীনে সেখানে গিয়েছিলেন, সে প্রহরাধীনেই আবার ফিরে এলেন।

এ্যান্টনির সমাধিস্থল থেকে ফিরে ক্লিয়োপেট্রা দেহমন শীতল করে স্নান করলেন, অতি তৃপ্তির সঙ্গে নানা উপচারে আহার করলেন। সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল, ক্লিয়োপেট্রা আবার ফিরে গেছেন তাঁর পূর্ব জীবনের বিলাসে, পূর্ব জীবনের কার্যসূচীতে। সব দুঃখ বেদনা কেটে গিয়ে ক্লিয়োপেট্রা যেন আবার স্বাভাবিক হয়েছেন, সহজ হয়েছেন।

ক্লিয়োপেট্রা বিশ্রাম করছেন। এমন সময় একটি লোক একটা ঝুড়ি হাতে এসে দাঁড়াল ক্লিয়োপেট্রার দরজায়…দরজায় কড়া পাহারা।

'কি আছে ঐ ঝুড়িতে…?' প্রহরীদের প্রশ্নের উত্তরে লোকটি ঝুড়ির মুখে চাপা দেওয়া পাতার আবরণ সরিয়ে দিল…দেখা গেল শুধু ডুমুর ফল—আর কিছু নয়।

'বাঃ, ডুমুরগুলি তো বেশ! যেমন বড় তেমনি তাজা…' প্রহরীদের প্রশংসায় লোকটি একটু তির্যকভাবে হাসল, তারপর চোখটিপে বলল…'তা ভালো লাগে দু-চারটে তুলে নাও না…'

প্রহরীরা মাথা নাড়তে লোকটি ভেতরে চলে গেল। ডুমুরের ঝুড়িতে কী-ই বা দেখবার আছে?

বিনা বাধায় লোকটি সোজা গিয়ে দাঁড়াল ক্লিয়োপেট্রার সামনে।

ক্লিয়োপেট্রা একবার ঝুড়িটার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকালেন… অন্তস্তলের কোথায় যেন একটু মোচড় দিয়ে উঠল। জীবনকে ক্লিয়োপেট্রা বড় ভালোবাসতেন, জীবন বড় সুন্দর…

কিন্তু আর দেরি নয়—সময় বয়ে যায়…

ক্লিয়োপেট্রা দৃঢ়তার সঙ্গে হাত বাড়িয়ে ঝুড়িটা নিলেন। লোকটি চলে গেল।

ক্লিয়োপেট্রা এরপর একখানা চিঠি লিখলেন। চিঠিখানার বদ্ধমুখে মিশরের রাণীর শিলমোহর দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন অক্টেভিয়ানের কাছে। বাইরের খোলা আকাশের দিকে একবার দেখলেন—আকাশ কত নীল। তপ্ত বালির বুকে খর্জুর বীথি—ক্লিয়োপেট্রা একবার সেদিকে তাকালেন। আলেকজান্দ্রিয়ার অদূরে সমুদ্র তরঙ্গের উতরোল কল্লোল—ক্ষণেকের জন্য ক্লিয়োপেট্রা কান পেতে শুনলেন ··

কিন্তু আর নয়…সময় বয়ে যায়…।

ক্লিয়োপেট্রা নিজের ঘরের দরজা অর্গলবদ্ধ করে দিলেন—ঘরের মধ্যে ক্লিয়োপেট্রা আর তাঁর দুই সঙ্গিনী—চারমিয়ন ও ইরাস…

বাইরের প্রহরীরা প্রহরারত—কঠিন পাহারা। রোমের পথে রওনা হবার আগে পর্যন্ত যেন ক্লিয়োপেট্রার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখা হয়…খুব সাবধান।

ক্লিয়োপেট্রার কাছ থেকে হঠাৎ একখানা চিঠি পেয়ে প্রথমটায় একটু অবাকই হলেন অক্টেভিয়ান। কথাবার্তা তো সব হয়েই

গেছে, যাবার দিনও স্থির। এর মধ্যে আবার এমন কি দরকার পড়ল যে, ক্লিয়োপেট্রা তাঁকে একখানা চিঠি লিখলেন?

অনেক মানুষ দেখেছেন অক্টেভিয়ান, অনেক ঘটনাই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই বেশ একটু আশঙ্কা নিয়েই অক্টেভিয়ান চিঠিখানা খুললেন···

ক্লিয়োপেট্রার হাতের লেখা চিঠি, নীচে ক্লিয়োপেট্রার সই ও শিলমোহর। কয়েকটি লাইন—চিঠির মূল বক্তব্য···'এ্যান্টনির সমাধির পাশেই যেন আমাকে সমাহিত করা হয়, এই আমার অন্তিম প্রার্থনা···'

পত্রবাহককে দেখেই অক্টেভিয়ানের মনে সন্দেহ হয়েছিল··· সন্দেহ মিথ্যা নয়।

অক্টেভিয়ান আসন থেকে লাফিয়ে উঠলেন, উত্তেজনার মুহূর্তে ভাবলেন, তিনি নিজেই যাবেন, তারপর কি ভেবে আর নিজে গেলেন না, কয়েকজন অনুচরকে পাঠালেন···যত দ্রুত গতিতে সম্ভব ছুটে যাও ক্লিয়োপেট্রার কাছে···আর সময় নেই···এতক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে···।

মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ক্লিয়োপেট্রার দ্বারে এসে উপস্থিত হল। প্রবেশ পথের প্রহরীরা হঠাৎ অসময়ে অক্টেভিয়ানের অনুচরদের দেখে অবাক হয়ে গেল। কী ব্যাপার, কী হয়েছে? তারা তো কিছু জানে না! তারা তো নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া দাওয়া করেছে, বিশ্রাম করছে। তাদের প্রহরায় কোন ত্রুটি হয়েছে কি?

অক্টেভিয়ানের অনুচরেরা ভেতরে ঢুকে এল। ক্লিয়োপেট্রার ঘরের অর্গলবদ্ধ দরজা ভেঙে খুলে ফেলল—ভেতরের এক অভাবনীয় দৃশ্যে সকলে থমকে দাঁড়াল···

ঐশ্বর্যের ঝলক মাখানো মহার্ঘ পোষাক ও রত্নালঙ্কারে নিজেকে সাজিয়ে সোনার খাটে অপূর্ব ভঙ্গিমায় শুয়ে আছেন মিশরের রাণী ক্লিয়োপেট্রা। নিমীলিত দুটি চোখে গভীর নিদ্রার প্রশান্তি। সর্ব শরীরে ননীকোমল সৌন্দর্য।

পায়ের কাছে মাটিতে ইরাস—সেও যেন নিদ্রায় বিভোর···

পাশেই চারমিয়ন অধ আচ্ছন্ন, শ্লথ হাতে কোনমতে রাণীর মাথার রাজমুকুটটি ঠিক করে দিচ্ছে—একটুও হেলে না পড়ে, রাণীর মাথায় রাজমুকুট যেন সোজাই থাকে।

নিস্তব্ধতা ভেঙে একজন দূত চারমিয়নকে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'চারমিয়ন, তোমাদের রাণী এই কাজটি করে কি ভালো করলেন···

চারমিয়ন ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'খুবই ভালো করেছেন, বহুকীর্তিত রাজবংশের উত্তরাধিকারিণী ঠিকই করেছেন', চারমিয়নও মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ক্লিয়োপেট্রা জীবনকে বড় ভালেবাসতেন, সুন্দর পৃথিবীতে শ্রীসম্পদের মাঝে অতুলনীয়া হয়ে বেঁচে থাকার আকণ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ছিল ক্লিয়োপেট্রার। তিনি থাকবেন, আর থাকবে তাঁর সন্তানেরা —তারা বড় হবে, জগতের সকল সৌভাগ্য তাদের ঘিরে থাকবে, আর মা ক্লিয়োপেট্রার আশা ভরসা কানায় কানায় সার্থক হয়ে উঠবে···সেই ক্লিয়োপেট্রা নিজের হাতে জীবনের ছেদ টানলেন— ক্লিয়োপেট্রা আত্মহত্যা করলেন।

ক্লিয়োপেট্রা আত্মহত্যা করে অক্টেভিয়ানের সুপরিকল্পিত বিজয়-দিবস পালনের বিশেষ অনুষ্ঠানটিকে বানচাল করে দিয়েছিলেন, নিজের রাজকীয় মর্যাদাকে চরমভাবে রক্ষা করেছিলেন, সম্মানের সঙ্গে টলেমি বংশের সমাপ্তি টেনেছিলেন—

তখন খ্রীঃ পূঃ ৩০ অব্দ।

ক্লিয়োপেট্রা কী উপায়ে আত্মহত্যা করেছিলেন—তা নিয়ে নানা ঐতিহাসিকের নানা মত।

ক্লিয়োপেট্রা বেশ কিছুদিন আগের থেকেই খোঁজ নিচ্ছিলেন কোন্ উপায়ে ব্যথাবেদনাহীন সুন্দর ইচ্ছামৃত্যু হয়···।

নীলনদের দেশে গোখরো জাতীয় সাপের নাম 'এ্যাস্প্'—কামড়ালে শুধু একটু রক্তবিন্দু ফুটে থাকে, জায়গাটি একটু ফুলে ওঠে, স্বাভাবিক বর্ণের সামান্য তারতম্য ঘটে, আর কিছু নয়···

ক্লিয়োপেট্রা অনুসন্ধান করে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের ওপর নানা রকমে উদ্ভিদ ও জান্তব বিষ প্রয়োগ করে গবেষণা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত এ্যাস্প্‌কেই আত্মহত্যার পক্ষে শ্রেষ্ঠ নিদান বলে গ্রহণ করেছিলেন।

আলেকজান্দ্রিয়ায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত কোন অপরাধীকে যদি বিচারক দয়া দেখাতে চাইতেন তবে বুকে এ্যাস্পের ছোবল মারিয়ে তার মৃত্যু ঘটানো হত—অপরাধী কোন যন্ত্রণা বোধ করত না, পরমুহূর্তে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ত।

ডুমুরের ঝুড়িতে পাতা চাপা দিয়ে গোখরো জাতীয় ঐ একটি এ্যাস্প কে নিয়ে আসা হয়েছিল ক্লিয়োপেট্রার অন্দরমহলে। অবশ্য একটি, না দুটি—তাই নিয়েও মতবিরোধ আছে।

শেকস্পীয়রের নাটকে আছে—দুটি। ক্লিয়োপেট্রা প্রথমে একটিকে রেখেছিলেন বুকে, বলেছিলেন, 'আমার বাচ্চাটিকে দেখ, কেমন দুধ খাচ্ছে···!'

পরে আরেকটিকে জড়িয়ে ছিলেন বাহুতে—তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কোন ঐতিহাসিক আবার বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে, গোখরো জাতীয় বিষাক্ত সাপকে কখনও একটা ঝুড়িতে সামান্য পাতা চাপা দেওয়া যায় কিনা···

অবশ্য সাপুড়েদের সাপের ঝাঁপি দেখলে এই সন্দেহ আর থাকে না। এক একটি মাত্র ঝাঁপিতে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে মাঝারি ধরনের একাধিক সাপ একসঙ্গে দেখা যায়। সুতরাং ডুমুরের ঝুড়িতে একটা এ্যাস্‌প্‌ লুকিয়ে নিয়ে আসা মোটেই অসম্ভব নয়।

অধ্যাপক নোলডেক বলেছেন,—ক্লিয়োপেট্রার বেদনাহীন মৃত্যুর জন্য এ্যাস্‌পের সাহায্যে আত্মহত্যা—এটা একেবারে আষাঢ়ে গল্প। কারণ এ্যাস্‌পের দংশনে যত তাড়াতাড়িই মৃত্যু আসুক না কেন, তবু বেদনার অনুভূতি অত্যন্ত তীব্র হয়, যেটা ক্লিয়োপেট্রা একেবারেই চাননি। উপরন্তু দংশনের ফলে দেহবর্ণের বিকৃতি ঘটে। ক্লিয়োপেট্রার মৃতদেহে এর কোন চিহ্নই দেখা যায়নি। নোলডেকের তাই দৃঢ় বিশ্বাস—অক্টেভিয়ানই ক্লিয়োপেট্রাকে হত্যা করিয়েছিলেন। আত্মহত্যার গল্পটি রোমীয়রা তৈরি করেছে, সরকারী ভাবে তাই সমর্থিত হয়েছে। ক্লিয়োপেট্রার ব্যক্তিগত চিকিৎসক আলেম্পিয়স রোমীয়দের খুশি করবার জন্যই নাকি ক্লিয়োপেট্রা সম্বন্ধে ঐরকম সাপে কামড়ানোর বিবৃতি দিয়েছিলেন।

চারমিয়ন ও ইরাস খুব সম্ভব বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কারো মতে তারাও কর্ত্রীর পন্থা অনুসরণে নাকি সাপের ছোবলেই মারা গিয়েছিল। তবে সাপের কোন অস্তিত্বই ঘরের মধ্যে ছিল না। তিনজনকে মেরে ফেলতে অন্তত তিনটে সাপের দরকার। কারণ একটি সাপ একবার এক জায়গায় বিষ ঢেলে আবার পর মুহূর্তে অন্য জায়গায় বিষ ঢালতে পারে না। ঘরের দরজা খুলে ক্লিয়োপেট্রা ও ইরাসকে মৃত অবস্থায় দেখা গিয়েছিল, চারমিয়ন মুমূর্ষ অবস্থায় আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বেঁচে ছিল। সুতরাং একই সাপে তিনজনকে ছোবল মারেনি।

অক্টেভিয়ান এত দিন ক্লিয়োপেট্রার বিরুদ্ধে যথেচ্ছা জয় লাভ করে এসেছেন। শেষ চরম মুহূর্তে এসে তিনি যে এমনভাবে ঠকে

যাবেন, তা কি স্বপ্নেও ভেবেছিলেন। ক্লিয়োপেট্রার রাণীর মর্যাদাকে তিনি রথের চাকায় গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন রোমের রাস্তার ধূলোয়। কিন্তু ক্লিয়োপেট্রা নিজেকে সাপের বিষে জর্জরিত করে শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করলেন। অক্টেভিয়ান-পরাজিত হলেন।

অক্টেভিয়ান মিশরকে করদরাজ্যে পরিণত করে রোমে ফিরে গেলেন। তাঁর আরও কয়েকটি কাজ বাকি আছে…

ক্লিয়োপেট্রার সতের বছরের ছেলে সিজারিয়ান…ক্লিয়োপেট্রার বড় আদরের প্রথম সন্তান…মিশরের যুগ্মশাসক…মা আর ছেলে… ক্লিয়োপেট্রার আকাশছোঁয়া স্বপ্ন।

অক্টেভিয়ানের মস্ত বড় একটা কাজ এখনও বাকি আছে—এখুনিই করতে হবে। সিজারিয়ান তাঁর হাতে বন্দী। ক্লিয়োপেট্রার অবসান হয়েছে, এবার…

দার্শনিক বন্ধু এরিয়স অক্টেভিয়ানকে বলেছিলেন—'Too many Ceasers are not well'—মেলা সিজার থাকা ভালো নয়। সেকি আর অক্টেভিয়ান কম জানেন, না কম বোঝেন! স্বতরাং কিশোর সিজারিয়ানও একদিন ভয়াল মৃত্যুকে এগিয়ে আসতে দেখে আর্তনাদ করে উঠলেন, তারপরেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য অক্টেভিয়ান সিজারিয়ানকে হত্যা করতে এতটুকু ইতস্তত বোধ করেননি।

ক্লিয়োপেট্রার অন্য তিনটি ছেলে-মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া হল রোমে অক্টেভিয়ার কাছে। অক্টেভিয়া জগদ্ধাত্রীর মতোই এ্যাণ্টনির সব কটি সন্তানকে মানুষ করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন।

ক্লিয়োপেট্রার মেয়ে—ক্লিয়োপেট্রা সেলেনের বিয়ে হয়েছিল খুব ভাল একটি পাত্রের সঙ্গে। পাত্রটির নাম জ্যুবা—এক নিউমিডীয় রাজপুত্র। লেখাপড়ায় ছিলেন খুব পণ্ডিত। খ্রীঃ পূঃ ২৫ অব্দে

জ্যুবা রোমীয়দের সাহায্যে ও সমর্থনে মরোক্কোর সিংহাসনে বসেছিলেন—আর রাণীর আসনে বসেছিলেন ক্লিয়োপেট্রা সেলেন অর্থাৎ আফ্রিকার আর এক অংশে মিশরের রাণী ক্লিয়োপেট্রার আত্মা আরও কয়েক বছর বেঁচে ছিল···

বিয়ের পর ক্লিয়োপেট্রা সেলেন ভাই আলেকজাণ্ডার ও টলেমি ফিলাডেলফসকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর রাজ্যে গিয়েছিলেন। তার পরের ইতিহাস আর জানা যায় না।

জ্যুবা আর ক্লিয়োপেট্রা সেলেনের যে পুত্রসন্তান হযেছিল নাম হয়েছিল টলেমি। জ্যুবার মৃত্যুর পর এই টলেমি ২৩ খ্রী থেকে ৪০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। এই টলেমির পর আফ্রিকার ইতিহাসে আর কোন টলেমি আসেননি। ট নামের এখানেই ইতি।

ওদিকে রোমে এসেছিল এক যুগান্তকারী যুগ—অগাস্টীয অক্টেভিয়ান সিজার সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটিযে, প্রা আবহাওয়াকে পুরোপুরি নিজের আওতায় এনে খ্রীঃ পূঃ ২৭ জানুয়ারি মাসে রেপাবলিক রোম সাম্রাজ্যের রূপান্তর ঘট তিনি সিংহাসনে বসলেন—নাম নিলেন সম্রাট অগাস্টাস সিজ অক্টেভিয়ান সিজারের যোগ্যতার পূর্ণতম পরিচায়ক। অগ যুগ—রোমসভ্যতার এক মহৎ যুগ—যিশুখ্রীষ্টের আবি মহত্তর···

খ্রীঃ পূঃ ৫১ থেকে খ্রীঃ পূঃ ৩০ অব্দ পর্যন্ত মিশররা ক্লিয়োপেট্রা একটানা রাজত্ব চালিয়েছিলেন। ষড়যন্ত্র, গৃহ রোমের সদম্ভ আস্ফালন—কোন কিছুতেই তিনি ভয় পাননি। বরঞ্চ সাহস, বুদ্ধি ও কৌশলের সঙ্গে নিজের স্বকীয়তাকে বজায়

এই লেখিকার

নুরজাহান

সম্বন্ধে কয়েকজন খ্যাতনামা সমালোচক ও বিশেষজ্ঞের অভিমত

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী :

'সুকন্যা' লিখিত 'নূরজাহান' বইখানি বাংলাসাহিত্য ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে নূতনত্বের দাবী রাখে। তাঁর সহজ এবং সাবলীল ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী ইতিহাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। ইতিহাস বইয়ের পাতায় যে নায়ক-নায়িকারা আপাতদৃষ্টিতে ঘটনাচক্রের হাতে ক্রীড়নক মাত্র, তাদের তিনি রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে আমাদের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। বইখানির বিষয়বস্তু ইতিহাস হলেও তৎকালীন মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থার সম্যক বিশ্লেষণ এবং বর্ণনাভঙ্গীর গুণে এটি প্রায় উপন্যাসেরই সামিল হয়ে উঠেছে।

চরিত্র বিশ্লেষণে এবং রূপায়ণেও 'সুকন্যা' কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মুঘল রাজবংশের প্রতিটি ছোটবড় ঘটনা এবং পর্দার আড়ালে সংঘটিত বিভিন্ন মনের ও বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত, সিংহাসন লোভীদের ষড়যন্ত্র এবং রাজনীতির কুটিল আবর্ত লেখিকা সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। সর্বোপরি পরমা সুন্দরী, শক্তিশালিনী এবং কূটবুদ্ধিপরায়ণা সম্রাজ্ঞী নূরজাহান স্বমহিমায় বিরাজমানা—যাঁর শৈশবের ও কৈশোরের প্রতিটি ঘটনা অঙ্গুলী সংকেতে এক বিশাল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের নির্দেশকার,—পরবর্তীকালে পরিণতি সম্রাজ্ঞী নূরজাহানরূপে তাঁকেই দেখতে পাই সুদক্ষ কাণ্ডারীর মতো সুবিশাল সাম্রাজ্যতরণীর হাল ধরে কূটবুদ্ধিশালী আমীর ওমরাহদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে। বইখানাতে ধূর্জটির জটাজাল থেকে ইতিহাসের । জাহ্নবীকে প্রত্যেকের তৃষ্ণানিবারণের উদ্দেশ্যে প্রত্যহের ভূমিতলে নামিয়ে আনা হয়েছে। এ সামান্য কৃতিত্ব নয়।"

বাংলা ইতিহাস-সাহিত্যের পথিকৃৎ **শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় :**

"আপনার বইয়ে আপনি ইতিহাসকে কোথাও অতিক্রম না করে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার যেটুকু মেশাল দিয়েছেন তাতে বাস্তব ও কল্পনা আশ্চর্যরকমের সংহতি লাভ করে বাস্তবকে আরো পরিস্ফুট করে তুলেছে। সাজানোর বাহাদুরিতে ষোল শতাব্দীর ইতিহাসের কয়েকটি ছোটোবড়ো ঘটনা সাড়ে তিনশো বছর পরেও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকে।"

ঐতিহাসিক ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত :

"আপনি নূরজাহানের জীবনের ঐতিহসিক সূত্রটিকে দক্ষতার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন এবং মুঘলযুগের রাজনৈতিক চক্রান্তের ছবি আপনার লেখায় স্পষ্ট হয়েছে।"

[illegible]ছিলেন। প্রখর ব্যক্তিত্ব ও দুর্জয় যৌবনবিলাসে তিনি [illegible]ত করেছিলেন বীর রোমীয় নায়কদের। শুধু মাত্র দৈহিক [illegible]র্যের মোহিনী মায়াতেই জুলিয়াস সিজার মুগ্ধ হননি, এ্যান্টনি [illegible] ওঠেননি—তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন ক্লিয়োপেট্রার উদ্ভাবনী [illegible] আর মানসিক দৃঢ়তা দেখে।

[illegible] একদিকে ক্লিয়োপেট্রা ছিলেন নিষ্ঠুর, বিলাসিনী ও খামখেয়ালী, অন্য দিকে ছিলেন শিল্পী, জ্ঞানান্বেষী ও বিদ্বজ্জনের উৎসাহদাত্রী। [illegible] তো তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ পোথিনাস, [illegible] ডিয়োস্‌কোরাইডিস, জ্যোতির্বিদ সোসিজেনাসের মতে [illegible]ভাদের ব্যক্তিরা। জুলিয়াস সিজার তাঁর নিজের দেশে যে [illegible]লণ্ডার বা বর্ষপঞ্জী তৈরি করিয়েছিলেন—ক্লিয়োপেট্রার নির্দেশে [illegible] পেছনে বৈজ্ঞানিক কৌশল ও সাহায্য জুগিয়েছিলেন এই [illegible] সিজেনাস।

[illegible] রাণীর উপযুক্ত বুদ্ধি ও গুণের সমন্বয়েই ক্লিয়োপেট্রা গড়ে [illegible]ছিলেন। তাই তিনি শুধু মোহিনী নন—মহারাণীও বটে।

মিশরের টলেমীয় ইতিহাসে রাণী ক্লিয়োপেট্রা সমাপিকা—[illegible]কালের বিস্ময় নিয়ে বেঁচে রইল টলেমিদের সমাপ্তির কাব্য [illegible] রইলেন ইতিহাসের এক রহস্যময়ী নায়িকা॥